সুমন্ত আসলাম

অন্ধকারের আলোয় তুমি

মূর্ছনা
www.MurchOna.com

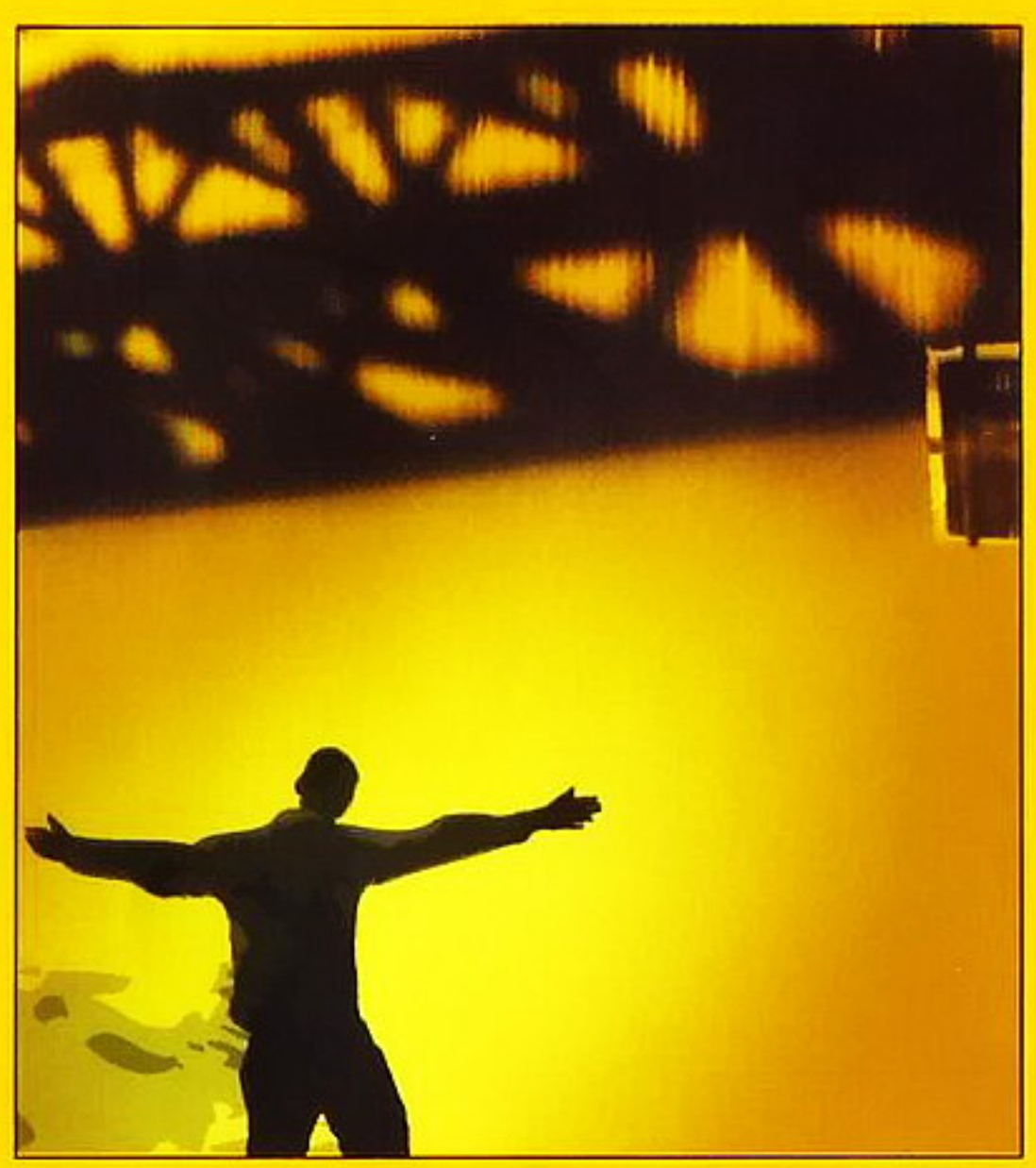

খুব কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তূপা— কোনোদিন সে বিয়ে করবে না। বেদনাদায়ক একটা কারণ আছে তার। এই তূপার সঙ্গেই তাদের বাসার সামনে একটা ছেলের দেখা হয় একদিন। তূপাদের বিল্ডিংয়ে খালি একটা ফ্ল্যাট আছে। ভয়াবহ একটা সমস্যা আছে ফ্ল্যাটটাতে। সেই ফ্ল্যাটে নতুন ভাড়াটে হিসেবে এসেছে ছেলেটা।

ছেলেটা আসার পর থেকেই কাকতালীয়ভাবে কেমন যেন পাল্টে যায় তূপা। প্রতিদিন একটা করে চিঠি আসতে থাকে তার ঠিকানায়। ভয় পেয়ে যায় সে। এরকম চিঠি সে এর আগেও পেত, ভয়ঙ্কর চিঠি ! কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠিটা খুলে দেখে— না, এ চিঠিটা আগের চিঠির মতো না, নাম-ঠিকানাবিহীন অন্যরকম চিঠি, অন্যরকম এক যন্ত্রণার চিঠি !

আরো একটা সমস্যায় পড়ে যায় তূপা। ইদানীং প্রায়ই টের পায় ঘুমালেই তার ঘরে কে যেন আসে, এসে তার চোখ ছুঁয়ে দেয়, ঠোঁট ছুঁয়ে দেয়, চুল ছুঁয়ে দেয়। নির্ঘুম কেটে যায় তার অনেক রাত।

এত কিছুর পরেও তূপার নিটোল অনুভবে একদিন ফুটে ওঠে— সে প্রেমে পড়েছে, যার প্রেমে পড়েছে সে আর কেউ না, তাদের বিল্ডিংয়ে আসা নতুন ছেলেটার। যে ছেলেটা অন্ধ, দিন-রাত যার কাছে সমান অন্ধকার। তূপা কি ঠিক করেছে ? সে কি জানে কে এই অন্ধ ছেলেটা ?

কোনো একসময় আমরা একসঙ্গে কাজ করতাম। একই ছাদের নিচে কত গল্প হয়েছে আমাদের। কত অভিমান, কত ঝগড়া। তারপরও আমরা মিলেমিশে থাকতাম। কোনো কোনো দিন আমাদের কথাও হতো না, ব্যস্ততায় কেটে যেত আমাদের কর্মপ্রহর। তবু কিয়ৎক্ষণের দেখায় তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম, 'কেমন আছেন আপনি ?' ব্যস্ততার স্পর্শেই তিনি বলতেন, 'ভালো। আপনি ?'

বড় পছন্দ করি আমি মানুষটাকে, তবে তিনি আমাকে করেন কি-না তা জানি না। জানার প্রয়োজনও বোধ করি নি কখনো।

প্রিয় কবির বকুল, প্রিয় বকুল ভাই,

শীর্ষস্থানীয় কোনো গীতিকার হিসেবে নয়, সদালাপী একজন মানুষ হিসেবেও নয়, আপনাকে আমি পছন্দ করি একজন সরল মানুষ হিসেবে। বড় সরল মানুষ আপনি। এত সরল, যারা প্রতিনিয়ত কষ্ট পায়!

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

ভূমিকা

চিঠি কিংবা ফোনের মাধ্যমে প্রায়ই অনেক পাঠক একটা অভিযোগ করেন আমাকে— 'প্রতিবছর একটা প্রেমের কিংবা ভালোবাসার উপন্যাস লিখতে পারেন না আপনি ?'

আমি বলি, 'না। প্রেমের কিংবা ভালোবাসার উপন্যাস আলাদা করে লিখতে হবে কেন ? আমি মনে করি প্রতিটা লেখকের লেখাতেই প্রেম থাকে, ভালোবাসা থাকে।'

তাঁরা তা মানতে চান না।

মাথার ভেতর প্রতিনিয়ত যন্ত্রণা করতে থাকে ব্যাপারটা। সেই যন্ত্রণা দূর করার জন্য এবার একটা সিদ্ধান্ত নেই আমি— না, এবার একটা প্রেমের বা ভালোবাসার উপন্যাস লিখব, যেটা হবে অন্যরকম।

চেষ্টা করেছি আমি। বাকিটা প্রিয় পাঠক আপনার হাতে।

সুমন্ত আসলাম
sumanto_aslam@yahoo.com

ধাক্কা লাগার পরও কয়েক পা এগিয়ে যায় তূপা। কিন্তু হঠাৎ কী মনে করে ঘুরে দাঁড়ায় এবং ঘুরে দাঁড়িয়েই চমকে ওঠে। দেখে— যার সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে সেই ছেলেটা মাটি হাতড়াচ্ছে। হাতড়াতে হাতড়াতে কী যেন খুঁজছে।

তূপা বুঝতে পারে না এ মুহূর্তে তার ঠিক কী করা উচিত। অবাক চোখে সে তাকিয়ে থাকে ছেলেটার দিকে। আরো একটু ভালো করে তাকাতেই ছেলেটার একটু ফাঁকে একটা সাদা ছড়ি দেখতে পায়। দ্বিতীয়বারের মতো আবার চমকে ওঠে। তারপর কিছুটা দ্বিধা নিয়ে এগিয়ে যায় ছেলেটার দিকে। মাটিতে পড়ে থাকা সাদা ছড়িটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'এক্সকিউজ মি...।'

মাটি থেকে হাত তুলে সোজা হয়ে বসে ছেলেটি। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। তারপর তূপার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমাকে বলছেন ?'

'জি।' তূপা কিছুটা অপরাধী গলায় বলে, 'আই অ্যাম এক্সট্রিমলি স্যরি। আমি আসলে বুঝতে পারি নি...।'

কথা শেষ করে না তূপা। ছেলেটি তার নাকের কাছে নেমে আসা কালো চশমাটি ঠেলে তুলে বলে, 'আপনি বুঝতে পারেন নি আমি অন্ধ, তাইতো ? এতে অবশ্য স্যরি হওয়ার কিছু নেই, অনেকেই পারে না।'

'তাই!'

'এটাই তো স্বাভাবিক। মানুষ কি এতই বুদ্ধিমান যে, এই পৃথিবীর সব কিছুই সে প্রথমেই বুঝতে পারবে। নিজেকে বুঝতেই যখন একজন মানুষের চল্লিশ বছর চলে যায়। কখনো কখনো আরো বেশি। তাইতো আমিও বুঝতে পারি নি।' ছেলেটি মুচকি হেসে বলে, 'আমি বুঝতে পারি নি আমার সামনে দিয়েই হরিণের চঞ্চলতায় কেউ একজন এগিয়ে আসছেন, যার দু পায়ে আবার দুটো নূপুর আছে।'

'আমার পায়ে নূপুর আছে এটা বুঝলেন কী করে ?'

'আমি অন্ধ, এটা ঠিক। এটাও তো ঠিক— অন্ধরা চোখে দেখে না, কিন্তু কানে শোনে। তাদের কান দুটো নয়, অনেকগুলো।'

www.boiRboi.blogspot.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

'তাই নাকি!' তূপা কিছুটা আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এসে বলে, 'অনেকগুলো কান দিয়ে তো তাহলে অনেক কিছু শোনা যায়।'

'হ্যাঁ, অনেক কিছু শোনা যায়। ওই যে ফ্ল্যাটের কোনায় ছোট ছোট ফুলগাছ দেখা যাচ্ছে—।' হাত দিয়ে ইশারা করে ওদিকটা দেখিয়ে ছেলেটি বলে, 'ওরা কিন্তু কথা বলে, এখনো বলছে। আমি তা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না।'

'গাছরা কথা বলে!'

'গাছের জীবন আছে এটা জানেন তো?'

'তা জানব না কেন?'

'যাদের জীবন আছে, তাদের নিজস্ব একটা ভাষাও আছে।

'গাছদের ভাষা কী? ওদের ভাষা আপনি বুঝতে পারেন?'

'ঠিক বুঝতে পারি না, তবে শুনতে পাই।'

'পশুপাখিদের ভাষা।'

'ওদের ভাষাও শুনতে পারি এবং একটু একটু বুঝতেও পারি। আচ্ছা, বলুন তো পাখিদের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী কে?'

'কে?'

'কাক আর দোয়েল। ঘুম ভাঙে আমাদের কাকের ডাক শুনে, আর জানালা খুলেই দেখা যায় দোয়েলকে।'

'ভালো কথা, কোথায় যাবেন আপনি?'

'ছয়ের বি নম্বর ফ্ল্যাটে।'

'তাই! আমরা থাকি চারের এ নম্বর ফ্ল্যাটে। আপনি আমাদের চেয়ে এক তলা উপরে।'

'ভালোই হলো, আপনার সঙ্গে আগেভাগেই পরিচয় হয়ে গেল।'

'জি।'

'তবে আসল জিনিসটাই কিন্তু বাকি রয়ে গেছে।'

'কী?' তূপা বেশ আগ্রহী হয়ে বলে।

'আমরা কেউ কারো নাম জানি না।'

'অ। আমি তূপা।'

'আমি পাভেল।'

হাতের সাদা ছড়িটা পাভেলের দিকে এগিয়ে দিতে গিয়েই থেমে যায় তূপা। ছড়িটা হাতে রেখেই বলে, 'আপনি কি ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছেন?'

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

'জি।'

'ভাড়া নিয়েছেন!'

'জি।' পাভেল ইতস্তত করে বলে, 'কিছুটা চমকে উঠলেন বোধহয় ?'

'একটু।'

'জানতে পারি, কেন ?'

'না, ফ্ল্যাটটা অনেকদিন ধরে খালি পরে আছে তো।'

'খালি পরে আছে! এসব এলাকার ফ্ল্যাট তো অনেকদিন খালি পরে থাকার কথা না।' পাভেল একটু থেমে নাকে নেমে আসা কালো চশমাটা আবার একটু ওপরে তুলে বলে, 'ফ্ল্যাটটার কোনো প্রবলেম নেই তো ?'

'না—।' তূপা একটু থেমে বলে, 'তেমন কোনো প্রবলেম নেই।'

'আপনার কথা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে কোনো একটা প্রবলেম আছে।' পাভেল ফ্যাকাসে ধরনের একটা হাসি দিয়ে বলে, 'বলুন না প্রবলেমটা কী ?'

'আমার একটু তাড়া আছে। ভার্সিটিতে পৌঁছতে আধা ঘণ্টার বেশি লেগে যাবে, ক্লাস শুরু হয়ে যাবে ততক্ষণে। স্যরি, আমাকে এখন যেতে হবে।' পাভেলের দিকে সাদা ছড়িটা এগিয়ে দেয় তূপা। কিন্তু হাত বাড়ায় না সে। তূপা ওর ভুল বুঝতে পেরে পাভেলের হাতের সঙ্গে স্পর্শ করায় ছড়িটি।

'থ্যাংকু।' ছড়িটা চেপে ধরে পাভেল বলে।

'কেন ?' তূপা চলে যেতে গিয়েই ঘুরে দাঁড়ায়।

'সব কিছুর জন্যই, আবার বলতে পারেন কোনোকিছুর জন্যই না।'

'অ।' তূপা কিছু একটা বলতে গিয়েই কথা হারিয়ে ফেলে। মাথাটা নিচু করে কী যেন ভেবে মাথাটা আবার উঁচু করে বলে, 'আপনি যেতে পারবেন তো একা একা ?'

'হ্যাঁ, একা একা চলতে চলতে অভ্যাস হয়ে গেছে আমার। সারাদিনই তো এখানে-ওখানে একা একা হাঁটি, আর এ তো মাত্র তিন তলা।'

'চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'আপনার না তাড়া আছে। তাছাড়া আজকেই তো শেষ না, আরো অনেকবার দেখা হবে আমাদের। কারণ আপনার প্রতিবেশী যেহেতু হয়ে গেছি।' পাভেল শব্দহীন হাসতে থাকে।

'ও হ্যাঁ, আপনি তো আমাদের প্রতিবেশী হয়ে গেছেন, নতুন প্রতিবেশী।' তূপাও হাসতে থাকে।

পাভেল আগের মতোই ম্লান হেসে বলে, 'হ্যাঁ, অন্ধ প্রতিবেশী।'

www.MurchOna.com

বাজারের ব্যাগ হাতে ঘরে ঢুকলেন বাশার সাহেব। দরজায় ছিটিকিনি লাগিয়ে সালমা খানম সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ফিস ফিস করে বললেন, 'শুনেছো, তিন তলার খালি ফ্ল্যাটটাতে নতুন একটা ভাড়াটে এসেছে ?'

'তাই নাকি!' ঘুরে দাঁড়ালেন বাশার সাহেব।

সালমা খানম ভীত চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন। তার চেয়েও বেশি ভীত কণ্ঠে বললেন, 'এবার না জানি কী হয় আবার!'

কিছু বললেন না বাশার সাহেব। বাজারের ব্যাগটা সালমা খানমের হাতে দিয়ে সোজা বাথরুমের দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু তার আগেই পাশের ঘর থেকে দৌড়ে এসে তিতি বলল, 'বাবা, যত কাজই থাক, তুমি কিন্তু আজ অফিসে যাচ্ছ না।'

'কেন ?'

'বারে, এরই মধ্যে ভুলে গেলে! সকালে তোমাকে কী বললাম ?'

'সকাল থেকে তো এ পর্যন্ত অনেক কথাই শোনা হয়ে গেছে, তাই তোর কথাটা ভুলে গেছি রে মা।'

'এত কথা কোথায় শুনলে তুমি ?'

'কোথায় শুনলাম ?' বাশার সাহেব স্ত্রীর দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে তিতির দিকে ফিরে বললেন, 'বাজারে গিয়ে এটা আনতে হবে, ওই জিনিসটা যেন ওরকম না হয়, সবকিছু দেখেশুনে কিনতে হবে, আরো কত কী! এ সব শুনে শুনে তোর কথাটা ভুলে গেছি মা।' বাশার সাহেব তিতির কাঁধে একটা হাত রেখে বলেন, 'প্লিজ, কথাটা আরেকবার বল। দেখিস, এবার আর ভুলব না।'

'আজ মেঝ আপুকে দেখতে আসবে।'

'সেটা তো মনে আছে। তূপাকে দেখতে আসবে বলেই তো এত কিছু কিনে আনলাম বাজার থেকে।'

www.MurchOna.com

'থ্যাংক ইউ কথাটা মনে রাখার জন্য। কিন্তু আমি তোমাকে বলেছিলাম অন্য একটা কথা।'

বাশার সাহেব কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করলেন, মনে করতে পারলেন না। তিতির দিকে তাকিয়ে অপরাধী অপরাধী চেহারা করে বললেন, 'প্লিজ, শেষবারের মতো কথাটা বল, আর ভুলব না আমি।'

'প্রমিজ ?'

তিতির মাথায় হাত রেখে বাশার সাহেব বললেন, 'প্রমিজ।'

পাশের সোফাতে বাবাকে বসিয়ে নিজেও সোফাতে বসল তিতি। তারপর বাবার হাত দুটো নিজের দু হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল, 'মেঝ আপুকে তো এর আগে কেউ দেখতে আসে নি, এই প্রথম আপুকে দেখতে আসবে। তুমি আজ সারাদিন আপুর সঙ্গে গল্প করবে।'

'তূপাকে দেখতে আসবে তো সেই সন্ধ্যার সময়। আমি এর আগেই অফিস থেকে ফিরে আসব।'

'না।' তিতি একটু শব্দ করে বলে বাশার সাহেবের একেবারে চোখের দিকে তাকায়, 'ওইটুকু গল্প করে কিছু হবে না বাবা। তোমাকে অনেক গল্প করতে হবে আপুর সঙ্গে।'

'এত কী গল্প করব আমি ?'

'আমি তোমাকে মনে করিয়ে দেব আপুর সঙ্গে তুমি কী গল্প করবে।'

'তাহলে তো তুই নিজেই গল্প করতে পারিস ?'

'আমার গল্প করা আর তোমার গল্প করা এক হলো ?'

'না, তা অবশ্য এক হয় না।'

তিতি বাশার সাহেবের দিকে একটু ঝুঁকে এসে গলার স্বরটা গাঢ় করে বলে, 'আপুর সঙ্গে তুমি কেন গল্প করবে, জানো তো ?'

মাথাটা নিচু করে ফেলেন বাশার সাহেব। একটু পর মাথাটা আবার উঁচু করে তিতির দিকে তাকান, কিন্তু কোনো কথা বলেন না। কেমন যেন ভাবলেশহীনভাবে তাকিয়ে থাকেন তিতির দিকে। চোখ দুটো মনে হয় উদাসীন, দৃষ্টি মনে হয় শূন্য।

'বাবা, তোমার কি মন খারাপ হয়ে গেল ?'

'না।'

'তাহলে ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন ?'

www.MurchOna.com

'না, এমনি।' বাশার সাহেব সোফা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলেন, 'তূপা কোথায় ?'

'আপু তো ভার্সিটিতে গেছে।'

'ভার্সিটিতে! ভার্সিটিতে কেন গেল আজ ?'

'একটা ইম্পর্ট্যান্ট ক্লাস নাকি আছে। ক্লাসটা করেই চলে আসবে আপু।' তিতি বাশার সাহেবের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলে, 'এতক্ষণ তো খেয়ালই করি নি। তুমি তো একেবারে ঘেমেটেমে গোসল করে ফেলেছ বাবা!'

'আর বলিস না, এই শহরের রিকশাওয়ালাগুলো যা হয়েছে না।'

'ওরা আবার কী করল ?'

'কী করে না তাই বল ? সকালে অফিস টাইমের সময় ভাড়া বেশি, বিকেলে অফিস ছুটির সময় ভাড়া বেশি, দুপুরে রোদ উঠলে ভাড়া বেশি, বৃষ্টি নামলে ভাড়া বেশি। তার ওপর এখানে যাবে না, ওখানে যাবে না, নানান ফ্যাকরা। যা বিরক্ত লাগে না!'

'তাই তুমি রাগ করে একগাদা বাজার হাতে নিয়ে হেঁটে এসেছো, না ?' তিতি কপাল কুঁচকে বলে।

'ওপর তলায় খালি ফ্ল্যাটটাতে একটা ভাড়াটে এসেছে, জানিস তো ?'

'হ্যাঁ, জানি। মানুষটা চোখে দেখে না।'

'কী!'

'মানুষটা অন্ধ।' তিতি একটু থেমে বাবার একটা হাত ধরে বলে, 'বাবা, একটা রিকোয়েস্ট করব ?'

'বল।'

'তুমি মাকে একটু ম্যানেজ করবে ?'

'কেন ?'

'মানুষটাকে একটু দেখে আসতাম।'

'দেখবি ?'

'কাছ থেকে কখনো কোনো অন্ধ মানুষকে দেখি নি তো!'

কলিংবেলের শব্দ শোনার পরও বেশ কিছুক্ষণ বসে রইল পাভেল। আবার সেটা বেজে ওঠার আগেই উঠে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে বলল, 'কে ?'

www.MurchOna.com

চলে যাচ্ছিল তিতি। সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমেও গিয়েছিল, ঠিক তখনই দরজা খোলার শব্দ শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে, কিন্তু পেছন ফিরে তাকায় না ও। একটু অপেক্ষা করে।

পাভেল আবার বলে, 'কে ?'

তিতি এবার ঘুরে দাঁড়ায়। সিঁড়ির ধাপগুলো বেয়ে উপরে উঠে আসে। পাভেলের একেবারে সামনে এসে বলে, 'আমি তিতি, এ ফ্ল্যাটের ঠিক নিচের ফ্ল্যাটটাতে থাকি আমরা।'

'ও।' পাভেল একটু থেমে বলে, 'কাউকে খুঁজতে এসেছেন বুঝি ?'

'ঠিক খুঁজতে না, আসলে...।'

থেমে যায় তিতি। পাভেলও কিছু বলে না। বেশ কিছুক্ষণ পর তিতি কিছুটা দ্বিধা নিয়ে বলে, 'আমি আসলে আপনাকে দেখতে এসেছি।'

'আমাকে!'

'জি, আপনাকে।'

'কেন বলুন তো ?'

'কোনো কারণ নেই, এমনি।'

'চিড়িয়াখানায় যায় মানুষ বানর দেখতে, গ্রামে কোনো চোর ধরা পরলে মানুষ যায় সেই চোর দেখতে, আর আপনি দেখতে এসেছেন আমাকে।' পাভেল হাসতে থাকে, 'আসুন না, ভেতরে আসুন।'

দরজা থেকে সরে দাঁড়ায় পাভেল। তিতি ঘরে ঢুকতে নিয়েই থেমে যায়। একটুক্ষণ, তারপর কিছুটা কাঁপা কাঁপা পায়ে ঢুকেই পরে। ঘরের চারপাশটা ভালো করে দেখে বলে, 'বাসায় আর কেউ নেই ?'

'না।'

'তার মানে আপনি একা ?'

'কই, না তো।' পাভেল হাত বাড়িয়ে সোফাটা স্পর্শ করে তিতিকে বলে, 'বসুন।'

তিতি সোফায় বসতে বসতে বলে, 'কাউকে তো দেখছি না।'

'কাউকে দেখছেন না!' পাভেল হাসতে থাকে, 'সম্ভবত আমার ঘরে দু-চারটা টিকটিকি আছে। রাত হলেই ওরা ঠিক ঠিক আমার আশপাশে আসবে, তারপর টিক টিক করে কথা বলবে আমার সঙ্গে।'

'টিকটিকি আপনার সঙ্গে কথা বলে!'

www.MurchOna.com

'শুধু টিকটিকি কেন, আমার বারান্দায় একটা অপরাজিতা গাছ আছে, সেই গাছটাও আমার সঙ্গে কথা বলে। যদিও গাছটা বেশ চুপচাপ, কথাটথা খুব কম বলে। আমিই ওর সঙ্গে বেশি বলি।'

'ওদের সঙ্গে কী বলেন আপনি ?'

'অনেক কথা। যখন যা মনে আসে তাই বলি। তবে আমি সবচেয়ে বেশি কথা বলি আমার জানালার পাশে যে মানিপ্লান্ট গাছটা আছে ওর সঙ্গে। জানেন, গাছটা না মাঝে মাঝে হাসে।'

'তাই নাকি!'

কলিং বেলটা বেজে ওঠে আবার। পাভেল সোফা থেকে উঠতে নেয়, তার আগেই তিতি উঠে দাঁড়ায়। দরজা খুলে দেয় তারপর। কেউ একজন ঘরে ঢুকতেই পাভেল বলে, 'কে, জরিনার মা ?'

'ভাইজান, আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমাকে জরিনার মা বলে ডাকবেন না।'

'তা বলেছ, কিন্তু কেন ডাকব না তা তো বলো নি।'

'জরিনা নামে তো আমার কেউ নাই।'

'কী নামে আছে ?' পাভেল একটু ঘুরে বসে বলে।

'কোনো নামেই নাই।'

'তোমার বিয়ে হয় নি ?'

'হয়েছে।'

'তোমার কোনো বাচ্চাকাচ্চা নেই।'

'না। আমার বাচ্চাকাচ্চাও নাই, স্বামীও নাই।'

'কেন ?'

'এসব কথা অনেকবার অনেকজনকে বলা হয়েছে ভাইজান, আর বলতে ইচ্ছে করে না।'

'তুমি তাহলে এবার বলো, তোমাকে কী বলে ডাকব ?'

'বুয়া বলে ডাকবেন।'

'না, এ নামে তো তোমাকে ডাকতে পারব না।'

'কেন ভাইজান ?'

'কেন যেন বুয়া বলে ডাকতে আমার খারাপ লাগে। অবশ্য এর একটা কারণ আছে। আমরা কোনো ডাক্তারকে ডাক্তার সাহেব বলে ডাকি, ইঞ্জিনিয়ারকে

www.MurchOna.com

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলে ডাকি, ম্যানেজারকে ম্যানেজার সাহেব বলে ডাকি। কিন্তু যারা টয়লেট পরিষ্কার করে আমরা তাদের সুইপার সাহেব তো দূরের কথা সুইপারও বলে ডাকি না, কিংবা যারা জুতো সেলাই করে তাদের মুচি বলেও ডাকি না, অথবা যারা খাবার রান্না করে তাদের বাবুর্চি বলেও না। তাদের যদি ওভাবে না ডাকি তাহলে আপনাকে বুয়া বলে ডাকব কেন ? আপনাকে ডাকলে তো ডাকতে হয় বুয়া ম্যাডাম বলে।' পাভেল খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে, 'এবার আপনিই বলুন আপনাকে কী নামে ডাকব— জরিনার মা, না বুয়া ম্যাডাম বলে ?'

আঁচলটা টেনে নিয়ে মহিলাটি লাজুক মুখে বলেন, 'জরিনার মা।'

'গুড। জরিনার মা—।' পাভেল তিতির দিকে ফিরে বসে বলে, 'ও হচ্ছে তিতি। আমাদের নিচের ফ্ল্যাটে থাকে। আপনি কী আমাদের কিছু একটা খাওয়াতে পারেন ?'

'কী খাবেন বলেন ?'

'আপনার যা ইচ্ছা।' পাভেল তিতির দিকে একটু ঝুঁকে বসে বলে, 'তিতি, আপনার কোনো চয়েস আছে ?'

'জি।'

'বলুন।'

'এ মুহূর্তে আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। আপনার সঙ্গে কথা বলতেই ভালো লাগছে আমার।'

'আমি আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, জরিনার মায়ের হাতের কফি খেয়ে আপনি অন্তত কয়েক মিনিট অবাক বিস্ময়ে বসে থাকবেন।'

'তাই!'

'অবশ্যই।'

'একটা কথা বলি আপনাকে ?'

'একটাই, না আরো বেশি ?' পাভেল হাসতে হাসতে বলে।

'একটাই।' তিতিও হেসে ফেলে।

'বলুন।'

'আপনি কি আমাকে তুমি করে বলবেন ?'

'স্যরি, এই জিনিসটা কখনো আমার দ্বারা হবে না।'

'কেন!'

'কাউকে আমি কখনো তুমি বলতে পারি না।'

www.MurchOna.com

'বিয়ে করার পর বউকেও তুমি বলবেন না ?'

'বিয়ে!' পাভেল ম্লান হেসে মাথাটা নিচু করে বলে, 'আমাকে কি কেউ কখনো বিয়ে করবে ?'

তিতি একটু শব্দ করে বলে, 'কেন করবে না ?'

নাকের ওপর নেমে আসা চোখের কালো চশমাটা একটু উঁচু করে পাভেল, কিন্তু কোনো কথা বলে না।

তিতি চলে যেতেই সোফায় এসে বসে পাভেল। সঙ্গে সঙ্গে কলিং বেলটা বেজে ওঠে আবার। দরজা খুলে দিতেই তিতি মুখটা হাসি হাসি করে বলে, 'কথাটা আপনাকে না বললেও চলত, তবুও আপনাকে বলতে ইচ্ছে করছে। কেন বলতে ইচ্ছে করছে জানেন ?'

'কেন ?'

'না থাক, ওই কেনটাও না জানলে চলবে। আপনাকে বরং আগের কথাটাই বলি। আমার মেঝ আপুকে আজ দেখতে আসবে, সম্ভবত বিয়েও হয়ে যেতে পারে আজ।'

'অগ্রীম অভিনন্দন। আপনার মেঝ বোনের নামটা জানতে পারি ?'

'তূপা। আমি ডাকি তূপাপু।'

www.MurchOna.com

ভার্সিটি থেকে বাসায় ফিরতেই মা বেশ আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'তূপা, তোর একটা চিঠি এসেছে।'

'চিঠি!' তূপা ওর ঘরের দিকে যাচ্ছিল। ঘুরে দাঁড়ায় ও। কপালের সামনে নেমে আসা চুলগুলো ঠিক করতে করতে বলে, 'কোথায় রেখেছ চিঠিটা ?'

'তোর ঘরে রেখে এসেছি, টেবিলের ওপর আছে।'

ঘরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ায় তূপা। তার আগেই মা এগিয়ে এসে বলেন, 'তোর কি মন খারাপ ?'

'না।'

'তাহলে মুখটা ওমন গম্ভীর করে রেখেছিস কেন ?'

'কই মুখ গম্ভীর করে রেখেছি।' তূপা হাসার চেষ্টা করে।

'চিঠিটা কে লিখেছে জানিস ?'

'না। আগে খুলে দেখি, তারপর তোমাকে বলব।'

'আমাকে বলতে হবে না।'

'বলতে হবে না ?' তূপা মায়ের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলে, 'আমার এ ছোট্ট জীবনে তোমার কাছে কোন কথাটি গোপন করেছি বলো তো ?'

'সম্ভবত একটাও না।'

'তাহলে ?' মায়ের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকায় তূপা। সেভাবেই কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, 'মা, শোনো, অনেকদিন থেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব করব করেও করা হয় না।'

'কী কথা ?'

'সত্যি করে উত্তর দেবে কিন্তু।'

'তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি তোর সঙ্গে মিথ্যা বলি।'

'স্যরি মা, আমি সেটা মিন করি নি।'

www.MurchOna.com

'বল।'

তূপা একটু ইতস্তত করে। তাই দেখে মা বলেন, 'তুই ওরকম করছিস কেন বল?'

'মাঝে মাঝে তুমি কি আমার ঘরে আসো?'

'কখন?'

'রাতে।'

'রাতে কখন?'

'রাতে কখন সেটা তো বলতে পারব না। তবে মাঝরাতের দিকে হতে পারে।' তূপা মায়ের দিকে মনোযোগী চোখে তাকায়।

'মাঝরাতের দিকে!' মা একটু এগিয়ে এসে তূপার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে মুখটা চিন্তিত করে বলেন, 'মাঝরাতে তুই কীভাবে টের পাস যে তোর ঘরে কেউ একজন ঢুকেছে।'

'আমার মাথায় এসে হাত রাখে মানুষটি। কখনো মাথার চুলে হাত বুলায়, চোখের পাপড়ি ছুঁয়ে থাকে, ঠোঁট ছোঁয়। মাঝে মাঝে টের পাই—আমার গায়ের চাদরটাও ঠিক করে দেয় সে।'

'তুই দেখিস নি মানুষটি কে?'

'না।'

'মানুষটি তোর মাথায় হাত রাখে, মাথার চুলে হাত বুলায়, তখন তোর ঘুম ভেঙে যায় না?'

'যায়, কিন্তু আমি চোখ মেলতে পারি না। চোখ মেলার চেষ্টা করি, কিন্তু মনে হয় কে যেন টেনে রেখেছে চোখের পাপড়ি দুটো। অনেকবার চেষ্টা করেও মেলতে পারি নি। একসময় মানুষটার হাত বুলানিতে আবার ঘুমিয়ে পড়ি আমি।'

'কতদিন ধরে এরকম হচ্ছে?' বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে মা বলেন।

'বেশ কয়েকদিন ধরে।'

'বেশ কয়েকদিন কত দিন?'

'তা বলতে পারব না মা।'

'আমরা যখন তিনতলার ওই ফ্ল্যাটটাতে থাকতাম তখন কি এরকম হতো?' মার সারা মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে।

'না।'

'তার মানে তিনতলার ওই ফ্ল্যাট থেকে দোতলার এই ফ্ল্যাটে আসার পর থেকে এমন হচ্ছে।'

www.MurchOna.com

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা—।' মা তূপার দিকে আরো একটু এগিয়ে এসে বলেন, 'মানুষটা যখন তোর মুখে হাত বুলায় তখন কি তুই বুঝতে পারিস মানুষটা দেখতে কেমন, বয়স কত তার ?'

'না। তবে এটা বুঝতে পারি মানুষটার হাতটা খুব নরম।'

মা কী যেন একটা ভেবে বলেন, 'আজ থেকে রাতে তোর সঙ্গে আমি থাকব, তোর পাশে ঘুমাব।'

'কেন!' তূপা অবাক হয়ে বলে।

'দেখতে হবে না সারা দিন থাকতে রাতে তোর ঘরে কে আসে ?'

'না, দেখতে হবে না।' তূপা ওর ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

তূপার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন মা। কিন্তু ও ওর ঘরে ঢোকার আগেই মা ডাক দেন, 'তূপা—।'

ঘুরে দাঁড়ায় তূপা।

মা গভীর মনোযোগে তূপার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বলে, 'না, থাক। তুই বরং ফ্রেশ হয়ে যায়, টেবিলে খাবার দিচ্ছি। তোর বাবা তোর জন্য অপেক্ষা করছে।'

'বাবা অফিসে যায় নি আজ ?

'না।'

'কেন, শরীর খারাপ নাকি বাবার ?'

'না।'

'তাহলে অফিসে যায় নি কেন ?'

'তোর জন্যে।'

'আমার জন্য!'

'হ্যাঁ, তোর জন্য।'

'আমার জন্য কেন ?'

'সেটা তোর বাবাকেই জিজ্ঞেস করিস।' মা আর কিছু না বলে পাশের ঘরে চলে যান। ঘরে ঢুকেই চমকে ওঠেন তিনি। দেখেন, বাশার সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের ঠিক মাঝখানে। তিনি ঘামছেন। তার সারা মুখ তো বটেই, সারা শরীর ঘেমে একেবারে জবজবে।

সালমা খানম দ্রুত বাশার সাহেবের সামনে গিয়ে বললেন, 'তুমি এভাবে ঘামছো কেন ?'

www.MurchOna.com

'তোমাদের কথা শুনে।'

'আমাদের কথা শুনে মানে, কী শুনেছ তুমি ?'

'তোমার আর তূপার সব কথাই শুনলাম।'

সালমা তাৎক্ষণিকভাবে কী যেন ভেবে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'শুনেছ, ভালো করেছ। এ নিয়ে আজ আর কোনো কথা বলো না প্লিজ। মেয়েটাকে আজ দেখতে আসবে।'

চিঠিটা হাতে না নিয়েই সাদা রঙের খামটার দিকে ভালো করে তাকাল তূপা। খামের ওপর ওর নাম লেখা আছে। নামটা দেখল ও। হাতের লেখাটা চমৎকার। চোখটা সরাতে গিয়ে আবার দেখল। না, নামের বানানটা ঠিক আছে। অনেকেই তার নামের বানানটা ভুল করে। ত-এর নিচে ূ (দীর্ঘ-উ)-এর বদলে ু (হ্রস্ব-উ) লেখে। তবে বাবার নামের বানানটা ভুল লিখেছে প্রেরক। শুধু একটা অক্ষর, বাবা তার বাশার নামটা লেখেন শ দিয়ে, আর এখানে লেখা হয়েছে স দিয়ে।

বিছানার ওপর ব্যাগটা ছুড়ে ফেলে চিঠিটার দিকে হাত বাড়িয়েই হাতটা ফিরিয়ে আনে তূপা। চিঠিটা পড়তে ইচ্ছে করছে, কিন্তু খামটা ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে না। এত সুন্দর সাদা ধবধবে খাম!

কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে চিঠিটা হাতে নেয় তূপা। ভালো করে নিজের নামটা আবার দেখে। মুগ্ধ হয়ে যায় আবারও, চমৎকার হাতের লেখা। চিঠিটা ছেঁড়ার জন্য যেই না খামের কোনাটা ধরেছে তখনই তিতি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, 'আপু, তোমার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা আছে আমার।'

চিঠিটা আবার টেবিলে রেখে তূপা বলে, 'বল।'

'এখন না।'

'এখন না তো কখন ?'

'কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং যখন-তখন কথাটা বলা ঠিক হবে না। তুমি ফ্রেশ হয়ে খাওয়াদাওয়া কমপ্লিট করে নাও, তারপর তোমাকে বলব।'

তূপা কিছুটা রেগে গিয়ে বলে, 'তুই ইদানীং খুব ঢং করিস তিতি।'

'ঢং করতে ইচ্ছে করলে কী করব বলো।' তিতি তূপার একটু কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলে, 'সত্যি করে বলো তো, আমার ঢংগুলো তোমার ভালো লাগে, না খারাপ লাগে ?'

'তোর কী মনে হয় ?'

'আমার যাই মনে হোক, সেটা কোনো কথা না। তোমার কেমন লাগে সেটা বলো ?'

www.MurchOna.com

'জঘন্য।'

'জঘন্য!' তিতি চোখ দুটো বড় বড় করে তূপার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ঠিক আছে, আমার এই জঘন্য ঢংই ভালো। আমি এখন যাই।'

তিতি চলে যেতে নিতেই তূপা ওর হাত টেনে ধরে বলে, 'কোথায় যাচ্ছিস তুই ?'

'কাজ আছে।'

'কী কাজ ?'

'অনেক কাজ।'

খাটের পাশে বসে পড়ে তূপা। সঙ্গে তিতিকেও বসায়। তারপর তিতির মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলে, 'তোকে সবচেয়ে ভালো লাগে কখন, জানিস ?'

তিতি কিছু বলে না।

'বল।'

'জানি না।'

'তুই ঠিকই জানিস, কিন্তু বলবি না। এটাও তোর একটা ঢং।' তূপা হাসতে হাসতে বলে, 'তুই যখন ঢং করিস, তখন তোকে সবচেয়ে বেশি ভালোলাগে। আমার মনে হয় সেইজন্য তুই ঘন ঘন ঢং করিস। এখন আর ঢং করতে হবে না, তোর গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলে ফেল।'

'বলতে ইচ্ছে করছে না এখন।'

'বলতে ইচ্ছে না করলেও বল।'

তিতি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'সন্ধ্যায় তোমাকে যখন দেখতে আসবে তখন তুমি কী পরবে ?'

'এটাই তোর গুরুত্বপূর্ণ কথা ?'

'না, আরো আছে।'

'বল।'

'তার আগে আমার প্রশ্নটার জবাব দাও।'

'এখনো ঠিক করি নি। হঠাৎ এ প্রশ্ন ?'

'তুমি তখন যা পরবে, তার সঙ্গে মিল রেখে আমিও তখন সেরকম একটা ড্রেস পরব।'

'ও এবার তোর গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বুঝেছি।' তূপা তিতির একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'তাতে তো একটা অসুবিধা হতে পারে রে।'

www.MurchOna.com

তিতি একটু সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে, 'কী ধরনের অসুবিধা ?'

'তুই আমার ছোট হলেও সাইজে তো প্রায় সমানই হয়ে গেছিস আমার। দেখা গেল একই ধরনের পোশাক পরার কারণে বরপক্ষ আমাকে পছন্দ না করে তোকে পছন্দ করে ফেলল, তখন কী হবে বল ?'

'এটা সম্ভব নাকি!'

'কোনোকিছুই অসম্ভব না রে গাধা। দেখিস না, অনেক জায়গায় বড় বোনের আগে ছোট বোনের বিয়ে হয়ে যায়। বরপক্ষ তোকে পছন্দ করার পর সেভাবে যদি আমার আগে তোকে বিয়ে দেওয়া হয়, তুই কি রাজি হবি ?'

'না।'

'কেন ?'

তিতি বেশ বিরক্ত হয়ে বলে, 'আপু, রাখো তো এসব।'

'আচ্ছা রাখলাম।' তূপা তিতির দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বলে, 'তোর আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে ?'

'না।'

'তাহলে তুই এখন যা। বাবা বসে আছেন। তুই খেয়েছিস ?'

'না।'

'আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি। আজ সবাই একসঙ্গে খাব।'

তূপার ঘর থেকে বের হতে নিতেই তিতি আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আপু, তোমার একটা চিঠি এসেছে জানো তো ?'

'হ্যাঁ জানি।'

'কে লিখেছে আপা চিঠিটা ?'

'এখনো পড়ি নি, তাই বলতে পারছি না কে লিখেছে।'

'আপু...।'

তূপা তিতির দিকে একটু এগিয়ে মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলে, 'তুই আমাকে নিয়ে খুব ভাবিস, না ? তোকে এজন্য অশেষ অশেষ থ্যাংকস। আমার খুব ভালো লাগে কেউ একজন আমার জন্য খুব ভাবে। আই লাভ ইউ, তিতি।' তূপা একটু থেমে বলে, 'তুই যা ভাবছিস, তা না। সম্ভবত এটা আগের মতো মানে সেই ধরনের কোনো চিঠি না এটা।'

'তুমি সিওর।'

'ফিফটি ফিফটি।' তূপা হাসতে হাসতে বলে, 'এত ভয়ের কিছু নাইরে গাধা। যা, বাবাকে নিয়ে ডাইনিং টেবিলে বোস, আমি আসছি।'

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

'আপু, আরেকটা কথা।'

'আবার কী কথা ?'

'অন্যরকম একটা কথা।'

'গুরত্বপূর্ণ ?'

'হ্যাঁ।'

'বল।'

'তিন তলার ফ্ল্যাটটাতে না—।'

তিতিকে থামিয়ে দিয়ে তূপা বলে, 'নতুন একটা ভাড়াটে এসেছে আজ, না ?'

'হ্যাঁ, লোকটা না—।'

তিতিকে আবার থামিয়ে দিয়ে তূপা বলে, 'লোকটা অন্ধ। এই তো ?'

'হ্যাঁ।'

তিতি কপালটা কুঁচকে বলে, 'তুই জানলি কী করে লোকটা অন্ধ ?'

'আমি গিয়েছিলাম।'

'কোথায় ?'

'লোকটাকে দেখতে।'

'কেন!'

'বারে, তুমি এত অবাক হচ্ছ কেন আপু ? লোকটাকে শুধু দেখতে গিয়েছিলাম।' তিতি একটু শব্দ করে বলে।

'একা গিয়েছিলি ?'

'একা না তো কাকে নিয়ে যাব ?'

'লোকটার সঙ্গে কথা হয়েছে তোর ?'

'কথা হবে না কেন ?'

'কী কথা হয়েছে ?' তূপা কপাল কুঁচকে খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে তিতির দিকে এগিয়ে আসে।'

'আপু, তুমি যেভাবে কথা বলছো, তাতে তো মনে হচ্ছে আমি খুব অন্যায় করে ফেলেছি। আমার সঙ্গে তার যা কথা হয়েছে তোমাকে তা বলব আমি। তার আগে খাবে চলো।' তিতি হাসতে হাসতে চলে যায়। তূপা আগুন চোখে তিতির দিকে তাকিয়ে থাকে। এ মুহূর্তে তার ইচ্ছে করছে তিতিকে ডেকে ওর গালে কষে একটা থাপ্পর মারতে। অনেক কষ্টে তূপা নিজেকে কন্ট্রোল করল। কারণ আর কিছুই না। তিতির মন খারাপ হয়ে গেলে ওর জন্য নিজের মনটাই খারাপ হয়ে যায় আরো বেশি। আজ কোনোভাবেই মন খারাপ করা যাবে না।

www.MurchOna.com

বড় একটা ইলিশ মাছের টুকরা তূপার পাতে দিয়ে বাশার সাহেব বললেন, 'মা রে, বল তো দেখি আমাদের জাতীয় মাছ কী ?'

'বাবা, প্রশ্নটা কি তুমি আমাকে করেছ ?' তূপা কিছুটা অবাক হয়ে বাশার সাহেবের দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ মা, তোকেই করেছি।'

'বাবা—।' তূপা গলাটা গাঢ় করে বলে, 'তোমার ভুলে গেলে চলবে না আমি এখন দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি না।'

'আমি তো সেটা ভুলে যাই নি রে মা।'

'ভুলে না গেলে এ ধরনের প্রশ্ন করলে কেন আমাকে ?'

'কারণ আছে।'

'তুমি কি আমাকে কোনো বিষয়ে পরীক্ষা নিচ্ছ ?'

'বলতে পারিস।'

'পরীক্ষাটি কী, বলো ?'

'আগে বল আমাদের জাতীয় মাছ কী ?'

তূপা গম্ভীর হয়ে বলল, 'ইলিশ।'

মাঝারি সাইজের একটা কই মাছ তিতির পাতে দিয়ে বাশার সাহেব এবার বললেন, 'এবার বল তো মা, কোন মাছের প্রাণ সবচেয়ে শক্ত ?'

'এটা কাকে পরীক্ষা করার জন্য বলছ বাবা— আমাকে, না তিতিকে ?' তূপা বলে।

'এটাও তোকে।'

'কই মাছ।'

'বাঙালি জাতির হচ্ছে কই মাছের প্রাণ। তারা একই বছরে পর পর দুইবার বন্যাতেও বেঁচে থাকে, তারা প্রচণ্ড ঝড়ের পরেও বেঁচে থাকে, জিনিসপত্রের দাম তাদের নাগালের বাইরে গেলেও তারা খেয়ে না-খেয়ে বেঁচে থাকে, তাদের সমস্ত অধিকার, সম্পদ ক্ষমতাসীন কেউ লুণ্ঠিত করলেও বেঁচে থাকে তারা। কিন্তু অন্যদিকে দেখ— ইলিশ মাছ ডাঙ্গায় তোলা মাত্র মরে যায়। একেবারেই স্বল্প আয়ুর একটা মাছ।'

'তাছাড়া ইলিশ মাছ গভীর লোনা পানি ছাড়া বাঁচে না, কিন্তু কই মাছ কাদা পানি, ময়লা পানিতেও দিব্বি বেঁচে থাকে।' তিতি কথাটা বলে গভীর আগ্রহ নিয়ে বাবার দিকে তাকায়।

www.MurchOna.com

'ঠিক।' বাশার সাহেব তিতির দিকে একবার তাকিয়ে আবার তূপার দিকে তাকিয়ে বলে, 'এবার তুই বল— যে মাছের প্রাণ শক্ত, যে মাছ যেখানে সেখানে বেঁচে থাকে, তাকে জাতীয় মাছ না করে কেন অল্পতেই মারা যাওয়া ইলিশ মাছকে জাতীয় মাছ করা হলো ?' বাশার সাহেব তূপার দিকে তাকান।

তূপা একটু ভেবে বলে, 'আমি ঠিক জানি না বাবা।'

বাশার সাহেব তিতির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তিতি তুই জানিস ?'

'হ্যাঁ বাবা।'

'বল।'

'ইলিশ হচ্ছে একমাত্র মাছ যা কেবল আমাদের দেশে পাওয়া যায়, অন্য দু-একটা দেশে যা পাওয়া যায় তা আমাদের দেশের মতো অত উন্নত মানের না।'

'এটা একটা কারণ বটে। তবে ইলিশকে জাতীয় মাছ করার আরো বেশ কিছু কারণ আছে। আমি অবশ্য সেদিকে যাব না। আমার এখন প্রশ্ন হচ্ছে— আমি যদি কই মাছকে গভীর লোনা পানিতে আর ইলিশ মাছকে ময়লা-কাদা অল্প পানিতে ছেড়ে দেই তাহলে কি তারা বাঁচবে ?'

তিতি ঝট করে উত্তর দেয়, 'না।'

'তূপা তুই বল।'

'না বাবা, বাঁচবে না।'

বাশার সাহেবের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সালমা বেগম, শুধু কথা শুনলে তো পেট ভরবে না। খাওয়াদাওয়াও তো করতে হবে, নাকি ? তোমার মেয়েদের প্লেট তো খালি। তোমারটাও খালি, আমারটাও খালি।'

'সালমা বেগম সালমা বেগম করবে না তো, আমার সুন্দর একটা নাম আছে— সালমা খানম।'

'ওই হলো।'

'না, হলো না। তোমার নাম তো বাশার, তোমাকে যদি বলা হয় বাছুর, মানে গরুর বাছুর, তাহলে হবে ?'

'না, হবে না।'

'তাহলে ?'

'ওকে বুঝছি, স্যরি সালমা খানম।' বাশার সাহেব মাছের একটা টুকরা মুখে দিতে দিতে বলেন, 'তা যা বলছিলাম— যার যার স্থান তার তার কাছে। অর্থাৎ ইলিশ মাছ থাকবে গভীর পানিতে, কই মাছ থাকবে ময়লা-কাদা পানিতে। আবার এই ইলিশ মাছকেই ডিম ছাড়ার সময় তার নির্দিষ্ট পরিবেশ থেকে অন্য এক

www.MurchOna.com

পরিবেশে আসতে হয়, তেমনি কই মাছও ডিম ছাড়ার সময় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হেঁটে বেড়ায়। মোট কথা নিজের জীবন, নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রত্যেকটি প্রাণীকে সময়ের প্রয়োজনে নিজের পরিবেশ, নিজের অবস্থান চেঞ্জ করতে হয়। বুঝাতে পারলাম ?'

'আপু বুঝেছে কি-না জানি না, তবে আমি বুঝেছি বাবা।' তিতি বেশ উৎসাহ নিয়ে বলে।

'কী বুঝেছিস মা বল তো ?'

'সময়ের প্রয়োজনে কিংবা তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই প্রতিটি প্রাণীকে প্রতিটি পরিবেশে মানিয়ে চলতে হয়। মানুষও একটা প্রাণী। সময়ের প্রয়োজনে তাকেও এক পরিবেশ থেকে আরেক পরিবেশে যেতে হয়। যেমন, শিশুকালে শিশু থাকে মায়ের কোলে, আরো একটু বড় হলে স্কুল, খেলার মাঠ, ভার্সিটি বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হয় তাকে। এটাই নিয়ম। সবচেয়ে বড় নিয়ম হচ্ছে একটা মেয়ে যখন বড় হবে তখন অবশ্যই তাকে বিয়ে করতে হবে এবং তার বাবার বাড়ি ছেড়ে স্বামীর বাড়ি যেতে হবে তাকে, অর্থাৎ এক পরিবেশ থেকে অন্য এক পরিবেশে— জীবনের তাগিদে, সময়ের প্রয়োজনে।'

তিতি প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে সামনের দিকে তাকাতেই দেখে তূপা কিছুটা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। প্লেটে এখনো অনেকগুলো ভাত, এমনকি ইলিশের টুকরোটার পুরোটাই রয়েছে। সেসব শেষ না করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ঘরে চলে গেল তূপা।

তিতি তূপার ঘরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বাশার সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'কী বুঝলে, বাবা ?'

'ডোজটা কাজে লাগবে বোধহয়।'

'না, আরো একটু দিতে হবে।'

'তুই যেভাবে বলছিলি, মনে হচ্ছিল একেবারে মুখস্থ বলছিস।'

'মুখস্থই তো বলেছি বাবা। এসব তত্ত্ব ধরনের কথাতে একটু ফাঁক থাকলেই সব শেষ। তাই আগে লিখে নিয়ে মুখস্থ করে তারপর এসেছি। ভাগ্যিস, মাছ দুটোর প্রসঙ্গ খুব সুন্দরভাবে তুলেছিলে তুমি।'

'তোর কী মনে হয়— এবার বিয়েতে রাজি হবে তূপা ?'

গভীর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে তিতি বলে, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বাবা।' তারপর চোখের টল টল করা জল লুকানোর জন্য মাথাটা নিচু করে ফেলে সে।

www.MurchOna.com

চিৎকার করতে করতে বাসায় ঢুকল ইরা। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে আরো চিৎকার করে বলল, 'আমি যে আজ আসব তোমরা তা জানতে না ?'

'জানব না কেন ?' সুফিয়া খানম দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে ইরার দিকে একটু এগিয়ে গেলেন।

'জানবেই যদি তাহলে নিচে লোক পাঠালে না কেন ?'

'তুই কখন না কখন আসবি সেটা কি জানি ? আসার সময় তো একটা ফোন করেও আসতে পারতিস কিংবা নিচ থেকে আমাদের কাউকে ডাকলেই তো হতো।'

'তোমরা আমাকে কী মনে করো ? বাসায় ঢোকার আগেই আমি চিৎকার করে সারা এলাকায় জানিয়ে দেই আমি বাপের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি।' ইরা গজ গজ করতে থাকে।

'ঠিক আছে চিৎকার করতে হবে না। এখন বল কী করতে হবে ?'

'নিচে একটা ব্ল্যাক ক্যাব দাঁড়ানো আছে, ব্যাগ আছে সেখানে।'

'জামাই কোথায় ?'

'আসে নাই।'

'কেন ?'

'সেটা তোমার জামাইকে জিজ্ঞেস কোরো।'

'দীপন ?'

'ওকে ক্যাবে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

'কী বলছিস তুই! ওকে ওখানে বসিয়ে রেখে এসেছিস কেন ?'

'জিনিসপত্র পাহারা দিতে।'

'ও কী পাহারা দেবে! ওইটুকুন ছেলে! ড্রাইভার জিনিসপত্র নিয়ে পালাতে চাইলে তো দীপনকে নিয়েই পালাতে পারবে, ও কি তখন কিছু করতে পারবে!' সুফিয়া খানম দৌড়ে নিচে নামতে যান। তার আগেই ইরা একটা চাবির গোছা

www.MurchOna.com

মেলে ধরে সুফিয়া খানমের চোখ বরাবর। থেমে যান তিনি। চাবির গোছার দিকে বড় বড় করে তাকিয়ে বলেন, 'এটা আবার কী ?'

'গাড়ির চাবি।'

'গাড়ির চাবি মানে ?'

ইরা মায়ের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বলে, 'তোমরা কি আমাকে সেই আগের মতোই বোকা ভাবো ? তোমাদের কথা শুনে জীবনে ওই একবারই বোকামি করেছি আমি, আর না।'

'আস্তে কথা বল। ওই এক কথা নিয়েই আছিস। মানুষজন শুনলে ভাববে কী ?'

'মানুষজনের আমি থোরাই কেয়ার করি। ভাবছি, একদিন সুযোগমতো মামুনকেও কথাটা বলে দেব।'

'তারপর ? তারপর তোর কী হবে তা ভেবেছিস ?'

'আমার যা হওয়ার তাই হবে।'

'ছোট্ট করে একটা কথা বলি তোকে। স্বামীরা সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর কোনো অতীত তারা সহ্য করতে পারে না।'

'না পারলে নাই।'

'তুই নিজেকে যত চালাক ভাবিস, তুই আগের মতোই বোকা আছিস, একেবারে গবেট বোকা!' সুফিয়া খানম একটু এগিয়ে গিয়ে বলেন, 'চল, নিচে গিয়ে ব্যাগ আর দীপনকে নিয়ে আসি।'

দরজার দিকে শব্দ হতেই ফিরে তাকায় ওরা। তিতির কোলে দীপন। ও একটু এগিয়ে এসে ইরার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলে, 'বড় আপু, তুমি নাকি ক্যাবের চাবি নিয়ে এসেছ ?'

ইরা তিতির কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'দীপনকে নিয়ে এসেছিস কেন ? ক্যাবে তো ব্যাগ রয়ে গেছে।'

'বাবা নিয়ে আসছে ব্যাগটা।'

'ক্যাবের ভাড়া দেওয়া হয় নি।'

'বাবা দিয়ে দিয়েছেন। যাও তুমি এবার গিয়ে চাবিটা দিয়ে আসো।' তিতি দীপনকে কোলে নিয়েই ওর ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

'কোথায় গিয়েছিলি তোরা ?'

তিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'মার্কেটে গিয়েছিলাম।'

'কেন ?'

www.MurchOna.com

'কিছু জিনিস কেনার বাকি ছিল।'

ইরা চাবিটা ফেরত দিয়ে এসে আবার চিৎকার করে ওঠে, 'মা, আমার ঘরের এ অবস্থা কেন?'

মায়ের আগেই তিতি দৌড়ে এসে বলে, 'কী হয়েছে, আপা?'

'আমি থাকতে ঘর কেমন থাকত, এখন এরকম কেন?'

'আপু, তুমি একটু শান্ত হও। আমি তোমাকে সব বলছি।' তিতি ইরার একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'আসলে হয়েছে কী আপু, তোমার রুমটা তোমার মতোই ছিল। কিন্তু আজ গেস্ট আসবে তো, তাই এটা একদিনের জন্য গেস্টরুম বানানো হয়েছে। তুমি তো জানো ফ্ল্যাট বাড়িগুলোতে আর কয়টা রুমইবা থাকে। দেখো, কাল থেকেই এ রুমটা আবার তোমার মনের মতো হয়ে যাবে।'

'দীপন কোথায়?'

'মা'র কাছে।'

'মা'র কাছে কেন? ও যা খেতে চায় মা ওকে আদর করে তা-ই খাওয়ায়। কিন্তু ওর পেট তো আর সব সহ্য করতে পারে না।'

'মাকে বলেছি আমি। মা ওকে যা তা খাওয়াবে না।'

'এটা তো আজকের জন্য গেস্ট রুম। আমি তাহলে থাকব কোথায়?'

'তুমি আমার রুমে চলে আসো। আমি বাবা-মা'র রুমে চলে যাব।'

'তুই বাবা-মা'র রুমে চলে যাবি কেন! তোর কি আমার সঙ্গে থাকতে অসুবিধা আছে?'

'আমার কোনো অসুবিধা নাই। তুমিই তো অন্য কারো সঙ্গে থাকতে পারো না।'

'সেটা তো বিয়ের আগে ছিল। বিয়ের পর একটা পুরুষের সঙ্গে থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে গেছে।' ইরা বিছানার ওপর থেকে ছোট ব্যাগটা হাতে নিয়ে বলে, 'আচ্ছা, তূপাকে দেখছি না যে? ভার্সিটিতে গেছে নাকি ও?'

'গিয়েছিল, দুপুরের আগেই চলে এসেছে।'

'এখন কোথায়?'

'সম্ভবত অন্য কারো ফ্লাটে গেছে।'

'আজকে আবার এখানে ওখানে যাওয়ার দরকার কী?' ইরা তিতির রুমে ঢুকতে ঢুকতে বলে, 'গোসল করব, মাকে বল পানি গরম দিতে।'

'এখনই?'

www.MurchOna.com

'হ্যাঁ, এখনই। একটু পরেই তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তখন তো গেস্ট চলে আসবে। তূপাকে সাজাতে হবে না।' ইরা ওয়ারড্রোবের ড্রয়ারে ব্যাগটা রেখে তিতির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আচ্ছা, তূপা কোনো সিনক্রিয়েট করবে না তো আজ ?'

মাথা নিচু করে ফেলে তিতি। তারপর গলাটা ভারি করে বলে, 'বুঝতে পারছি না আপু, ভীষণ ভয় করছে আমার।'

দরজায় টোকা দিয়ে রুমে ঢুকল জরিনার মা। তারপর বেশ ভয় ভয় গলায় বলল, 'ভাইজান, একজন মানুষ এসেছে আপনার কাছে।'

গিটারের তারের সঙ্গে লাগানো আঙুলটা স্থির করল পাভেল। সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল ও, তাকিয়ে রইল সেদিকেই। একটু সময় নিল, কিন্তু ঘুরে তাকাল না। আগের মতোই সামনে তাকিয়ে অসম্ভব ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তোমাকে কি কিছু বলেছিলাম জরিনার মা ?'

জরিনার মা আগের মতোই ভয় ভয় গলায় বলল, 'জি।'

'তাহলে ?'

'কী করব ভাইজান বলেন— দরজা খুলে মানুষটাকে দেখেই সবকিছু ভুলে গেছি।'

'কেন ?'

'এত সুন্দর একটা মানুষকে দেখে আমার মনে হয় সবাই সবকিছু ভুলে যাবে।'

'তাই তুমিও ভুলে গেলে। অথচ তোমাকে বলেছিলাম আমি যখন গিটার বাজাব তখন যেই আসুক তুমি আমাকে ডাকবে না, টেলিফোন বাজলেও সেটা রিসিভ করবে না।' পাভেল আগের মতোই ঠাণ্ডা গলায় বলে।

'ভুল হয়ে গেছে ভাইজান।'

'ওকে।' পাভেল একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'কে এসেছে ?'

'নাম তো জিজ্ঞেস করি নি।'

'বসতে বলেছ ?'

'বলেছিলাম, তবে বসে নি।'

নিজের রুম থেকে বের হয়ে ড্রইং রুমে চলে আসে পাভেল। তূপা দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে যায়। তারপর খুক করে একটু কেশে বলে, 'আমি তূপা, চিনতে পেরেছেন আমাকে ?'

www.MurchOna.com

গিটারটা পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে পাভেল বলল, 'স্যরি, আমি আসলে— ।'

'ওই যে সকালে আপনার সঙ্গে দেখা হলো ।'

'ও আপনি!' পাভেল একটু হেসে বলে, 'আপনার সঙ্গে আমার তো দেখা হয় নি ।'

'কে বলল দেখা হয় নি । আমরা কথা বললাম না!'

'হ্যাঁ কথা হয়েছে, কিন্তু দেখা হয় নি । স্রষ্টা তো আমাকে দেখার ক্ষমতা দেন নি ।'

'ও স্যরি ।'

সামনে হাত বাড়িয়ে একটা সোফায় বসে পাভেল বলল, 'বসুন না ।'

পাশের সোফায় বসতে বসতে তূপা বলল, 'আপনি গিটার বাজাতে পারেন ?'

'একটু-একটু ।'

'গানও তো গাইতে পারেন, না ?'

'সেটাও একটু-একটু । যদিও এগুলো ঠিক গান না । নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য নিজের সঙ্গে নিজেরই কথোপকথন । মাঝে মাঝে খুব সকালে উঠে গিটার নিয়ে বসে পড়ি— কালো রাতের পর সোনালি দিনকে আহ্বান করি, নতুন সূর্যকে জাগিয়ে তুলি, প্রতিটি দিনকে ডেকে আনি । অথচ কী রূঢ় বাস্তবতা— সেই সূর্যকে আমি দেখতে পাই না, ধবল আলোর সে দিনকে বুঝতে পারি না । যদিও প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি দিনের আলাদা একটা বিশেষত্ব আছে ।' পাভেল একটু হেসে বলে, 'আচ্ছা, আজকের দিনটার কোনো বিশেষত্ব আছে আপনার কাছে ?'

তূপা একটু ভেবে বলে, 'না, তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই ।'

'ভেবে বলেছেন আপনি ?'

'হ্যাঁ, ভেবেই তো বললাম ।'

'আরো একটু ভাববেন ?' পাভেল আগের মতোই হেসে হেসে বলে, 'প্লিজ ।'

আরো একটু ভাবতে থাকে তূপা । বেশ কিছুক্ষণ পর হাসতে হাসতে বলে, 'একটা বিশেষত্বের কথা মনে পড়ছে । যদিও সেটা বিশেষত্ব কি-না ঠিক বুঝতে পারছি না ।'

'বলুন ।'

'বলতে লজ্জা লাগছে ।'

'তবুও বলুন ।'

www.MurchOna.com

'অনেকদিন পর আমি একটা চিঠি পেয়েছি।'

'চিঠি!'

'হ্যাঁ, চিঠি। সাদা ধবধবে খামের একটা চিঠি।'

'আশ্চর্য লাগছে আমার।'

পাভেলের দিকে একটু ঝুঁকে এসে তূপা বলে, 'কেন?'

'মোবাইল, ইন্টারনেটের এই যুগে চিঠি! কতদিন পর চিঠির কথা শুনলাম!' পাভেল শব্দ করে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'পড়েছেন চিঠিটা?'

'না।'

'কেন?'

'ঠিক পড়তে ইচ্ছে করে নি।'

'পড়বেন না?'

'পরে একসময় পড়ে নেব।'

কলিং বেলটা বেজে ওঠে। পাভেল উঠতে নেয়, কিন্তু তার আগেই তূপা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আপনি বসুন, আমি খুলে দিচ্ছি।'

দরজা খুলতেই ইরা বেশ শব্দ করে বলে, 'তুই এখানে! আর আমি তোকে নিচের ফ্ল্যাটে, আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে খুঁজে এলাম।'

তূপা কেমন যেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে বলে, 'চলো।'

'এমন করছিস কেন তুই? দেখি না এ ফ্ল্যাটে নতুন কে এলো?' ইরা তূপাকে পাশ কেটে ভেতরে ঢোকে। পাভেল শব্দ শুনে উঠে দাঁড়ায়। ওকে দেখেই ইরা কিছুটা চমকে উঠে বলে, 'কী ব্যাপার, আপনার চোখে কোনো সমস্যা আছে নাকি, ঘরের ভেতরেও আপনি কালো চশমা পরে আছেন যে!'

দ্রুত ইরার একটা হাত চেপে ধরে তূপা বলে, 'আপা চলো তো।'

'যাচ্ছি তো।' ইরা তূপার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'কতদিন পর এ ফ্ল্যাটটাতে এলাম। একটু ঘুরে দেখি না।'

দক্ষিণ পাশের রুমে ঢুকে আলতো করে দাঁড়িয়ে পরে ইরা। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তূপা, পাভেলও। বেশ কিছুক্ষণ পর পাভেল ইরার দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলে, 'আপনি কাঁদছেন?'

ঝট করে তূপা উত্তর দেয়, 'না তো।'

'না উনি কাঁদছেন। নাক টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন উনি।' পাভেল একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তূপাকে বলে, 'একটা কথা বলি আপনাকে— চোখের পানির একটা গন্ধ আছে, সেটা সবাই পায় না। কেবল অন্ধরা পায়।'

www.MurchOna.com

শব্দ করে দৌড়ে এসে তিতি বলল, 'ওরা ফোন করেছিল। রওনা দিয়েছে ওরা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নাকি পৌঁছে যাবে।'

ইরা তূপার চুল বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'ছোটখালার না আসার কথা ছিল রে তিতি ?'

'খালা আসবে না।'

'কেন ?'

'খালার গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। গ্যারেজে সারতে দিয়েছে, আজ নাকি গাড়ি ঠিক করে দিতে পারবে না ওরা।'

'গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে তাই কী, দেশে আর গাড়ি নাই নাকি! সিএনজি আছে, ব্ল্যাক ক্যাব আছে।'

'খালা তো এখন এসি গাড়ি ছাড়া চলাফেরা করতে পারে না।'

'হলুদ ক্যাবে তো এসি আছে।'

'ক্যাবে উঠলে নাকি খালার বমি পায়।'

'তাই নাকি!' ইরা ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, 'বিয়ের আগে কিন্তু খালা বাসে চড়ে আমাদের বাসায় আসত।'

'বিয়ের পর সবাই একটু-আধটু বদলে যায়।' তিতি হাসতে হাসতে ইরার পাশে বসে।

'বিয়ের পর বদলে যাওয়ার কী হলো ?' ইরা একটু রাগী রাগী গলায় বলে, 'কই, আমরা তো বদলাই নি।'

'তুমি বদলাও নি বলে কি আর কেউ বদলাবে না ?'

সাজানো বন্ধ করে ইরা তূপার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তূপা তুইও কি বদলে যাবি ?'

তূপা খুব স্বাভাবিকভাবে বলে, 'কখন ?'

www.MurchOna.com

'কখন আবার, বিয়ের পর।'

'কার বিয়ে?'

'তোর বিয়ে।'

তূপা একটু ঘুরে ইরার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমার বিয়ে?' তূপা হাসতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ হাসার পর খুব গম্ভীর হয়ে বলে, 'আগে বিয়ে হোক, তারপর বলতে পারব।'

বাশার সাহেব খুক করে একটু কেশে রুমে ঢুকে বলেন, 'মা ইরা, সবকিছুই তো আনা হয়েছে বোধহয়। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে শেষ মুহূর্তে দেখা যাবে প্রয়োজনীয় জিনিসটাই আনা হয় নাই। তুই একটু ভালো করে দেখে যা না মা।'

'দেখতে হবে না বাবা।' ইরা তূপাকে সাজাতে সাজাতেই বলে, 'প্রয়োজনীয় জিনিস না আনা হলে নাই। তোমার কি মনে হয় মাত্র একটি প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবে তূপার বিয়ে বন্ধ থাকবে?'

'তা না।' বাশার সাহেব আরো একটু এগিয়ে এসে বলেন, 'তূপাকে এই প্রথম দেখতে আসবে তো।'

'এসব নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না বাবা।' ইরা বাশার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বাবা, তোমার মুখে কিন্তু খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখা যাচ্ছে, তুমি সেভ করে নাও। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে তোমাকে ভালো দেখা যায় না।'

'তা না হয় করলাম। কিন্তু তোকে কী বললাম?'

'যা এনেছ, সব ঠিক আছে। দু-একটা জিনিস বাদ পরলে তেমন কিছু আসে যায় না।' ইরা তিতির দিকে তাকিয়ে বলে, 'ফুলদানিতে ফুলগুলো সাজিয়ে দিয়েছিস তুই?'

'হ্যাঁ, আপা।'

বাশার সাহেব আরো একটু এগিয়ে এসে বলেন, 'তোদের এখানে একটু বসি।'

'বসবে?' তূপা সোজা হয়ে বসে বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'বসতে পারো, তবে একটা শর্তে।'

'কী শর্ত মা?' বাশার সাহেব পাশের খালি চেয়ারটাতে বসেন।

'আমরা তিন বোন মিলে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব তোমাকে। তুমি সত্যি সত্যি তার জবাব দেবে।' তূপা একটু থেমে বলে, 'অবশ্য আসল প্রশ্নগুলো আমিই করব।'

www.MurchOna.com

বাশার সাহেব হাসতে হাসতে বলেন, 'প্রশ্নগুলো কী ধরনের হতে পারে বল তো মা ?'

'কী ধরনের হতে পারে সেটা বলতে পারব না। প্রশ্ন শুনলেই তুমি বুঝতে পারবে।'

'ঠিক আছে শুরু কর।'

'প্রত্যেকের জীবনেই একটা গোপন দুঃখ থাকে, তোমারও একটা আছে।' তূপা একটু থেমে বাশার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বাবা, তোমার গোপন দুঃখটা কি আমাদের বলবে ?'

'কথাটা বোধহয় ঠিক হলো না রে মা। প্রত্যেকের জীবনে গোপন দুঃখ থাকে না, কারো কারো জীবনে থাকে। সেই কারোর মধ্যে আমি নেই।'

'আমরা যদি বলি আছ।'

'না রে মা নেই।'

'বাবা, তুমি সত্যি বলছো ?'

'তোদের কি মনে হয় সত্যি বলছি না ?'

'না।'

'কেন মনে হলো ?'

'তোমার গোপন দুঃখটা আমরা জানি, বাবা।' তূপা মাথা নিচু করে ফেলে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'তুমি প্রায়ই মাকে সেই দুঃখের কথাটা বলো আর মন খারাপ করো।'

বাবা মাথা নিচু করে ফেলেন আবার এবং সেভাবেই বসে থাকেন অনেকক্ষণ। কিন্তু কিছু বলেন না। তূপা উঠে বাবার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলে, 'বাবা, তিন তিনটা মেয়ে তোমার, একটা ছেলেও নেই। এটা একটা দুঃখের ব্যাপার বটে বাবা। কিন্তু তুমি একদিন, শুধু একদিন তোমার মেয়েদেরকে এক মুহূর্তের জন্য ছেলে ভেবে দেখো, দেখবে তারপর থেকে ওরা সত্যি সত্যি তোমার ছেলে হয়ে গেছে।'

বাশার সাহেব এক মুহূর্তের জন্য তূপার দিকে তাকিয়ে মাথাটা আবার নিচু করে ফেলেন। তূপা সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাঁধটা চেপে ধরে বলে, 'সরি বাবা, আই অ্যাম এক্সট্রিমলি স্যরি।'

কলিং বেলটা বেজে ওঠে। বাশার সাহেব ওঠার আগেই তিতি দৌড়ে যেতে নেয়। কিন্তু তার আগেই বাশার সাহেব চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমি খুলে দেই।'

www.MurchOna.com

'না বাবা।' ইরা উঠে দাঁড়ায়, 'তুমি বাথরুমে যাও, সেভ করে নাও। আধা পাকা আধা কাঁচা দাড়িতে তোমাকে বিশ্রী লাগছে বাবা।'

'দেখি না— কে না কে এলো।'

ইরা হাসতে হাসতে বলে, 'বাবা, এখানেও তুমি তোমার মেয়েদের মেয়েই ভাবলে। যদি এখন তোমার একটা ছেলে থাকত এবং সে যদি দরজাটা খুলতে চাইত তাহলে তুমি কিন্তু না করতে না।'

কিছু না বলে বাশার সাহেব বাথরুমের দিকে চলে যায়। তিতি দ্রুত গিয়ে বাইরের ঘরের দরজাটা খুলে দিতেই ছোট খালা ছিঃ ছিঃ করতে করতে ঘরে ঢুকে বলেন, 'ক্যাবে মানুষ চড়ে! এতক্ষণ খেয়াল করি নি, নামার সময় দেখি পাশের সিটটা ভেজা। কে না কী করেছে। পেটের ভেতর থেকে সবকিছু বেরিয়ে আসছে আমার।'

'কোনো অসুবিধা নেই খালা। বের হয়ে আসতে চাইলে বের হতে দাও।' তিতি খালার একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'আমি তোমাকে সাহায্য করব খালা?'

'তুই কীভাবে সাহায্য করবি?'

'তোমার পেটটা ধরে একটু চাপা দিয়ে দেই?'

তূপার ঘরে যাচ্ছিলেন খালা। ঘুরে দাঁড়ান তিনি, 'ইয়ার্কি মারছিস আমার সঙ্গে, না?' খালা আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'ইরা এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'মেঝ আপুর ঘরে।'

খালা তূপার ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে বলেন, 'তূপাকে সাজিয়েছে কে? ওকে তো আমার সাজানোর কথা।'

'সাজানোর কথা তো তোমারই ছিল।' ইরা খালার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বলে, 'কিন্তু তুমি না বলেছো, তুমি নাকি আসছো না?'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম।'

'সেটা জানার পরই না তূপাকে সাজাতে বসলাম।' খালাকে পাশে বসিয়ে ইরা বলে, 'তোমার না গাড়ি নষ্ট, তা না এলেই পারতে।'

'প্রথমে ভেবেছিলাম আসব না। পরে ভাবলাম যার তার তো বিয়ে না, ভাগিনির বিয়ে, তাও তূপার মতো ভাগিনি।' খালা তূপার থুতনির নিচে ধরে মুখটা

www.MurchOna.com

নিজের দিকে ফিরিয়ে বলে, 'কীরে তূপা, তোকে তো একেবারে পরীর মতো লাগছে রে!'

তিতি খালার দিকে এগিয়ে এসে বলে, 'খালা, তুমি কিন্তু ভুল বললে। মেঝ আপু পরীর চেয়ে সুন্দর।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' খালা তূপার মুখটা আরো একটু ভালো করে দেখে বললেন, 'আপা কই রে?'

'মা তো বোধহয় গোসল করছে।'

'সারাদিন কাজটাজ করে সন্ধ্যাবেলায় গোসল। আপার কাজই এটা।' খালা তিতির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'দুলাভাই কই?'

'বাবাও বাথরুমে।'

'দু জন দু বাথরুম দখল করে আছে! দুলাভাইকে বের হতে বল, আমি বাথরুমে যাব। আবার বমি আসছে আমার।'

খালার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলিং বেলটা বেজে ওঠে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই খালা গিয়ে দ্রুত দরজাটা খুলে দেন। তিনজন লোক হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছেন না, খালাও না। একটু পর খালা হঠাৎ দৌড়ে এসে তিতির একটা হাত টেনে ধরে বলল, 'তিনজন লোক এসে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। দু জন বয়স্ক, একজন অল্পবয়সী। কিন্তু আমি তো ওদের চিনতে পারছি না।'

তিতি খালার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ড্রইং রুমের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'থাক, আপাতত তোমার না চিনলেও চলবে!'

ভয়াবহ রকম বেঁকে বসেছে তূপা। কিছুতেই সে বরপক্ষের সামনে যাবে না। কেন যাবে না, সেটা বলে না। কেবল এটা বলে— সে যাবে না, কিছুতেই যাবে না। অথচ তাকে দেখতে আসা ছেলের বড় মামা, মেঝ ফুপা এবং স্বয়ং ছেলে প্রায় এক ঘন্টা ধরে বসে আছে ড্রইংরুমে। তাদের সঙ্গে একনাগারে কথা বলে যাচ্ছেন বাশার সাহেব।

অবশেষে সকলে অনেক বলে কয়ে রাজি করিয়েছে তূপাকে। তবে একটা শর্তে। আর সে শর্তটা হলো— রুমে ছেলে একা থাকবে এবং সেই ছেলের সামনে তূপা একা যাবে; একা ছেলেকে দেখবে, একা ছেলের সঙ্গে কথা বলবে। অন্য আর কেউ থাকতে পারবে না, এমনকি একটি মশা কিংবা একটা পিঁপড়াও থাকতে পারবে না।

www.MurchOna.com

বাশার সাহেবকে ইশারায় বাইরে ডেকে এনে খালা বললেন, 'দুলাভাই, একটা ভয়াবহ সমস্যা হয়ে গেছে।'

হঠাৎ কেমন যেন কেঁপে উঠলেন বাশার সাহেব এবং কাঁপতে কাঁপতেই বললেন, 'কী সমস্যা, আফিয়া ?'

খালা ঝট করে বাশার সাহেবের একটা হাত চেপে ধরে বললেন, 'দুলাভাই, কাঁপছেন কেন আপনি ?'

আগের মতোই কাঁপতে কাঁপতে বাশার সাহেব বললেন, 'কই কাঁপছি, কাঁপছি না তো ?'

'আপনি কাঁপছেন, এটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কাঁপার কোনো কারণ নেই।' খালা চিবিয়ে চিবিয়ে কথাটা বলেন।

'কিন্তু তুমি যে বললে ভয়াবহ একটা সমস্যা হয়ে গেছে।'

'সমস্যা হয়ে গেছে, সমাধানও হয়ে যাবে তার। এরজন্য কাঁপতে হবে! আপনি না একটা মানুষ দুলাভাই!' খালা অবজ্ঞার হাসি হাসতে থাকেন।

বাশার সাহেব স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করেন। তারপর ছোট্ট করে গলাখাকারি দিয়ে বলেন, 'সমস্যার কথাটা বলো আগে।'

'সমস্যা আর কিছুই না— আপনার মেয়ে বরপক্ষের সামনে যাবে না।' খালা বাশার সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন।

বাশার সাহেব এবার আগের চেয়ে ঝাঁকুনি অনুভব করে বলেন, 'এটা কী বললে তুমি আফিয়া ?'

খালা বাশার সাহেবের দিকে আরো একটু এগিয়ে এসে বলেন, 'কী বলেছি বোঝেন নি ?'

চেহারাটা ম্লান করে বাশার সাহেব বললেন, 'বুঝলাম তো।'

'তবে তাকে অনেক বলে কয়ে রাজি করানো হয়েছে—।'

'আলহামদুলিল্লাহ!'

'আলহামদুল্লিহ একটু পরে বলেন, আগে কথা শেষ করতে দেন।'

'আর কী কথা ? রাজি হয়েছে, ব্যাস।'

'রাজি হয়েছে ব্যাস!' খালা ঝেংটি কেটে বলেন, 'কিন্তু কীভাবে রাজি হয়েছে সেটা শুনবেন না ?'

'কীভাবে রাজি হয়েছে ?'

'একটা শর্ত দিয়েছে আপনার মেয়ে।'

www.MurchOna.com

'কীসের শর্ত!'

'দুলাভাই—।' খালা কিছুটা কর্তৃত্বের স্বরে বলেন, 'কথা ভালোভাবে না বুঝে কথা বলবেন না তো।' খালা রাগে একটু গজ গজ সেরে বলেন, 'ছেলের সামনে আপনার মেয়ে একা যাবে।'

'ভালো, একা যাবে সেটা তো ভালো কথা। এতে সমস্যা কোথায় ?'

'সমস্যা অন্য জায়গায়। ছেলেকেও একা থাকতে হবে, কেউ থাকতে পারবে না তার আশপাশে। আপনার মেয়ে তার সঙ্গে একা দেখা করবে, একা কথা বলবে।'

'এটা কী করে সম্ভব!'

'কীভাবে সম্ভব সেটা আপনি বের করবেন।'

'আমি বের করব কীভাবে ?'

'আপনি ছেলের মামা আর ফুপাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলুন।'

'আমি পারব না।'

'আপনি মেয়ের বাবা। আপনি পারবেন না তো কে পারবে ?'

'এটা কীভাবে সম্ভব আমি বুঝতে পারছি না।' বাশার সাহেব আবার কাঁপতে শুরু করেন। তাই দেখে খালা আবার তার একটা হাত চেপে ধরে বলেন, 'আপনাকে আর কাঁপাকাঁপি করতে হবে না। আমি মেয়ের বাপ না হলেও খালা তো, আমিই দেখছি।'

খালা বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। মুখে পাউডার লাগালেন, কপালে ফোঁটা দিলেন, লিপস্টিক মাখলেন, তারপর চুলগুলো টেনে বেঁধে শাড়িটা ঠিক করলেন। দেরি হচ্ছে দেখে বাশার সাহেব কিছুটা রেগে গিয়ে খালার পাশে গিয়ে বললেন, 'মনে তো হচ্ছে তোমারই বিয়ে।'

'দুলাভাই—।' খালা আঁচলটা টেনে নিয়ে বাশার সাহেবের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যে বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়, মনে রাখবেন সেই বাড়িতে কেবল একজনের মনে বিয়ের আনন্দ জাগে না, সবার মনেই বিয়ের আনন্দ জাগে। আর একটা কথা— আপনারা পুরুষরা তো আবার সুন্দর মুখ ছাড়া কথাই বলতে চান না।'

খালা ড্রইংরুমের সামনে গিয়ে সালাম দিয়ে বললেন, 'ভেতরে আসতে পারি ?'

www.MurchOna.com

সবাই উঠে দাঁড়ালেন। খালা রুমের ভেতরে ঢুকে বললেন, 'আমি মেয়ের খালা।' তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাবা, তুমি একটু বাইরে যাবে, আমি তোমার মামা এবং ফুপার সঙ্গে একটু কথা বলতাম।'

মাথা নিচু করে ছেলেটা বাইরে চলে এলো। খালা আঁচলটা আরো টেনে নিয়ে ছেলের মামা ও ফুপার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে বললেন, 'আশা রাখি আপনাদেরও ছোট কিংবা বিয়ের সোমথ কোনো মেয়ে আছে। মনে করুন, আজকে যে মেয়েটাকে আপনারা দেখতে এসেছেন সেটাও আপনাদের একটা মেয়ে।'

ছেলের ফুপা বেশ শরমিন্দা হয়ে হাত কচলিয়ে বললেন, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই।'

'আপনাদের মেয়েরা যেমন আপনাদের কাছে কোনো আবদার করলে আপনারা ফেলতে পারেন না, এ মেয়েটাও একটা আবদার করেছে, আশা রাখি সেই আবদারটাও আপনারা ফেলবেন না।'

'অবশ্যই।' ছেলের মামা এবার বেশ গদ গদ হয়ে বললেন, 'বলুন না, আমাদের মা আমাদের কাছে কী আবদার করেছে?'

নিঃশব্দে ড্রইং রুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তূপা আগে সিওর হয়ে নিল ছেলেটা একা আছে কিনা। না, তার শর্তমতো একাই আছে ছেলেটা। খুব ভদ্রভাবে বসে আছে সে কোনার সোফাটিতে। মাথাটা নিচু করে আছে, একেবারে চুপচাপ।

খুক করে একটু কাশি দিয়ে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়ে তূপা ঘরে ঢুকেই ছেলেটার মুখোমুখি সোফাটাতে বসল। মাথা উঁচু করে তূপার দিকে তাকাল ছেলেটা। তূপাও ছেলেটার চোখ বরাবর তাকাল। তারপর দুজনেই নীরব ভূমিকা পালন করাতে তূপাই আগে বলল, 'আপনাকে তো ভদ্রলোক বলেই মনে হয়।'

ছেলেটা কিছুটা বিব্রত হয়ে বলল, 'জি...!'

'ভদ্রলোকরা তো কাউকে দেখলে প্রথমে সালাম দেয়, কিন্তু...।' তূপা পায়ের ওপর একটা পা তুলে বলে, 'সালামটা আমিও দিতে পারতাম। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে— এ যাবৎ কালে পৃথিবীতে আজকের মতো যত আয়োজন হয়েছে তাতে মেয়েরাই প্রথমে সালাম দিয়েছে, ছেলেরা দেয় নি কেন?'

'এটা বোধহয় একটা রীতি।'

'রীতিটা পাল্টালে কেমন হয়?'

www.MurchOna.com

'মন্দ না।'

'তাহলে আপনি এখন আমাকে সালাম দেবেন। আমি সেই সালামের উত্তর দেব, তারপর কথা শুরু করব।'

অদ্ভুতভাবে হেসে ছেলেটা ডান হাতটা বুকের কাছে এনে ভীষণ নম্রভাবে বলল, 'আসসালামুওলাইকুম।'

'ওলাইকুম ওয়াস সালাম। আপনি খুব শুদ্ধভাবে সালাম দিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শুদ্ধ করে সালাম দিতে পারে না।' তূপা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'কিন্তু আপনি হাসলেন কেন?'

'কখন?'

'সালাম দেওয়ার সময়?'

'এমনি। খুব মজা লেগেছে আপনার কথা শুনে।'

'মজা পেয়েছেন আপনি? ভালো, বাস্তবতার এই সময়ে কেইবা কাকে মজা দিতে পারে!' তূপা একটু থেমে বলে, 'পাঞ্জাবির নিচে আপনার দু পায়ের ফাঁক দিয়ে পাজামার ফিতা দেখা যাচ্ছে।'

ঝট করে উঠে ঘুরে দাঁড়ায় ছেলেটি। সঙ্গে সঙ্গে তূপা বলে, 'এতে বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। অনেকেরই এমন হয়, অসাবধানবশত। রাস্তায় অনেক বোরখাওয়ালা মেয়েকে দেখবেন, সমস্ত শরীর বোরখা দিয়ে ঢাকা কিন্তু বুকের কাছে বোরখার দু-একটা বোতাম খোলা তাদের। দেখেছেন না?'

'জি, দেখেছি।' পাজামার ফিতা ঠিক করে সোফায় বসে ছেলেটি।

'থ্যাংকু। এবার আপনাকে কিছু করতে বলব আমি। আশা রাখি বিব্রত হবেন না আপনি।'

'জি!'

'আপনি দেখি আগেই বিব্রত হয়ে বসে আছেন।'

ছেলেটা একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'না না ঠিক আছে।'

'ঠিক নেই তো। আপনি পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে আছেন। রিলাক্স হয়ে বসুন। আপনি তো ইন্টারভ্যু দিতে আসেননি কিংবা আপনাকে রিমান্ডেও নেওয়া হয় নি। আপনি এসেছেন বিয়ে করতে। যদিও বিয়ে করতে এসে পৃথিবীর তাবৎ পুরুষকুল পিঠ টান টান করে থাকে, মাথা উঁচু করে রাখে। অহঙ্কার আর উদ্ধত তাদেরকে ঘিরে রাখে সব সময়। মনে হয় তারা বিয়ে করতে নয়, কাউকে করুণা করতে এসেছে।'

www.MurchOna.com

'আপনি রেগে যাচ্ছেন। প্লিজ, আপনি নিজেও রিলাক্স হয়ে বসুন। তারপর আমাকে কী করতে হবে বলুন ?'

'যা করতে বলব করবেন ?'

'সে করতে বলাতে আপনার রুচির যদি ব্যাঘাত না ঘটে, তাহলে তা করতে আমার রুচিরও কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না।'

'থ্যাংকু।' তূপা সোফায় একটু ঠেস দিয়ে বসে বলে, 'মেয়েদের যেমন হাঁটতে বলা হয়, তার পায়ে কোনো সমস্যা আছে কি না তা দেখা হয়, আপনাকেও তেমন হাঁটতে অনুরোধ করছি আমি, আপনার পায়ে কোনো প্রবলেম আছে কি না তা দেখব আমি।'

'ওকে।' ছেলেটি উঠে দাঁড়ায় এবং সে হাঁটতে থাকে, যতক্ষণ না তূপা তাকে বসতে বলে।

'প্লিজ, বসুন। আমি এবার আপনার চুল দেখব।'

'তার আগে বলুন আমার হাঁটা কিংবা পায়ে কোনো প্রবলেম পেলেন কি না আপনি ?'

'একদম না। এবার আপনি আপনার চুল দেখান।'

'আমি কীভাবে আমার চুল দেখাব ? আমার চুল আলগা কি না সেটা দেখতে চাচ্ছেন তো আপনি ? তাহলে আপনিই বরং আমার চুলটা টেনেটুনে দেখে নিন।'

'তার দরকার নেই। দেখে মনে হচ্ছে আলগা চুল না ওইটা।' তূপা পায়ের ভর চেঞ্জ করে বলল, 'আপনার রক্তের গ্রুপ কী ?'

'এ পজেটিভ।'

'আপনার উচ্চতা ?'

'পাঁচ ফিট এগার।'

'পাঁচ ফিট এগার কী, বাক্য কমপ্লিট করুন।'

'পাঁচ ফিট এগার ইঞ্চি।'

'লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞেস করব না আমি। কারণ আপনি যেখানে চাকরি করেন সেখানে চাকরি করতে কী কী যোগ্যতা লাগে তা আমার জানা আছে। এবার আমি আপনার দাঁতগুলো দেখতে চাচ্ছি।'

'কেন!' ছেলেটি হাসতে হাসতে বলে, 'আমার যা বয়স, এ বয়সে নিশ্চয় আলগা কোনো দাঁত ব্যবহার করার প্রশ্ন ওঠে না।'

'আমি সেজন্য আপনার দাঁত দেখতে চাই নি। আমি দেখতে চাচ্ছি আপনার দাঁতগুলো বাঁকা কি না।'

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

'দাঁত বাঁকা থাকলে কী হয়?'

'শুনেছি দাঁত বাঁকা মানুষের কথাবার্তাও নাকি বাঁকা হয়।'

'তাই নাকি!' ছেলেটি মুখে হাত নিয়ে একটু হেসে বলে, 'আপনার দাঁত তাহলে বাঁকা নাকি?'

তূপা হেসে ফেলে, 'না।'

'আমারও না।' ছেলেটি পায়ের ওপর পা তুলে বসে বলে, 'দেখাব ?'

'না, থাক।' তূপা ছেলেটির দিকে ভালো করে তাকায়। ছেলেটিও তাকায়, কিন্তু একটু পর মাথাটা নিচু করে ফেলে সে। তূপা এবার একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'এবার আপনাকে শেষ প্রশ্ন করব আমি। আপনি খুব ভালো করে আমার দিকে তাকাবেন এবং খুটিয়ে খুটিয়ে আমাকে দেখবেন। কোনোরকম লজ্জা পাওয়ার দরকার নেই। আমাকে দেখা শেষ হলে তারপর আপনার কমেন্ট করবেন।'

'কী ধরনের কমেন্টস ?'

'কোনো ভণিতা না, কোনোরকম লুকোচুরিও না, আপনি সরাসরি বলবেন, আমাকে কেমন লাগল আপনার ? একেবার এক কথায় বলবেন— পছন্দ হয়েছে, না হয় নি ?'

ছেলেটি তূপার দিকে তাকাল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলল, 'আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে।'

'এত তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন, ভালো করে দেখুন, তারপর বলুন।'

ছেলেটি আবার বলল, 'আর দেখতে হবে না, আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে।'

'আপনার নামটা জানতে পারি ?'

'ইমন। স্যরি, মুহম্মদ ইমরুল...।'

হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দিয়ে অল্প একটু হেসে তূপা বলে, 'ঠিক আছে, পুরো নাম বলতে হবে না, ডাক নামেই চলবে।' মাথাটা নিচু করে ফেলে তূপা, কিছুক্ষণ। তারপর মাথাটা আবার উঁচু করে ইমনের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে, 'আপনাকেও আমার পছন্দ হয়েছে, ইমন। কিন্তু...।'

কিছুটা ধৈর্যহারা হয়ে ইমন বলে, 'কিন্তু কী ?'

'কিন্তু আমি আপনাকে বিয়ে করব না।'

ইমন বেশ শব্দ করে বলে, 'কেন!'

সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায় তূপা। কিছু বলে না, এমনকি ইমনের দিকে তাকায়ও না। যেভাবে রুমে ঢুকেছিল ও, রুম থেকে বেরিয়েও আসে সেভাবে— নীরবে, নিঃশব্দে।

www.MurchOna.com

ঘুম থেকে চমকে উঠলেন বাশার সাহেব। অনেকক্ষণ ধরে তিনি বুঝতে পারছেন— কেউ একজন তাকে ডাকছে। কিন্তু তিনি চোখ খুলতে পারছেন না, তাই বুঝতেও পারছেন না কে ডাকছে। একসময় প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে যায় তার। চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ খেয়াল করেন তার মুখের ওপর প্রায় ওপুর হয়ে আছেন তার স্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে বসতে তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার, কী হয়েছে?'

'একটা ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখেছি।' চেহারাটা ভয় ভয় করে বললেন সালমা খানম।

'তাতে অসুবিধা কী— স্বপ্ন তো স্বপ্নই।'

কিছুটা রেগে গিয়ে সালমা খানম বলেন,'স্বপ্ন না, দুঃস্বপ্ন।'

'ওই হলো।'

'ওই হলো, না?' সালমা খানম আগের চেয়ে রেগে গিয়ে বললেন, 'কী স্বপ্ন দেখেছি সেটা আগে শুনবে তো।'

বাশার সাহেব নিস্পৃহভাবে বললেন, 'বলো।'

'ওইভাবে বললে বলব না।'

'কীভাবে বললে বলবে?'

'আগ্রহ নিয়ে বলো।'

বাশার সাহেব একটু সোজা হয়ে বসে বললেন, 'কোনো দুঃস্বপ্নের কথা কি কেউ আগ্রহ নিয়ে শোনে?'

'কে বলল শোনে না, সকলেই শোনে, কেবল তুমি শোনো না।'

'ঠিক আছে, এবার আগ্রহ নিয়ে বলছি— বলো।'

'ওই ছেলেটা এসেছে না—।'

'কোন ছেলেটা?'

www.MurchOna.com

'ইদানীং তোমার একটা বাজে অভ্যাস হয়েছে— কথা শেষ করার আগেই কথা বলো। ওই ছেলেটা মানে ওই তিন তলায় নতুন যে ছেলেটা এসেছে তার কথা বলছি।'

'ওই ছেলেটা আবার কী করল ?'

'কিছু করে নি, তবে করতে কতক্ষণ।'

'একটা অন্ধ ছেলে, সে আবার কী করবে ?'

'কী করবে সেটা জানি না। কী একটা বাজে স্বপ্ন দেখলাম ওকে নিয়ে। ওর দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে আমাদের।'

'ঠিক আছে রাখব।'

'একা একা বাসা ভাড়া নিয়েছে ছেলেটি, বাবা-মা কেউ আসে নি।'

'তাতে কী ?'

'আজকাল কারা নাকি একা একা বাসা ভাড়া নেয়, তারপর সেই বাসায় বসে সন্ত্রাসী কাজকর্ম করে। আমার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে।'

'ছেলেটা অন্ধ তো!'

'তবুও।' সালমা খানম বাশার সাহেবের দিকে একটু ঝুঁকে বসে বললেন, 'রাতে তো খুব তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পরলে। তোমার সঙ্গে কথাই বলতে পারলাম না। তূপার ব্যাপারে কী বলল ছেলেরা।'

'আমাকে কিছু বলে নি।'

'তোমাকে না বললে কাকে বলবে ?'

'কথা হয়েছে তোমার মেয়ে আর ছেলের মধ্যে। সেখানে আমিও ছিলাম না, ছেলের মামা-ফুপাও ছিল না। ছেলেও তাদের কিছু বলে নি, তারাও আমাকে কিছু বলে নি। তুমি তোমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করতে পারো।'

'তোমার মেয়ে ইদানীং কোনো কথার জবাব দেয় আমার! সারাক্ষণ মুখ সেলাই করে থাকে।'

'আমার জিজ্ঞেস করা কি ঠিক হবে ?'

'জিজ্ঞেস করতে অসুবিধা কোথায় ?'

'না, অসুবিধার কিছু নাই। দেখি, আজকেই জিজ্ঞেস করব ওকে।' বাশার সাহেব আবার শুতে গিয়েই থেমে যান। দরজায় কে যেন খট খট শব্দ করছে। তিনি আবার সোজা হয়ে বসে বললেন, 'কে ?'

'বাবা, আমি।'

'কে, তূপা ?'

www.MurchOna.com

'হ্যাঁ, বাবা।'

দরজা খুলে দিয়েই বাশার সাহেব বললেন, 'কী ব্যাপার মা, এত সকালে! কোনো সমস্যা ?'

'কোনো সমস্যা না বাবা। হঠাৎ করে ঘুমটা ভেঙে গেল।'

'আয়, ভেতরে আয়।'

'না বাবা।' তূপা মাথার চুলগুলো পেছনে ঠেলে দিয়ে বলল, 'অনেক দিন পর এত সকালে ঘুম ভাঙল। অনেক দিন সূর্য ওঠা দেখি না। বাবা, চলো না ছাদে যাই।'

'তিতিকেও ডাক না।'

'না, ও ঘুমাচ্ছে ঘুমাক।'

'তোর মা উঠেছে, তোর মাকেও বল।'

'না, মার যাওয়া দরকার নেই। মা ছাদে গিয়েই বাসায় ফেরার জন্য ছটফট শুরু করে দেয়। আমি আজ অনেকক্ষণ ছাদে থাকব, বাবা।'

ছাদে এসে বাশার সাহেব তূপার মাথায় একটা হাত রেখে বলেন, 'সম্ভবত তুই আমাকে কিছু বলবি।'

বাবার কথার কোনো জবাব দেয় না তূপা। ছাদের রেলিংয়ে দু হাত ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। অনেক দূর চোখ মেলে দিয়ে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'বাবা, শীত আসছে বোধহয়, না ?'

'হ্যাঁ, অল্প অল্প কুয়াশা দেখা যাচ্ছে চারদিকে।'

'এবার শীতে চলো না সবাই মিলে কোথাও থেকে ঘুরে আসি।'

'আমি তো যেতেই চাই, কিন্তু তোর মা তো বেঁকে বসে। তোর মা কেন যেন ইদানীং কোথাও আর বেড়াতে যেতে চায় না।'

'মাকে আমি বলব। তুমিও বলো। দেখো, মা রাজি হবে।'

বাশার সাহেব একটু ইতস্তত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তূপার দিকে তাকান। তারপর কিছুটা দ্বিধা নিয়ে বলেন, 'তোকে একটা কথা বলব ?'

তূপা দূর থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে বাবার দিকে তাকায়। বাশার সাহের ঘুরে অন্য দিকে তাকান। মুখটা হাসি হাসি করে বাবার একটা হাত ধরে বলে, 'বাবা, আমার দিকে তাকাও তো।'

কিছুটা সংকোচ নিয়ে বাশার সাহেব মেয়ের দিকে তাকান। তূপা আগের মতোই হাসতে হাসতে বলে, 'তুমি ইদানীং আমাদের কাছ থেকে কেমন যেন দূরে সরে যাচ্ছো, বাবা!'

www.MurchOna.com

'তোদের তাই মনে হয় ?'

'আর কারো মনে হয় কি না জানি না, আমার মনে হয়।'

হাসি হাসি মুখ করে বাশার সাহেব বলেন, 'ইরা- তিতি কী বলে ?'

'বললাম না ওদের কথা জানি না। আমি আমার কথা বললাম।'

'তুই কীভাবে বুঝলি আমি তোদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।'

'কীভাবে বুঝলাম সেটা বলতে পারব না, তবে তুমি যে সরে যাচ্ছো এটা সত্য।'

বাশার সাহেব অনেকক্ষণ কিছু বলেন না। তূপার মতোই অনেক দূরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন। রেলিংয়ে রাখা বাবার ডান হাতের ওপর তূপা আলতো করে ওর বাম হাতটা রেখে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। সূর্যটা উঠি উঠি করছে। লাল আভায় ভরে যাচ্ছে পুব আকাশের চারপাশটা। কুয়াশা ভেদ করে পরিপূর্ণ গোল সূর্যটার একটু-একটু দেখা যাচ্ছে। তূপা মুগ্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বাবার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'তুমি তো আজ অফিসে যাবে। তোমার অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে, তুমি যাও। আমি আরো একটু এখানে থাকব, বাবা।'

মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছিলেন বাশার সাহেব। তূপা কিছুটা এগিয়ে এসে বাবার একটা হাত টেনে ধরে। ঘুরে দাঁড়ান বাশার সাহেব। তূপা বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুমি একটা কথা বলতে চেয়েছিলে আমাকে। আমি জানি তুমি আমাকে কী জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলে। বাবা—।' তূপা একটু থেমে মাথা নিচু করে বলে, 'কালকের ছেলেটিকে পছন্দ হয়েছে আমার, সম্ভবত আমাকেও তার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু আমি স্যরি বাবা ...।'

কিছু বলেন না বাশার সাহেব। কেবল মেয়ের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিচে নেমে যান তিনি। তূপা অনেকক্ষণ বাবার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে একসময় অনুভব করে— চোখ দুটো ভিজে যাচ্ছে তার। তেমন কোনো কারণ নেই, তবুও।

কিছুটা শব্দ করে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তিতি। তারপর বিশেষ একটা ভঙ্গিমা করে তূপার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপু, আসব ?'

ছাদ থেকে নেমে এসে ফ্রেশ হয়েই আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে তূপা। ভার্সিটিতে যাওয়ার আগে প্রতিদিন একবার করে হলেও আয়নার সামনে দাঁড়ায় সে। তবে সাজতে নয়, অন্য একটা কারণে। তূপা তিতির দিকে না তাকিয়েই বলে, 'আয়।'

www.MurchOna.com

ঘরের ভেতর ঢুকে চারপাশটা ভালো করে একবার দেখে তূপার কাছ ঘেঁসে দাঁড়ায় তিতি। তারপর আয়নার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে তূপাকে বলে, 'আজও আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছ, না? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ওসব না বললে কী হয় ?'

'ও তুই বুঝবি না।'

'না বুঝলে বুঝিয়ে দাও।'

'না তোকে ওসব বুঝতে হবে না।' তূপা কথাটা বলেই তিতির কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'ঠিক আছে তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।' তূপা আবার আয়নার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি প্রতিদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটা প্রশ্ন করি— তূপা, তুমি কে ? আয়নার ভেতরের আমি অর্থাৎ তূপা তখন কী বলে জানিস ?'

'কী বলে ?'

'বলে— তুমি একজন মানুষ।'

'ঠিকই তো বলে।'

'আমি তখন কী বলি জানিস— বলি, মানুষই যদি হবো তাহলে সব কিছু মেনে নেওয়ার ক্ষমতা নেই কেন আমার?'

'আয়নার ভেতরের তূপা তখন কী বলে ?'

'কিছু বলে না।' তূপা আবার তিতির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছুটা কপাল কুঁচকিয়ে বলে, 'তুই তো এ সময় আমার ঘরে আসিস না!'

'আসি না বলে কি আসা যাবে না ?'

'তা যাবে। নিশ্চয় কিছু একটা বলতে এসেছিস ?'

'বলতে না, জানতে এসেছি। একটা না, দুটো জিনিস।'

'প্রথমটা বল।'

'কাল যে তোমার একটা চিঠি এসেছে, সেটা কে লিখেছে ?'

'কে লিখেছে তা বলতে পারব না।'

'কেন ?'

'চিঠিটা যে লিখেছে, চিঠির শেষে তার কোনো নাম নেই।'

'আপু—।' তিতি তূপার একটা হাত জড়িয়ে ধরে বলে, 'সেই লোকটা আবার লেখে নি তো!'

তূপা গভীরভাবে তিতির দিকে তাকায়। তারপর একটা গাল ছুঁয়ে দিয়ে বলে, 'তুই আমাকে এত ভালোবাসিস কেন বল তো ?'

www.MurchOna.com

'কেন বাসি বোঝ না ?'

'আমাকে এত ভালোবাসতে হবে না।'

'আমার কেন জানি মনে হয় সেই লোকটা আবার ফিরে আসবে। আগে তো চিঠি লিখে হুমকি দিত, এবার আর চিঠিমিঠি লিখবে না। একদিন চুপচাপ বাসায় এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

'এতই সহজ!'

'এখন সব কিছুই সহজ আপু। দেখো না চারদিকে কী সব হচ্ছে।'

'চারদিকে যাই হোক আমার কিছু হবে না। ওই ওরকম হুমকি-ধামকিওয়ালা চিঠি দেওয়া তো দূরের কথা, ওই লোক আর জীবনেও এদিকে আসবে না।'

'তবে যাই হোক, লোকটা তোমাকে খুব ভালোবাসত।'

'চিঠিতে সবাই ওরকম ভালোবাসা দেখায়, বাস্তবে অন্যরকম।' তূপা তিতির মাথার চুলগুলো ঠিক করে দিতে বলে, 'বাদ দে এ প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় কী জিনিসটা জানতে চাস বল ?'

'কালকের ভাইয়াকে তোমার পছন্দ হয় নি ?'

'হয়েছে ?' তূপা সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'খবরদার এরপর আর কোনো প্রশ্ন করবি না।' তূপা একটু থেমে বলে, 'আচ্ছা, কাল যে ইলিশ মাছ কই মাছের কী একটা ভজগট ব্যাপার শোনালি এটা তোর প্লান ছিল, না ?'

'আমার প্লান থাকবে কেন আপু, বাবাই তো কথাটা তুলল।'

'তুই আমার কাছে একদম মিথ্যা বলবি না।'

'তোমার কাছে মিথ্যা বলতে যাব কেন ?'

'মিথ্যা বলতে যাবি কারণ আমাদের সরল বাবার মাথায় কখনো এরকম উদ্ভট চিন্তা আসবে না।'

'এটা উদ্ভট চিন্তা হলো ? বাবা তো ঠিকই বলেছে আপু— যার যার স্থান তার তার কাছে।'

'যেমন আমার স্থান এখন হওয়া উচিত আমার শ্বশুর বাড়ি, না ?'

তিতি কিছু বলে না। আড়চোখে তাকিয়ে থাকে তূপার দিকে। তূপা খুব গাঢ় স্বরে বলে, 'দেখিস, একদিন সবকিছু ছেড়ে অনেক দূর চলে যাব।'

www.MurchOna.com

জরিনার মা দরজা খুলে দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তূপার দিকে। তূপা হাসতে হাসতে বলল, 'এভাবে কী দেখছেন আপনি ?'

'কিছু না। আসেন আসেন, ভেতরে আসেন।'

'পাভেল সাহেব আছেন ?'

'না।'

'কোথায় গেছেন ?'

'তা তো কিছু বলে যায় নি।'

'বাসা থেকে কখন বের হয়েছেন ?'

'এই তো একটু আগে।'

দ্রুত নিচে নেমে এলো তূপা। মনে মনে যা ভেবেছিল, তাই— পাভেল দাঁড়িয়ে আছে বাসার সামনে। তূপা একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি কোথায় যাবেন ?'

একটু ঘুরে তাকায় পাভেল, 'কে ?'

'তূপা।'

'ও আপনি!' পাভেল এবার আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'কোথায় যাচ্ছেন আপনি ?'

'ভার্সিটিতে।'

'এত সকালে ?'

'ইম্পর্ট্যান্ট একটা ক্লাস আছে তো।' তূপা পাভেলের দিকে এগিয়ে এসে বলে, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?'

'ঠিক কোথায় যাচ্ছি বলতে পারব না। বাসায় বসে ভালো লাগছিল না। তাই বের হয়ে এসেছি।'

'আপনি কি রিকশায় যাবেন, না হেঁটে যাবেন ?'

'রিকশা হলে ভালো হয়।'

www.MurchOna.com

'এখানে রিকশা পাবেন না। চলুন, সামনের ওই মোড় থেকে রিকশা নিতে হবে।' তূপা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে দেখে পাভেল আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। তুপা পিছিয়ে এসে বলে, 'কই, আসুন।'

'ঠিক কোন দিকে যাব বুঝতে পারছি না।'

পাভেলের দিকে তূপা আরো এগিয়ে আসে। তারপর ডান হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'আসুন, আমার হাতটা ধরুন।'

'হাত ধরব!'

'কেন, অসুবিধা আছে ?'

'না মানে..., কে কী ভাবে।'

'কে কী ভাবল তা নিয়ে আমাদের ভাবলে চলবে ? মানুষ তো কত কিছুই ভাবে।'

'তবু।'

'শুনুন মশাই, অত কিছু ভাবলে পথ চলতে পারবেন না।' তুপা নিজ থেকেই পাভেলের হাতটা ধরে এগুতে এগুতে বলে, 'আচ্ছা, আপনি তো একা, আপনার বাবা-মা কোথায় ?'

'ও স্যরি, বাবা-মার কথা তো বলা হয় নি আপনাকে। আমার বাবা-মা দেশের বাইরে থাকেন।'

'আপনিও কী দেশের বাইরে ছিলেন ?'

'হ্যাঁ, আমিও দেশের বাইরে ছিলাম। কিছুদিন আগে ফিরেছি। এখন থেকে দেশেই থেকে যাব।'

'আপনার বাবা-মা ?'

'বাবা-মাও কয়েকদিন পর দেশে ফিরে আসবে।'

'এখানে আপনার আর কেউ নেই ?'

'আমার এক বন্ধু আছে। ওই তো ফ্লাটটা ভাড়া করে দিয়েছে, সবকিছু সাজিয়ে দিয়েছে, বুয়া ঠিক করে দিয়েছে।'

'কেন যেন এখন আর ভার্সিটিতে যেতে ইচ্ছে করছে না।' তূপা বলে।

'কেন ?'

'জানি না।'

'আপনার না ইম্পর্ট্যান্ট ক্লাস আছে ?'

তূপা আর কিছু বলে না। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'একটা কথা বলব আপনাকে ?'

www.MurchOna.com

'বলুন।'

'কী হবে একদিন ক্লাস না করলে! চলুন না, আজ একটা কাজ করি—সারাদিন আজ রিকশায় করে ঘুরে বেড়াই।'

পাভেল কিছুটা অবিশ্বাসের স্বরে বলে, 'আপনি আমাকে বলছেন ?'

'এখানে আপনি ছাড়া কে আছে?'

পাভেল হাঁটার গতিটা একটু কমিয়ে দিয়ে বলে, 'রিকশায় চড়ে ঘুরতে হয় খুব প্রিয় মানুষের সঙ্গে।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাভেলের দিকে তাকিয়ে তূপা বলে, 'তাই ?'

'আমি তো তাই জানি।'

তূপা একটু চুপ করে থেকে বলে, 'আপনার একটা বন্ধু আছে না?'

পাভেল কপাল কুঁচকে বলে, 'কোন বন্ধু ?'

'বারে, এরই মধ্যে ভুলে গেলেন। ওই যে বললেন না, যে আপনার ফ্ল্যাট ঠিক করে দিয়েছে, সবকিছু সাজিয়ে দিয়েছে, বুয়া ঠিক করে দিয়েছে।'

'ও, হ্যাঁ।'

'চলুন, তাকে আজ চমকে দেই।'

'কীভাবে?'

'হঠাৎ করে তার বাসায় চলে গেলাম আমরা এখন। তিনি ভাবতেই পারবেন না—।' কিছু বলে না আর তূপা, থেমে যায় সে।

'কী ভাবতে পারবে না ও ?'

কোনো জবাব দেয় না তূপা।

পাভেল গলার স্বরটা বেশ করুণ করে বলে, 'ও ভাবতেই পারবে না একটা অন্ধ ছেলের সঙ্গে এমন রূপবতী একটা মেয়ে বেড়াতে আসতে পারে।'

'ছিঃ, আপনি এভাবে ভাবছেন কেন ? আর আমি রূপবতী এটাইবা আপনাকে কে বলল ?'

'আমরা যারা দেখতে পাই না, তাদের কাছে সব কিছুই সুন্দর মনে হয়, মনে হয় অপরূপ। সৌন্দর্যের একটা আবহ সব সময় তাদের মনে ভেসে বেড়ায়। যদিও আমার মনে হয় পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিসই খুব কুৎসিত। বিশেষ করে মানুষ, সেটা চেহারাগত না হলেও ভেতরটা তাদের একদমই নোংরা, অনেকাংশেই অশ্লীল।'

www.MurchOna.com

'আপনার এটা মনে হয় কেন মনের দিক থেকে মানুষ খুব কুৎসিত প্রাণী ?' মোড়ের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে তূপা। পাভেলকে পাশে দাঁড় করিয়ে ওর মুখের দিকে তাকায় ও।

'অনেকগুলো কারণ আছে।'

'কারণগুলো বলা যাবে আমাকে ?'

'বলা যাবে, তবে বলতে ইচ্ছে করছে না এখন।'

'কেন ?'

পাভেল বেশ শব্দ করে হেসে বলে, 'আমি নিজেও তো একজন মানুষ। আমার মা মানুষ, আমার বাবাও মানুষ। আর আপনিও মানুষ।'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আপনি জন্মগতভাবে অন্ধ না।'

'হ্যাঁ, মুশকিলটা হয়েছে সেখানেই। যারা জন্মগতভাবে অন্ধ তারা আসলে সবকিছু তাদের মতো করেই কল্পনা করে নেয়। সেখানে তাদের আলাদা কোনো ভাবনা থাকে না। কোনো সবুজ পাহাড়, সোনালি রোদ, দুধের থোকা থোকা ছানার মতো আকাশ, রঙহীন অথচ মনে রঙ লাগানো সমুদ্রের পানি, ডানা ঝাপটানো বর্ণিল প্রজাপতি, নীল ঘাসফুল না দেখার বেদনাও থাকে না তাদের মনে। কারণ তারা ওইগুলো কোনোদিন দেখেই নি। তাই তাদের মনের কল্পনাতেও সেসব থাকে না। আর আমরা যারা কিছুদিন পৃথিবী দেখার পর অন্ধ হয়ে যাই, তারা সারাক্ষণ অপরিসীম এক কষ্টে দিন কাটাই, প্রতিদিন। হায়! আগুনরঙা সকালের সূর্য দেখা হবে না আর কোনো দিন কিংবা গাছের শীতল ছায়া অথবা বিকেলের ঢেউ জাগানো রঙের পর রঙ ভেজানো মেঘ!'

আলতো করে পাভেলের হাত চেপে ধরে তূপা বলে, 'আমি আমার চোখ দিয়ে সেসব দেখে তারপর আপনাকে দেখাব, প্রমিজ।'

'আপনি এটা করতে যাবেন কেন ?'

তূপা নীরবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'জানি না।'

'এমনি অনেকের ওপর ভর করে পরজীবি হয়ে বেঁচে আছি, আবার আপনার ওপর ভর করব ?'

'আমার কোনো অসুবিধা নেই, আপনার আছে ?'

পাভেল প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়ে বলে, 'ভালো একটা কথা মনে করেছেন আপনি। চলুন, আমার বন্ধুর বাসায় যাব এখন। ভীষণ চমকে দেব আজ ওকে।'

www.MurchOna.com

দরজা খুলে বাইরে তাকিয়েই ছোটখাটো একটা চিৎকার দিল মেয়েটি। তারপর পাভেলকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলল, 'পাভেল, তুই!'

পাভেলও দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে মেয়েটিকে বলল, 'তোর কথা শুনে বলা উচিত ছিল তোকে দেখতে এলাম। কিন্তু সেটা তো আমি বলতে পারব না, তাই বলতে হচ্ছে— তোকে দেখা দিতে এলাম।'

'তোর প্রতিশ্রুতি তো তাই ছিল।' মেয়েটি পাভেলকে ঘরের ভেতর এনে হেসে ইশারায় তূপাকেও ভেতরে আসতে বলে। তারপর দরজা বন্ধ করে বলে, 'কী, ছিল না?'

পাভেল বেশ নিচু স্বরে বলে, 'হ্যাঁ, ছিল।'

খুব যত্ন করে পাভেলকে সোফায় বসিয়ে মেয়েটি তূপার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'আমি সেঁজুতি।'

তূপাও হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'আমি তূপা।'

সেঁজুতি হাসতে হাসতে বলে, 'খুব অবাক হচ্ছেন, না? আমরা এরকমই। পাভেল হচ্ছে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু এবং একমাত্র বন্ধু। আমাদের যে কত গল্প আছে, আপনি তা কল্পনাই করতে পারবেন না। আমরা কত দিন সারারাত ভরে কথা বলেছি। একদিন হয়েছে কী জানেন—।'

'সেঁজুতি! একদম চুপ। ওই কথাটা বললে কিন্তু তোর গলা টিপে মারব।' পাভেল সেঁজুতিকে থামিয়ে দেয়।

'বললে কী হয়? বলি?' বাচ্চা মেয়ের মতো আঁকুতি জানায় সেঁজুতি।

পাভেল স্ট্রেইট বলে দেয়, 'না।'

'ঠিক আছে বলব না।' পাভেলের পাশে বেশ আদুরে ভঙ্গিতে বসে সেঁজুতি বলে, 'এবার বল, কী খাবি?'

'তার আগে তোকে পরিচয় করিয়ে দেই।'

'আমাকে পরিচয় করিয়ে দিবি কী! আমি তো বললামই তুই আমার প্রিয় এবং একমাত্র বন্ধু। তার মানে আমিও। নাকি আমি তোর প্রিয় বন্ধু না? না হলে নাই। তুই বরং ওনাকে পরিচয় করিয়ে দে।' সেঁজুতি পাভেলের একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'না, ওনাকেও পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি।'

'কী বুঝতে পেরেছিস তুই?'

'উনি তোর বন্ধু।'

'খুব ভালো বুঝতে পেরেছিস তুই।' পাভেল মুচকি হেসে একটু থেমে বলে, 'বাসায় আর কেউ নেই?'

www.MurchOna.com

'না। বাবা-মা যার যার অফিসে। ইফতি কলেজে আর কাজের মেয়েটি আজ ছুটি নিয়েছে।'

'তুই বাইরে বের হবি না ?'

'হবো। দুপুরের পর হবো। ও ভালো কথা—।' সেঁজুতি কিছুটা শব্দ করে বলে, 'একটা সুখবর আছে।'

পাভেল একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'কিসের সুখবর ?'

'তুই গেস করত কিসের সুখবর ?'

'তোর বাবা-মা রাজি হয়েছেন, না ?'

সেঁজুতি আগের চেয়ে চিৎকার করে বলে, 'তুই কী করে বুঝলি ?'

পাভেল সে কথা উত্তর না দিয়ে বলল, 'বিয়ের ব্যাপারে আর কোনো কথা হয়েছে ?'

'অনেক কথার হয়েছে, সব বলব তোকে। তবে আজ না।'

তূপা সোফা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আজ আমাকে যেতে হবে যে।'

'কী ব্যাপার, এখনই যাবেন।' সেঁজুতি তূপার একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'চা-ই তো খাওয়া হলো না আমাদের।'

'আজ না, অন্যদিন।'

পাভেলও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না, আজ আর বসা ঠিক হবে না। ওনার বোধহয় ক্লাস আছে। আমাকেও যেতে হবে।'

'আবার আসছিস কবে ?'

'কেন, বিয়ের দিন।' পাভেল হাসতে হাসতে বলে।

'সে তো অনেক দেরি। বাবা-মার সঙ্গে দেখা হয় না তোর অনেকদিন। সেদিন আবীরও তোর কথা বলছিল।' সেঁজুতি পাভেলের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলে।

পাভেল দরজার বাইরে এসে ঘুরে দাঁড়ায়। সেঁজুতির মাথায় হাত রেখে বলে, 'যাক, আঙ্কেল- আন্টি রাজি হয়েছেন, শেষ পর্যন্ত বিয়েটা আবীরের সঙ্গেই হচ্ছে তোর!'

কেউ আর কিছু বলে না। কেবল নিঃশব্দে অথচ দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে তূপা। সে দীর্ঘশ্বাস হতাশারও না, বেদনারও না। রিনরিনে একটা আনন্দের, মহা আনন্দের!

www.MurchOna.com

বাশার সাহেব পত্রিকা পড়ছিলেন। তিতি দু হাতে দু কাপ চা এনে বাবার সামনের সোফাটায় বসে মিষ্টি মিষ্টি হেসে বলে, 'বাবা, তোমার নিশ্চয় এখন চা খেতে ইচ্ছে করছে ?'

পত্রিকা থেকে চোখ না সরিয়ে বাশার সাহেব বললেন, 'তা এক কাপ হলে মন্দ হয় না, কিন্তু এই অবেলায় আমাকে চা দেবে কে ?'

'তুমি আমার দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকাও এবং একটা হাত বাড়িয়ে দাও, দেখবে তোমার হাতে চা পৌঁছে গেছে।'

নাকের ওপর ঝুলে পড়া চশমাটা তুলে বাশার সাহেব মেয়ের দিকে তাকালেন, হাসি হাসি মুখ করেই তাকালেন, কিন্তু হাত বাড়ালেন না। কিছুটা অবাক হয়ে বললেন, 'যাক, এ বাসার একমাত্র তুই-ই বুঝতে পারিস আমার কখন চা খেতে ইচ্ছে করে।'

'থ্যাংকু বাবা।' তিতি ডান হাতের চায়ের কাপটা বাবার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'তোমার সঙ্গে জরুরি একটা কথা আছে বাবা।'

'এখনই বলবি ?'

'হ্যাঁ। তার আগে বলো তুমি আজ অফিসে গিয়েই ফিরে এলে কেন ?'

'ভালো লাগছিল না।'

'শরীর খারাপ তোমার ?'

'ঠিক শরীর খারাপ না, কেমন যেন ভালো লাগছে না।'

'একটা কাজ করি চলো—আমরা আজ একটা গল্প বলার প্রতিযোগিতা করি। সঙ্গে ইরা আপু, দীপনও থাকবে।'

'তূপা, তোর মা থাকবে না ?'

'তূপাপু তো ভার্সিটিতে, আর মা'র আবার গল্প করার সময় আছে নাকি!' তিতি হাসতে হাসতে বলে।

www.MurchOna.com

'তা বল, কী ধরনের গল্পের প্রতিযোগিতা করব আমরা ?'

'কে কত আনন্দের গল্প করতে পারে।'

বাশার সাহেব মেয়ের দিকে খুব ভালো করে তাকান এবং তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। এত বুদ্ধি রাখে তার এই ছোট মেয়েটা। সংসারের ছোটখাটো, এমন কি অনেক বড় ধরনের সমস্যা কীভাবে যেন মিটিয়ে ফেলে সে। খুব সহজভাবে, খুব স্বাভাবিকভাবে। অথচ এটা তার আনস্পেকটেড মেয়ে। দুই মেয়ে হওয়ার পর পরিবারের সবাই ভেবেছিল এবার একটা ছেলে হোক, তিনিও ভেবেছিলেন। কিন্তু মেয়ে হওয়ার পর সবাই কেমন যেন মুখটা কালো করে ফেলেছিল। তিনিও কি ফেলেছিলেন ?

সম্ভবত তিতি ব্যাপারটা জানে। সে যে এ পরিবারে অনাকাঙ্ক্ষিত এটা টের পেয়েছে ও। ওর সঙ্গে কথা বলার সময় অনেক সময়ই অন্য দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি তাই। এটা নিয়েও মাঝে মাঝে যন্ত্রণা হয়। বেশ কয়েকদিন আগে এরকম গল্প করার সময় হঠাৎ তিতি ফিসফিস করে বলে, 'বাবা, তুমি গল্প করছো আমার সঙ্গে, কিন্তু কথা বলছো অন্য দিকে তাকিয়ে।'

বাশার সাহেব কিছুটা চমকে উঠে বলেন, 'কই, না তো!'

'তুমি না বললেই তো হবে না। কথা বলার সময় আমি তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলি বাবা।'

'না, আমি এমনি অন্য দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলাম।' বাশার সাহেব তোতলাতে থাকেন।

'বাবা, মানুষই মিথ্যা কথা বলে। কিন্তু সবাই মিথ্যা কথা বলতে পারে না। মিথ্যা কথা বলতে পারার জন্য যতটুকু অসৎ হতে হয়, তুমি তার একশ ভাগের একভাগও অসৎ না বাবা।'

মাথা নিচু করে ফেলেন বাশার সাহেব। তিতি ম্লান হেসে বলে, 'বাবা, আমি কী করব বলো। আমি কি ইচ্ছে করে এই পৃথিবীতে এসেছি ? একটা মেয়ে যখন জানতে পারে সে কোনো পরিবারে অনাহুত, তার বুকের ভেতরটা কতটুকু ব্যথায় ভরে যায় জানো ? তুমি অনেক কিছুই বোঝ বাবা, কিন্তু এ জিনিসটা কখনই বুঝতে পারবে না তুমি।'

চোখে পানি এসে গিয়েছিল সেদিন বাশার সাহেবের। কথাটা মনে হতেই আজও চোখ দুটো ভিজে গেল তার।

তিতি ব্যাপারটা দেখে ফেলে বেশ অভিমানের স্বরেই বলল, 'বাবা, মাঝে মাঝে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলার সময় চোখে পানি এনে ফেল, এটা মোটেই

www.MurchOna.com

পছন্দ না আমার। আমি কী আজ খারাপ কিছু বলেছি? আমি তো আনন্দের গল্পের কথা বলেছি। বুঝেছি, তুমি এখন আনন্দের গল্প করতে পারবে না। তোমার সঙ্গে বরং আমার জরুরি কথাটা সেরে ফেলি। তূপাপু কি তোমাকে কিছু বলেছে?'

'না তো।'

'কিছুই বলে নি!'

'না।'

'কিন্তু আমি যে তোমাকে বুদ্ধি দিয়েছি সেটা টের পেয়েছে।'

'কোন বুদ্ধিটা?'

'বারে, এরই মধ্যে ভুলে গেলে। ওই যে ইলিশ মাছ, কই মাছের ব্যাপারটা।' তিতি বাশার সাহেবের দিকে আরো একটু ঝুঁকে বসে বলে, 'কালকে আপুকে যে ছেলেটা দেখতে এসেছিল, তাকে কিন্তু দেখেছি আমি।'

'তুই কীভাবে দেখলি?'

'ড্রইংরুমের ভেতর বসে থাকলে বুঝি দেখা যায় না।'

'কী বুঝলি ছেলেটাকে দেখে?'

'বেশ সুন্দর। সম্ভবত মাথায় বুদ্ধি-সুদ্ধিও আছে।'

'সম্ভবত বললি কেন?'

'সুন্দর ছেলেদের বুদ্ধি একটু কমই থাকে বাবা।'

'তোর তাই মনে হয়?'

'আমি এর কোনো প্রমাণ পাই নি, তবে অনেকে বলে।' তিতি একটু থেমে বলে, 'তিন তলায় যে ছেলেটা এসেছে, সারাক্ষণ কালো চশমা পরে থাকলেও সেও কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর। তবে তাকে আমার কিছুটা বুদ্ধিমানই মনে হয়েছে।'

'তাই?'

'তুমি কি তূপাপুর একটা ঘটনা শুনেছ?'

বাশার সাহেব বেশ আগ্রহ নিয়ে বলেন, 'কী ঘটনা?'

'তুমি আবার তূপাপুকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যেও না, ইরা আপুর সঙ্গেও এ বিষয়ে কোনো কথা বলো না। আপু শুনতে পেলে এটা নিয়ে তূপাপুর কান ঝালাপালা করে ফেলবে।'

'ঠিক আছে কেউ জানবে না, তুই বল।'

www.MurchOna.com

'ইদানীং ঘুমালেই নাকি কে যেন এসে তূপাপুর মুখ, নাক, চোখে হাত রাখে। ঠিক বড় কোনো মানুষের হাত না, ছোট একটা হাত।'

বাশার সাহেব কিছু বলেন না। ভাবলেশহীনভাবে তাকিয়ে থাকেন তিতির দিকে। তিতি বাবার হাতে একটা হাত রেখে বলে, 'ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পেরেছ বাবা ?'

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

'আপুকে একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। যতদিন আপু এ ধরনের স্বপ্ন দেখবে ততদিন ও বিয়ে করতে চাইবে না।'

'ওকে তো নিয়ে যেতে হলে মানসিক ডাক্তারের কাছেই নিয়ে যেতে হবে, না ?' বাশার সাহেব তিতির দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকান।

'তা তো বটেই।'

'কিন্তু মানসিক ডাক্তারের কথা শুনলেই তো তূপা চিৎকার করে উঠবে। একবার বোধহয় তোর মা এরকম ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা বলেছিল। তূপা মানসিক ডাক্তারের কথা শুনেই এমন ক্ষেপে গিয়েছিল!'

দীর্ঘ একটা শ্বাস ছেড়ে তিতি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। একটু পর মাথা উঁচু করে বলে, 'দেখি আমি কী করতে পারি।' তিতি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'বাবা, মা রান্না ঘরে ব্যস্ত, ইরা আপু দীপনকে নিয়ে ঘুমাচ্ছে। আমি একটু বাইরে যাব বাবা।'

'এই দুপুর বেলা আবার কোথায় যাবি ?'

'এই একটু আশপাশের ফ্ল্যাট থেকে ঘুরে আসব।'

'তোর মা তোকে না দেখে কিছু জিজ্ঞেস করলে কী বলব ?'

'সেটাও কি আমাকে বলে দিতে হবে, বাবা!' তিতি অভিমানী চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমার যা ইচ্ছা তা বলে দিও।'

'ঠিক আছে, বলে দেব। তুই যা।'

'থ্যাংকু বাবা।' তিতি বাবার মাথার চুলগুলো বারকয়েক টেনে দিয়ে চলে যায়। বাশার সাহেব দরজা বন্ধ করে পেছন ফিরে দেখেন ইরা ঢুকছে রুমে। এলোমেলো চুলগুলো খোপা করতে করতে ইরা বেশ বিরক্তি নিয়ে বলল, 'তিতি কোথায় গেল বাবা ?'

'এই একটু বাইরে গেল।'

'এ সময়ে কেউ বাইরে যায়!'

www.MurchOna.com

'কেউ যায় না, ও গেছে।'

'এভাবে যখন-তখন বাইরে যেতে দেওয়া তোমার ঠিক না বাবা।'

'অসুবিধা নেই, ও আমার মেয়ে না।'

'আমিও তো তোমার মেয়ে বাবা।'

বাশার সাহেব কিছুটা অন্যমনস্ক ছিলেন। ঝট করে তিনি ইরার দিকে তাকালেন। মাথা নিচু করে ফেলেছে ও। মুহূর্তেই অসম্ভব শূন্যতা অনুভব করলেন তিনি বুকের ভেতরটায়। এতদিন হয়ে গেল, সব কিছু ভুলে যাওয়ার কথা, কিন্তু মেয়েটা তার এখনো অপরাধীই রয়ে গেল!

খিল খিল করে হাসতে হাসতে তিতি বলল, 'এ অসময়ে এলাম, আপনি মাইন্ড করেন নি তো?'

'আমার কাছে সময় অসময় কী? সারাক্ষণই তো একই রকম— অন্ধকার।' পাভেল হাসতে হাসতে বলে।

'বাইরে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, একটু আগেই ফিরেছি।'

'ও তাই নাকি!' তিতি সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে বলে, 'আমি যাই, আপনার এখন রেস্ট দরকার।'

পাভেল একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'প্লিজ বসুন, যার কোনো কাজ নেই তার আবার রেস্ট কিসের?'

'তবুও।'

'তবুও টবুও করতে হবে না, আপনি বসুন।'

তিতি সোফায় আবার বসতেই পাভেল ঠেস দিয়ে বসল। গলার কাছে শার্টের একটা বোতাম খুলতে খুলতে বলল, 'এ ফ্ল্যাটটা কেমন যেন নিঝুম। দুপুরের দিকে আরো নিঝুম মনে হয়। সবচেয়ে বেশি নিঝুম মনে হয় রাতে।'

'রাতে সবচেয়ে নিঝুম মনে হওয়ার কারণ কী?' তিতি বেশ আগ্রহ নিয়ে কথা বলে পাভেলের মুখের দিকে তাকায়।

'ঠিক কেন মনে হয় তা বলতে পারব না।' পাভেল একটু থেমে বলে, 'একটা কারণ অবশ্য আছে।'

তিতি ঝট করে বলে ফেলে, 'কী কারণ?'

'না থাক, কারণটা শোনার দরকার নেই।'

www.MurchOna.com

'প্লিজ, বলুন না।'

'বলব ?'

'প্লিজ।'

'আর কাউকে বলে দেবেন না তো ?'

'না।'

'প্রমিজ ?'

'প্রমিজ।'

পাভেল উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে এগুতে থাকে। হাতরে হাতরে জানালাটা খুঁজে নিয়ে দু হাত দিয়ে গ্রিল চেপে ধরে বলে, 'স্রষ্টার কাছে আমার অনেক প্রশ্ন। আমার প্রায়ই মনে হয় স্রষ্টা কোনো এক রাতে তার এক দূত পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে। সেই দূত আমার সব প্রশ্নে উত্তর দেবেন। আমি প্রতিরাত সেই দূতের জন্য অপেক্ষা করি।'

'তার মানে রাতে আপনি ঘুমান না!'

'ঘুম না আসলে কী করব বলুন ?'

'তাহলে দিনে ঘুমাবেন।'

'দিন ?' পাভেল শব্দ করে একটু হেসে বলে, 'কোথায় পাব আমি দিন, আমার সারাটা সময়ই তো রাত।'

'আপনি এমনভাবে কথা বলেন, মন খারাপ হয়ে যায়।'

'স্যরি।'

'বিকেলে কী করবেন ?'

'কী করব, কিছু করার নেই তো!'

'কিছুই করার নেই ?'

পাভেল একটু থেমে বলে, 'আছে।' তারপর চোখের কালো চশমাটা ঠিক করতে করতে বলে, 'আমার সামনের ধুধু অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে একটা আলো খোঁজার চেষ্টা করতে পারি আমি, সন্ধ্যা হলে আকাশে ভেসে থাকা শুকতারা, সপ্তর্ষি কিংবা লুব্ধকের সঙ্গে কথা বলতে পারি, রাত গভীর হলেই স্রষ্টার দূতের অপেক্ষার পাশাপাশি কোনো জোনাকি পোকা নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারি সারারাত। অথবা এ মুহূর্তে কথা বলতে পারি আপনার কপালের ছোট্ট টিপটি নিয়ে।'

তিতি কপাল কুঁচকে অবাক হয়ে বলে, 'আমার কপালে টিপ আছে, এটা জানলেন কী করে আপনি ?'

www.MurchOna.com

'এটা কি জানতে হয় ? চিরাচরিত সেই আদিমকাল থেকেই মেয়েরা তাদের সৌন্দর্যের প্রথম উপকরণ হিসেবে বেছে নিয়েছে টিপকে।'

'কেন ?'

'টিপ পরতে মেয়েরা ভালোবাসে, তার চেয়েও বেশি ভালোবাসে সেই টিপ পরা মুখটা কাউকে দেখাতে।'

'তাই!'

'তাই না তো কী ?'

তিতি অনেকক্ষণ পাভেলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'টিপ পরা আপনি পছন্দ করেন ?'

'হ্যাঁ, অনেক অনেক।'

আগের মতোই পাভেলের দিকে তিতি আবার তাকিয়ে বলে, 'টিপ পরা মুখ দেখতে কেমন, আপনি জানেন ?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে পাভেল বলে, 'নাহ্। কেবল জানি, মেয়েরা কখনো নিজেদের জন্য সাজে না, যেমন ফুল ফোটে না তার নিজের জন্য। মেয়েরা এটা শিখেছে প্রকৃতিগতভাবে।'

কপালের টিপটাতে হাত রাখল তিতি, একটুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে টিপটা তুলে হাতের মুঠোতে নিল এবং পরম যত্ন করে সেটা রেখে দিল সেখানেই, যেন কোনোভাবেই নষ্ট না হয়ে যায় এটা।

www.MurchOna.com

রেগে একেবারে আগুন হয়ে আছে তূপা। গজ গজ করে বাসায় ঢুকতেই মেজাজটা আরো বেশি খারাপ হয়ে গেল। পাশের বাসার আন্টি এসে গল্প করছে মায়ের সঙ্গে। এই মহিলাটাকে তূপা একদম সহ্য করতে পারে না।

রুমে ঢুকেই ব্যাগটা ছুড়ে ফেলল বিছানার ওপর। যদিও এটা ও কখনোই করে না। তার নিজের জিনিস তো বটেই, এ ফ্যামিলির, এমন কি অপরিচিত যার জিনিসই হোক না কেন, সে প্রচণ্ড মমত্ব দেখায় প্রতিটা জিনিসে। তা সেটা যত তুচ্ছই হোক, যত সস্তাই হোক।

আপুর যে মেজাজ খারাপ তিতি টের পেয়েছে সেটা। তাকে ঠাণ্ডা করার এখন একটাই উপায় তাকে প্রচণ্ড কথা বলার সুযোগ দেওয়া এবং তার সব কথাতেই হ্যাঁ হুঁ করে যাওয়া, চোখ বুজে সাপোর্ট করে যাওয়া।

তিতি যতটা সম্ভব গম্ভীর হয়ে তূপার রুমে ঢুকল। আপুর মেজাজটা ভালোভাবে পরখ করে হঠাৎ বলল, 'আপু, তোমার কি মন খারাপ?'

'মন খারাপ কী, মেজাজ খারাপ।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ মেজাজ খারাপ।'

'ইচ্ছে করছিল ঠাস করে গালে একটা থাপ্পর মারি।'

'তা মারলে না কেন?' তূপাকে আরো একটু পরখ করে তিতি বলে, 'কাকে থাপ্পর মারতে ইচ্ছে করছিল?'

'এক বদমাস কয়েকদিন ধরে আমার পেছনে ঘুর ঘুর করে। আগে আমার রিকশার পেছনে রিকশা নিয়ে আসত, আজ দেখি মোটর সাইকেল নিয়ে এসেছে। মোটর সাইকেল একবার আমার রিকশার সামনে আনে আবার পেছনে গিয়ে জোরে হর্ন দেয়। খাঁটি একটা বদমাস, তুই কী বলিস?'

তিতি চোখ দুটো কিছুটা বড় বড় করে বলে, 'অবশ্যই। তুমি যখন বলছো তাহলে অবশ্যই বদমাস।'

'আবার কী করেছে শোন, একবার আমার পাশাপাশি আসতে আসতে শিস বাজাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বাংলা সিনেমার নায়ক।'

www.MurchOna.com

'তুমি ঠিক বলেছ, বাংলা সিনেমার নায়করাই ওরকম মেয়েদের উত্যক্ত করে আর শিস বাজায়।'

'একবার কী মনে হয়েছিল, জানিস?'

আগ্রহের চরম আতিশয্যে তিতি তূপার দিকে এগিয়ে এসে কিছুটা গদগদ হয়ে বলে, 'কী?'

'মনে হচ্ছিল ওই বদমাসটার ঠোঁট দুটো টেনে ধরে ছিঁড়ে ফেলি।'

'ছিঁড়ে ফেললে না কেন! ছিঁড়ে ফেললেই তো ভালো হতো।'

'না, পরে মনে করলাম, থাক।'

'ভালোই করেছ না ছিঁড়ে ফেলে। ওই নোংরা মানুষের গায়ে হাত দিলে নিজেও নোংরা হয়ে যেতে।'

'তার মধ্যে আবার হয়েছে কী জানিস, রিকশা থেকে নেমে ভাড়া দিতে গিয়ে খুচরা টাকা নেই। আজকাল রিকশাওয়ালাগুলোও হয়েছে কোনো খুচরা টাকা রাখবে না।'

'একদম ঠিক বলেছ তুমি। আমিও অনেক দেখেছি, রিকশাওয়ালারা কোনো খুচরা টাকা রাখে না।'

'অনেকগুলো এক টাকা আর দু টাকার কয়েন ছিল, সম্ভবত পাঁচ টাকারও একটা কয়ন ছিল, শেষে ব্যাগ তন্ন তন্ন করে খুঁজে সেগুলো বের করে ঝামেলা মেটাতে হয়েছে আমাকে।'

'তুমি যখন খুচরা টাকার অভাবে ভাড়া দিতে পারছিলে না তখন ওই বদমাসটা কোথায় ছিল?'

'এ ধরনের বদমাসরা খুব ভীরু হয়। ওরা দূরে থেকেই বদমাসগিরি করে, এলাকায় আসার সাহস পায় না।'

'এটা তুমি ঠিক বলেছ।'

বাসায় পরার কাপড় নিয়ে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েই তূপা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'ওই বাজে মহিলাটা আজ আবার এসেছে কেন? একদম সহ্য হয় না ওনাকে।'

'তুমি দেখি আমার মনের কথা বললে আপু।' তিতি হাসি হাসি মুখ করে বলে, 'আমারও একদম সহ্য হয় না ওনাকে, কেমন যেন।' তিতি একটু থেমে বলে, 'তুমি তো আবার বাইরে কিছু খাও না। দুপুরে নিশ্চয় খাও নি। ফ্রেশ হয়ে আসো, মা কখন থেকে টেবিলে খাবার সাজিয়ে বসে আছে।'

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

ফ্রেশ হতে বাথরুমে ঢোকে তূপা আর তিতি চলে আসে মায়ের কাছে। পাশের বাসার মহিলাটি চলে যাচ্ছেন। তিতিকে দেখেই থেমে যান তিনি। একটু এগিয়ে এসে বলে, 'তূপা বোধহয় আমাকে তেমন পছন্দ করে না, না ?'

আকাশ থেকে পড়ে যেন তিতি, সেভাবেই চোখ বড় বড় করে বলে, 'এটা আপনি কী বললেন আন্টি! তূপাপু আপনাকে খুব পছন্দ করে। আমরা সবাই আপনাকে খুব পছন্দ করি।'

'না, মেয়েটা বিয়ে করতে চায় না। কিন্তু আমি শুধু ওর বিয়ে সম্বন্ধ নিয়ে আসি। আমার মনে হয় আমাকে দেখে ও তাই খুব বিরক্ত হয়।'

'এটা আপনার একদম ভুল ধারণা আন্টি।'

খুশি হতে গিয়ে খুশি হতে পারেন না আন্টি। মনটা একটু ভার করেই নিজের বাসায় চলে যান তিনি। দরজা বন্ধ করে সালমা খানম বলেন, 'কথাটা বলেছিস তূপাকে ?'

'না, আপুর মেজাজ খুব খারাপ। ফ্রেশ হয়ে খেতে আসছে আপু। তখন মন ভালো থাকবে নিশ্চয়। কথাটা তখনই বলব।'

'দেখিস, বুঝেশুনে বলিস। ও যেন আবার হঠাৎ রেগে না যায়।'

'না, রাগবে না।' তিতি মায়ের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে বলে, 'ইরা আপু, প্রায়ই না বুঝেশুনে অনেক কিছু বলে তূপাপুকে। কিছু বলতে মানা করো তাকে।'

'ইরা কি আমার কথা শোনে ?'

'বাবাকে দিয়ে বলাও।'

'তোর বাবা একটা মানুষ! তিনি আবার বলবেন!'

তূপা খাওয়ার টেবিলে এসে বসতেই তিতি হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'আপু, তোমার সামনে একটু বসি।'

চেয়ারে বসতে বসতে তূপা বলে, 'বাসায় ঢোকার পর থেকেই খেয়াল করছি তুই আমাকে কিছু বলবি।' তূপা তিতির চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কী বলবি বল ?'

'আগে তুমি খেতে বসো তো।'

'আচ্ছা, দীপন খুব চুপচাপ হয়ে গেছে নাকি ? ওর তেমন সাড়াশব্দই পাই না।' একটা প্লেট নিজের দিকে এগিয়ে নেয় তূপা, কিন্তু সেই প্লেটে ভাত নেওয়ার আগেই তিতি ভাত বেড়ে দেয় তাতে।

www.MurchOna.com

'ওর শরীরটা বোধহয় ভালো নেই।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'শরীরটা গরম, সামান্য জ্বর মনে হলো।'

'ডাক্তারের কাছে নেওয়া দরকার তো।'

'ইরা আপু কী যেন একটা ঔষধ খাইয়ে দিল।'

'আপার এই একটা স্বভাব, কোনোকিছু না জেনে, ডাক্তারের কাছে না নিয়ে বাচ্চাদের ঔষধ খাওয়ায়।' তূপা কিছুটা রেগে ওঠে।

'ঠিক আছে, ওসব নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি এখন খাও।' তিতি আরেক চামচ ভাত বেড়ে দেয় তূপার প্লেটে।

খাবারের প্লেটে হাত রেখেই তূপা তিতির দিকে তাকায়। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে।

তিতি কিছুটা লজ্জা পেয়ে বলে, 'ওভাবে তাকিয়ে আছো কেন আপু আমার দিকে?'

মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে তূপা বলে, 'তুই বেশ বড় হয়ে গেছিস।'

তিতি হাসতে হাসতে বলে, 'বয়স তো আর কম হলো না।'

'শুধু বয়স বাড়ে নি তোমার বন্ধুর সংখ্যাও বেড়েছে।'

'আমার বন্ধুর সংখ্যা বেড়েছে এটা তোমাকে কে বলল?'

'আমি নিজে চোখে দেখেছি।'

'কোথায় দেখলে তুমি?'

'কয়েকদিন আগে রিকশায় করে সম্ভবত তোরা কোথাও যাচ্ছিলি। একেকটা রিকশায় বেশ কয়েকজন। তোরা সবাই প্রায় লাফাচ্ছিলি আর গানের নামে রীতিমতো চিৎকার করছিলি।'

'ও, কলেজ থেকে এক বান্ধবীর বাসায় দাওয়াত খেতে যাচ্ছিলাম। ওর বার্থ ডে ছিল তো।'

'আরো একটা কথা— তোর কাছে একটা ছেলে মাঝে মাঝে ফোন করত না, ও কি এখনো ফোন করে?'

'করবে না কেন! ও নিয়মিত ফোন করে যাচ্ছে— আমিও নিয়মিত শুনে যাচ্ছি।' তিতি তূপার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে বলে, 'এখন অবশ্য ফোন করার মানুষের সংখ্যা বেড়েছে।'

'অন্য ছেলেরাও তোকে ফোন করে নাকি!' তূপা রীতিমতো অবাক হয়ে একটু শব্দ করে বলে।

www.MurchOna.com

তিতি তূপার দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে বলে, 'তোমার কী মনে হয়— আমার কাছে অনেক বেশি ফোন আসা উচিত না ?'

'কেন অনেক বেশি ফোন আসবে— তুই অনেক বেশি সুন্দর, এই জন্য ?' তূপা গম্ভীর হয়ে বলে।

'না।'

'তাহলে ?'

'তুমি তো ব্যাপারটা জানো— অধিকাংশ ছেলেই মেয়ে দেখলেই গল্প করতে চায়। আর এ গল্পটা না করলেই ওরা অ্যাগ্রেসিভ হয়ে ওঠে। তোমার ওই বদমাসটা আছে না, ওই যে মোটর সাইকেল নিয়ে তোমাকে ফলো করে ? আরেকদিন ফলো করার সময় রিকশা থেকে নেমে মিষ্টি করে হেসে বলো, ভাইজান, বেশ কয়েকদিন ধরে দেখছি আপনি আমাকে ফলো করছেন। আপনি আমাকে কিছু বলবেন ? দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে গল্প করো। দেখবে, তারপর থেকে ছেলেটা কেমন সহজ হয়ে যাবে তোমার কাছে, এমন কি যখন-তখন তোমার সামনে আসতে লজ্জাও পাবে।'

'তোকে কোনো ছেলে প্রপোজ করে না ?'

'ছেলেরা গল্পই করে তো প্রপোজ করার জন্য। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে তুমি সে সুযোগটা তাদের দেবে কিনা।'

'যতই সুযোগ না দিস ছেলেরা কিন্তু গল্প করার সময় ঘুরে-ফিরে কথা ওই দিকেই নিয়ে যায়।'

'আর তোমার দায়িত্ব হচ্ছে ওদেরকে সেদিক থেকে ফিরিয়ে আনা।'

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ায় তূপা। বেসিনে হাত ধুয়ে তার রুমে গিয়ে ঢোকে আবার। পেছনে পেছনে তিতিও ঢোকে। বিছানায় গা এলিয়ে দিতে দিতে তূপা বলে,'এবার তোর আসল কথাটা বল।'

তিতি তূপার পাশে বসে মাথার চুলগুলো আস্তে আস্তে টানতে টানতে বলে, 'তোমার জন্য দুটো খবর আছে।'

তূপা কিছুটা আগ্রহ নিয়েই বলে, 'কী ?'

'এক. তোমার আরেকটা চিঠি এসেছে।'

'চিঠিটা আমি দেখেছি। সম্ভবত চিঠিটা তুই খুলেও দেখেছিস। আমার টেবিলের বইয়ের নিচে চাপা দেওয়া আছে।'

'চিঠিটা খোলার জন্য তুমি রাগ করো নি তো ?'

www.MurchOna.com

'তুই তো এর আগেও আমার চিঠি খুলেছিস, আমি রাগ করেছি কখনো ?' তূপা তিতির দিকে ঘুরে শোয়।

'না, চিঠিটা হাতে নিয়েই কেমন যেন লাগছিল আমার। আমার বারবার মনে হচ্ছিল চিঠিটা সেই আগের মানুষটাই লিখেছে। ভীষণ ভয় হচ্ছিল। আমি তো আগের চিঠিগুলোও দেখেছি, হাতের লেখা মেলাচ্ছিলাম। না, এটা আসলে অন্য কেউ লিখেছে, আগেরজনের লেখা না।'

'দ্বিতীয় খবরটা এবার বল।'

'ইমন ভাইয়া এসেছিল।'

তূপা বিছানায় ঝট করে উঠে বসে বলে, 'কে ?'

তিতি তূপার একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'প্লিজ, উত্তেজিত হয়ো না। একটা মানুষ তোমার কাছে এসেছিলেন, তোমাকে দেখেছেন তিনি, পছন্দও করেছেন। তিনি তো তোমার কাছে আবার আসতেই পারেন। বলো, পারেন না ? তুমি রেগে গেলে তাতে অন্যায় হবে আপু।'

পুরোপুরি ঠাণ্ডা গলায় তূপা বলে, 'কখন এসেছিল ?'

'তুমি বাসায় ঢোকার আধাঘণ্টা আগে।'

'কিছু বলেছে ?'

'ড্রইং রুমে একা একা বসেছিল। খারাপ লাগছিল দেখতে, তাই আমি গিয়ে গল্প করেছি অনেকক্ষণ।' তিতি তূপার হাতটা আরো একটু জোরে চাপ দিয়ে বলে, 'ইমন ভাইয়া আবার আসবেন।'

'কখন ?'

'সন্ধ্যার পর।'

ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায় তূপা। মাথার চুলগুলো টেনে বাঁধতে থাকে। তিতি আপুর চুল বাঁধা দেখতে একটু এগিয়ে আসে, 'আপু, তুমি কি কোথাও যাচ্ছো ?'

'হুঁ।'

'এখনই যাবে ?'

'হুঁ।'

'বাইরে থেকে অনেকগুলো ফুল নিয়ে এসেছ তুমি। ফুলগুলো কাউকে দেবে নাকি ?'

তূপা কিছু বলে না।

www.MurchOna.com

তিতি আরো একটু এগিয়ে এসে একটু ইতস্তত করে বলে, 'কপালে কী টিপ পরবে তুমি ?'

'না।'

'পরো না।'

'আমি তো টিপ পরি না। আমি টিপ পাব কোথায় ?'

'তুমি একটু দাঁড়াও। আমি একটা টিপ এনে দিচ্ছি।' তূপা কিছু বলার আগেই তিতি দৌড়ে ওর ঘরে চলে যায়। যতটা দ্রুত গতিতে যায় তার চেয়েও দ্রুতগতিতে ফিরে আসে। তারপর টিপটা তূপার হাতে না দিয়ে বলে, 'আমি পরিয়ে দেই আপু ?'

এবারও কিছু বলে না তূপা। তিতি এগিয়ে গিয়ে কপালের ঠিক মাঝখানে টিপটা পরিয়ে দেয়। আয়নার দিকে ফিরে তাকিয়ে নিজেকে কিছুক্ষণ দেখে তূপা বলে, 'হঠাৎ করে তুই আমাকে টিপ পরিয়ে দিলি কেন বল তো ?'

উত্তরটা দেওয়ার জন্য তিতি যেন রেডিই ছিল, 'কোনো কারণ নেই আপু, এমনি। আয়নার দিকে আরেকবার তাকাও, দেখো, কী যে সুন্দর লাগছে না আপু তোমাকে!'

দরজাটা একটু খুলেই আছে। সেই খোলা অংশ দিয়ে ভেতরের দিকে তাকাল তূপা। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অগত্যা কলিং বেলের দিকে হাত বাড়াল সে। কিন্তু সেটা না টিপে হাতটা ফিরিয়ে এনে আস্তে করে টোকা দিল দরজায়। কেউ কোনো সাড়া দিল না। আবার টোকা দিল, এবারও সাড়া দিল না কেউ।

দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকল তূপা। ড্রইং রুমে কেউ নেই। আস্তে আস্তে ভেতরের ঘরের দিকে এগুতে থাকে সে। ঘরের দরজার সামনে এসে খুক করে একটু কাশি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পাভেল কিছুটা চমকে উঠে বলে, 'কে ?'

'স্যরি, দরজাটা খোলা ছিল। দরজায় টোকা দিলাম, কিন্তু কেউ কোনো রেসপন্স করল না। তাই সরাসরি চলে আসলাম।'

'ও হ্যাঁ, দরজাটা খোলাই ছিল। জরিনার মা যাওয়ার সময় বন্ধ করতে বলেছিল, পরে ভুলে গেছি।'

'আমি আবারো স্যরি।' তূপা বেশ লজ্জিত হয়ে বলে।

'এত শাই ফিল করছেন কেন আপনি ?' পাভেল বসে ছিল সোফাতে, উঠে দাঁড়ায় ও, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

রুমের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে তূপা বলে, 'কী করছিলেন একা একা ?'

www.MurchOna.com

'তেমন কিছু না। জানালার দিকে তাকিয়েছিলাম। ওই যে জানালার পাশে একটা দোয়েল পাখি আছে, সেটার দিকে তাকিয়েছিলাম।'

ভীষণ আশ্চর্য হয়ে তূপা পাভেলের দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলে, 'দোয়েল পাখিটাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন!'

'না।'

'তাহলে ?'

পাভেল হাসতে হাসতে বলে, 'আমাদের মতো যারা, যাদের সব মুহূর্ত অন্ধকার, তাদের একাকিত্বে কেবল কোনো ঘাসফড়িং এসে সঙ্গ দেয়, কোনো প্রজাপতি এসে সঙ্গ দেয়, কখনো কখনো কোনো দোয়েল এসে জানালায় বসে শিস বাজায়। আমি এতক্ষণ দোয়েলের গান শুনছিলাম।' পাভেল জানালার দিকে তাকিয়ে বেশ আগ্রহ নিয়ে বলে, 'এখন নিশ্চয় দোয়েলটা লেজ নাড়াচ্ছে ?'

'হ্যাঁ।'

'সেই মুগ্ধ করা লেজ নাড়ানোটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না।' পাভেল তূপার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, 'আচ্ছা, আপনার কি মন খারাপ ?'

ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তূপা বলে, 'না।'

'আমি কিন্তু দিব্বি বুঝতে পারছি আপনার মন খারাপ। মেয়েরা একটা সময় খুব মন খারাপ করে ?'

'কোন সময়টাতে ?'

'বিয়ের আগের সময়টাতে।' পাভেল চোখের কালো চশমাটা ঠিক করতে করতে বলে, 'আচ্ছা, আপনার বিয়ে না তো ?'

তূপা আবার একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'জানেন, আজও একটা চিঠি এসেছে ?'

'খুব খারাপ কিছু কি লেখা অছে ?'

'না।'

'তাহলে ?'

'এত যত্ন করে লেখা চিঠি, এত ভালোবাসাময় চিঠি, কিন্তু আমার ভালো লাগে না।'

পাভেল হাসতে হাসতে একটু শব্দ করে বলে, 'কেন ভালো লাগে না আপনার ?'

www.MurchOna.com

'জানি না।'

'একবার দেখা করুন না ছেলেটার সঙ্গে।'

'না। চিঠিতে প্রতিদিনই দেখা করতে বলা হয় আমাকে, কিন্তু আমার অসহ্য লাগে।' তূপা জানালার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, 'রাতে তো আপনি এত বড় ফ্ল্যাটটাতে একা থাকেন। আপনার কখনো মনে হয় না কেউ একজন এ ফ্ল্যাটে ঢুকে আপনার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে?'

'দরজা জানালা তো সব বন্ধ থাকে, কে ঢুকবে এ ফ্লাটে। তবে আমার মনে হয় এ ফ্ল্যাটের কোথাও একটা ছোট্ট বাচ্চা থাকে। আমি যখন একা থাকি তখন প্রায়ই সেই বাচ্চাটির হাঁটার শব্দ পাই। ছোট তুলতুলে পা নিয়ে সারা ঘর হেঁটে বেড়ায় বাচ্চাটি।'

'আপনার ভয় করে না।'

'বাচ্চাদের কেউ ভয় পায়!' পাভেল একটু নাক টেনে বলে, 'সম্ভবত আপনার হাতে কোনো ফুল আছে এবং কপালে ছোট্ট একটা টিপ দিয়েছেন আজ, না?'

'কপালে টিপ দিয়েছি এটা কী করে বুঝলেন?'

'হাতে ফুল আর কপালে টিপ দেওয়ার মাঝে কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য আছে।' পাভেল জানালার কাছে তূপার দিকে এগিয়ে যেতে বলে, 'আপনাকে একটা অনুরোধ করব?'

'বলুন।'

'কপালের টিপের কথা অনেক শুনেছি, কখনো দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আপনি কি আপনার কপালের টিপটা আমাকে একটু ছুঁতে দেবেন?'

কিছু বলে না তূপা। জানালার কাছ থেকে এগিয়ে এসে পাভেলের একটা হাত তুলে নেয় নিজের হাতে। তারপর সে হাতটা এগিয়ে দেয় নিজের কপালের দিকে। পাভেল আলতো করে টিপে হাত রাখে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো বুজে ফেলে তূপা।

www.MurchOna.com

বাশার সাহেব কিছুটা কাতর মুখে সালমা খানমকে বললেন, 'ছেলেটা একা একা সেই কখন থেকে বসে আছে, তূপাকে বলো না।'

'ও তো জানে। তিতি ওকে বলেছে।'

'তুমি একবার গিয়ে বলো না।'

'আমার চেয়ে তোমার বললে ভালো হয় না ? মেয়ে তো তোমার, আমার না।' কী একটা কাজ করছিলেন সালমা খানম, তিনি সেই কাজটাই করতে থাকেন। কথা বলার সময় ফিরেও তাকান না বাশার সাহেবের দিকে।

'আমার মেয়ে, তোমার মেয়ে না, কী বলছ এসব ?'

'মেয়ে যদি আমারই হতো তাহলে দু-একটা কথা অন্তত আমার শুনত। ইদানীং আমার কোনো কথাই ও শোনে না।' সালমা খানম রাগী গলায় বলেন, 'তুমি বলো ওকে, আমি পারব না।'

'এসব কথা বাবারা বলতে পারে নাকি!' বাশার সাহেব কিছুটা অনুরোধের স্বরে বলেন, 'যাও না, তুমি একটু বলো না। ছেলেটা একা একা চুপচাপ বসে আছে, কেমন লাগছে দেখতে!'

'না বলতে হবে না। ওর মনে হলে যাবে, না হলে যাবে না।'

'ঠিক আছে তোমারও বলতে হবে না, তুমি বরং ইরাকে বলো।'

'ইরা বললে আরো যাবে না।'

'কী যে মুশকিলে পড়লাম।' বাশার সাহেব বেশ বিরক্তি নিয়ে বলেন, 'যাই, আমিই বলি।'

তূপার রুমের দরজার কাছে এসে বাশার সাহেব বলেন, 'মা তূপা, ভেতরে আসব ?'

'আসো বাবা।'

ঘরে ভেতর ঢুকেই বাশার সাহেব বেশ নরম স্বরে বলেন, 'তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল আমার।'

www.MurchOna.com

'তুমি কী বলবে আমি জানি।'

'তাহলে যা না মা, ছেলেটার সঙ্গে একটু দেখা করে আয়। সেই কখন থেকে একা একা বসে আছে। আমাদের সম্বন্ধে ওর ধারণাটা কী হবে বল?' বাশার সাহেবের গলাটা বেশ কাতর শোনায়।

বাবার দিকে একটু এগিয়ে আসে তূপা। খুব আপনভাবে তার একটা হাত ধরে তারপর বলে, 'আমি যাচ্ছি বাবা।'

'থ্যাংকু।'

'তবে একটা শর্ত আছে, বাবা।'

চমৎকার হাসিটা ম্লান হাসি হয়ে যায় বাশার সাহেবের। তিনি কিছুটা শঙ্কিত গলায় বলে, 'কী শর্ত, মা?'

'তুমি আর কোনো অনুরোধ করবে না আমাকে।'

বাশার সাহেব খুব দ্রুত বলে ফেলেন, 'না, আর কোনো অনুরোধ করব না তোকে।'

তূপাকে ড্রইং রুমে ঢুকতে দেখেই ইমন উঠে দাঁড়ায়। তূপা সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'বসুন বসুন, উঠতে হবে না আপনাকে।'

সোফায় আবার বসে পড়ে ইমন। পাশের সোফাতে তূপাও বসে। ইমনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে, 'আপনাকে স্ট্যাচুর মতো মনে হচ্ছে। প্লিজ, ইজি হয়ে বসুন।'

সামনের দিকে ঝুঁকে ছিল ইমন, সোজা হয়ে বসে ও। তূপা ওড়নাটা ঠিক করতে করতে বলে, 'স্যরি, আপনি বিকেলে এসেছিলেন, আমি ছিলাম না। ভার্সিটিতে ছিলাম তখন।'

'না, ঠিক আছে।' ইমন আরো একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'কিছুই না, জাস্ট আপনার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি আমি। আমার কেন যেন মনে হয়, আপনাকে অনেক গল্প বলার আছে আমার।'

'গল্পগুলো আমাকেই বলতে হবে?'

'জানি না পরে কী মনে হবে, তবে এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে গল্পগুলো আপনাকে বললেই ভালো হবে।'

'আপনার এ মনে হওয়াটার কারণ জানতে পারি?'

'না, সে কারণটা এ মুহূর্তে আপনাকে বলতে চাচ্ছি না। আবার বলা যায় না, একটু পর বলেও ফেলতে পারি।'

www.MurchOna.com

'ভালো কথা, চা খেয়েছেন আপনি ?'

'না। চা অবশ্য দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এলাম আপনার সঙ্গে গল্প করতে, আর চা খাব একা একা!'

'এখন দিতে বলি ?'

'সম্ভবত আপনাকে বলতে হবে না, চা এসে যাবে।' ইমন একটু থেমে বলে, 'আপনি বই পড়তে পছন্দ করেন ?'

'একসময় করতাম, এখনো একটু-একটু করি। তবে এখন টিভিকেই সময় দেই বেশি।'

'গান ?'

'গান খুব পছন্দ করি।'

'কার গান ?'

'স্পেশিফিক কারো গান আমি পছন্দ করি না। প্রত্যেকটা শিল্পীরই একটা-দুইটা গান আছে, যা আমার খুব ভালো লাগে।'

'সিনেমা দেখেন ?'

'মাঝে মাঝে ভালো কোনো মুভি হলে দেখি, তবে ছবি দেখতে আমার তেমন ভালো লাগে না। তার চেয়ে টিভিতে গান দেখতে ভালো লাগে আমার।' তূপা হাসতে হাসতে বলে, 'গল্প কিন্তু আমার বলা হচ্ছে। অথচ আপনি এসেছেন আপনার গল্প বলতে।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ইমন। মাথাটাও নিচু করে ফেলে সে। একটু পর আবার মাথাটা উঁচু করে বলে, 'ট্র্যাজেডি কাকে বলে জানেন ?'

'অনেকদিন আগে পড়েছিলাম, মনে নেই।'

'কোথায় পড়েছিলেন ?'

'সম্ভবত ইন্টার মিডিয়েটের কোনো সাবজেক্টে পড়েছিলাম।'

'এখান থেকে যাওয়ার শেষ সময়টাতে আপনাকে আমি নতুন ধরনের একটা ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা বলে যাব। বলতে পারেন সেটাই আমার গল্প, যা আপনাকে বলতে এসেছি।'

খুক করে কাশি দিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় তিতি। ওর হাতে একটা ট্রে। হাসতে হাসতে বলে, 'আসব, না ফিরে যাব ?'

'ফিরে গেলে চা দেবে কে ?' ইমনও হাসতে হাসতে বলে, 'তিতি আসো, নির্দ্বিধায় আসো।'

www.MurchOna.com

'থ্যাংকু।' তিতি রুমে ঢুকতে ঢুকতে বলে, 'আপনার জন্য রঙ চা, চিনি কম; আপু তোমার জন্য দুধ চা, চিনি বেশি। আর আপনাদের দুজনের প্রিয় একটা খাবার নিয়ে এসেছি।'

'আপনি নুডুলস পছন্দ করেন নাকি?' তূপা ইমনকে জিজ্ঞেস করে।

'খুব।'

তিতি চলে যাচ্ছিল। ইমন একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'তিতি, প্লিজ তুমি যাবে না। আমি আর কিছুক্ষণ আছি, আমরা তিনজন মিলে এ সময়টুকুতে গল্প করব।'

তিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'সবার সঙ্গে কি গল্প জমে? আপনি বরং আপুর সঙ্গে গল্প করুন, আমি যাই।'

তূপা তিতির দিকে তাকিয়ে বলে, 'তিতি, তুই বরং দরজাটা লাগিয়ে দে। আমি ওনাকে নিয়ে একটু ছাদে যাব।' ইমনের দিকে তাকায় তূপা, 'ছাদে যেতে আপনার অসুবিধা নেই তো?'

ইমন হাসতে হাসতে বলে, 'আপনি সঙ্গে থাকলে একদম নেই।'

পাভেলের ফ্ল্যাটের দরজাটা এখনো খোলা। এবার আর দরজায় কোনো শব্দ করল না, এমন কি কলিং বেলও বাজাল না। দরজাটা ঠেলে সরাসরি ঢুকে পরল তূপা। তারপর একটু পেছন ফিরে ইমনকে বলল, 'কী হলো, আসুন।'

রুমে ঢুকতে ঢুকতেই ইমন বলল, 'আপনি না ছাদে যাবেন!'

'একটু মিথ্যা বলেছি আমি, রাতে ছাদে যেতে ভালো লাগে না।'

'এটা কার বাসা?'

'কারো না কারো তো বটেই।' একটা সোফা দেখিয়ে তূপা বলল, 'আপনি এখানে বসুন, আমি আসছি।' তূপা পাভেলের রুমের দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু তার আগেই পাভেল বের হয়ে এসে বলে, 'কে?'

তূপা কিছুটা দৌড়ে গিয়ে পাভেলের একটা হাত ধরল। আপাতদৃষ্টিতে এটা কেবল একটা দৌড়ই। কিন্তু ইমনের কাছে মনে হলো, না, এটা স্রেফ কেবল দৌড় না। এখানে আনন্দ আছে, উচ্ছ্বাস আছে, প্রিয় কিছু দেখার মগ্নতা আছে। তূপা বলল, 'আমি।'

'আরো একজনের কথা শুনলাম বোধহয়।'

'হ্যাঁ, আমার সঙ্গে আরো একজন এসেছেন।'

www.MurchOna.com

'কে ?'

পাভেলকে ইমনের সোফার কাছে এগিয়ে এনে তূপা বলে, 'সেটা আপনিই জিজ্ঞেস করুন।'

পাভেল ডান হাতটা এগিয়ে দেয় ইমনের দিকে। কালো চশমা পড়া পাভেলকে দেখে এতক্ষণ যা টের পায় নি, এখন সেটা পেল। একজন দৃষ্টিহীন মানুষের দিকে যেমন করে হাত এগিয়ে দেয় একজন দৃষ্টিবান মানুষ, ইমনও তাই করল। সঙ্গে সঙ্গে পাভেল বলল, 'আমি পাভেল।'

ইমন বলল, 'আমি ইমন।'

প্রায় দশ মিনিট কথা বলার পর ইমন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'আমাকে এখন যেতে হবে।'

'আরো একটু বসুন না।' পাভেলও উঠে দাঁড়ায়।

'আজ না।'

'তাহলে অন্য একদিন ?'

'যদি সে দিনটা আসে।'

ইমন রুম থেকে বের হয়ে আসে, সঙ্গে তূপাও। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় ইমন। তাই দেখে তূপা বলে, 'কিছু মনে করবেন না, আমি আরো একটু থাকব এখানে।'

সিঁড়ির ধাপে প্রায় পা রেখেছিল ইমন। ঘুরে দাঁড়ায় ও। তূপার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে, 'আপনাকে ট্র্যাজেডির নতুন একটা সংজ্ঞা বলতে চেয়েছি আমি।' ইমন একটু থেমে বলে, 'খুব বেশি না, তবে দু-চারটা মেয়ে এসেছিল আমার জীবনে। কখনোই তাদের পাত্তা দেই নি, বলা যায় প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু তখন জানতাম না প্রত্যাখ্যান কত রূঢ়, প্রত্যাখ্যানের কষ্ট কত নির্মম! গতকাল সেটা জেনেছি। এটাই ট্র্যাজেডির নতুন সংজ্ঞা।' ইমন ম্লান হেসে বলে, 'সম্ভবত আপনার সঙ্গে আমার আর কোনো দিন দেখা হবে না।'

পাভেলের কাছে ফিরে আসে আবার তূপা। তারপর আগের মতোই একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'জানেন, রাতে একদম ঘুম হয় নি। আপনার ?'

'আমার কাছে তো রাত দিনের কোনো পার্থক্য নেই— অনর্গল নিঝুম অন্ধকার। ওসব ঘুম টুমের কথা বাদ দিয়ে আমরা বরং অন্য গল্প করি।'

'অন্য কিসের গল্প করব ?'

'ক্ষয়ে যাওয়া ডানার প্রজাপতির ?'

www.MurchOna.com

'না।'

'পদ্মপাতার জলের ?'

'না।'

'তাহলে পাল ছাড়া কোনো নৌকার গল্প বলি ?'

'না, এসব গল্প আমার ভালো লাগে না।'

পাভেল একটু থেমে বলে, 'তাহলে ইমনের গল্প বলি, যে কিছুক্ষণ আগে নতুন করে ট্র্যাজেডির একটা সংজ্ঞা শেখাল আপনাকে।'

'না, এসব আমার শুনতে ইচ্ছে করছে না।'

'ওকে, তাহলে বিয়ের গল্প বলি, আপনার বিয়ের গল্প ?'

'আমি তো বিয়ে করব না।'

'বিয়ের আগে মেয়েরা এমন বলেই থাকে।'

তূপা হঠাৎ গলাটা ভেজা ভেজা করে বলে, 'আমি সত্যি বিয়ে করব না পাভেল।'

'ঠিক আছে, আমি তাহলে সেই ছেলেটার গল্প বলি ?'

'কোন ছেলেটা ?'

'যে ছেলেটা প্রতিদিন একটা করে চিঠি দেয় আপনাকে, যে ছেলেটার প্রতিটা নিঃশ্বাস আপনার জন্য, যে ছেলেটা আপনাকে ভালোবেসে পেতে চায় অমরত্ব। বলি ?'

'অসহ্য।'

'তাহলে কার গল্প বলি বলুন তো ?'

পাভেলের হাতটা আরো একটু চেপে ধরে তূপা। তারপর দূরাগত গলায় বলে, 'আপনার গল্প।'

'আমার গল্প!'

'হ্যাঁ, আপনার গল্প।'

www.MurchOna.com

হাতরে হাতরে কলিং বেলটা খুঁজে তাতে চাপ দিল পাভেল। কিছুটা লজ্জিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। আরেকবার তাকে আর কলিং বেলে চাপ দিতে হলো না, তার আগেই দরজাটা খুলে গেল। একটু অপেক্ষার পর পাভেল একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলল, 'খালাম্মা ?'

বেশ অবাক হলেন সালমা খানম। আঁচলটা টেনে নিয়ে বললেন, 'তুমি কি দেখতে পাও!'

'এ কথা বললেন কেন আপনি ?'

'না, তুমি তো দেখতে পাও না। তাহলে আমি যে দরজা খুলে দিলাম তা বুঝলে কী করে ?'

পাভেল ভীষণ মন খারাপ করার মতো করে বলে, 'পৃথিবীর সব মায়ের গন্ধ যে একই রকম খালাম্মা!'

মুগ্ধ হাসিতে ভরে যায় সালমা খানমের মুখটা। যদিও কিছুটা ইতস্তত বোধ হয়, তবু পাভেলের একটা হাত ধরেন তিনি। তারপর ঘরের ভেতর নিয়ে যেতে যেতে বলেন, 'এসো।'

সোফায় বসতে বসতে পাভেল বলে, 'বেশ কয়েকদিন ধরে এ বিল্ডিংয়ে থাকছি, আমরা তো এখন প্রতিবেশী। তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটু পরিচিত হয়ে আসি।'

'তুমি কি চা খাবে ?'

'আমি চা খাই না খালাম্মা।' পাভেল একটু থেমে বলে, 'বাসায় আর কেউ নেই খালাম্মা ?'

'আছে, সবাই আছে।' সালমা খানম কী একটা ভেবে বলেন, 'ও না, তূপা নেই, বাইরে গেছে ও, ওর নাকি কাজ আছে।'

দীপনকে সঙ্গে নিয়ে ড্রইং রুমে ঢুকেই ইরা বলে, 'ও আপনি! কখন এসেছেন ? আপনার সঙ্গে সেই যে কথা হলো, তারপর সময়ই করতে পারলাম না। ভালো আছেন আপনি ?'

www.MurchOna.com

'জি, আমি ভালো আছি।' পাভেল একটু সোজা হয়ে বসে।

সালমা খানম ইরাকে কিছু একটা বলতে নেয়, তার আগেই ইরা বলে, 'আমি ওনাকে চিনি, ওনার সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় হয়েছে।'

'তোরা তাহলে কথা বল। আমি একটু আসছি।'

ভেতরের ঘরে চলে যান সালমা খানম। পাভেল একটু ঝুঁকে বসে বলে, 'আপনি কেমন আছেন ?'

'আমি তো ভালোই থাকি, কিন্তু বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ভালো থাকা যায় বলুন। তার ওপর স্বামীর খরবদারি। এই দেখুন না, সেই কত দিন পর বাপের বাড়িতে একটু বেড়াতে এসেছি, মাত্র কয়েকদিন হলো এসেছি, এরই মধ্যে কয়েকশ বার ফোন। কেমন লাগে বলুন তো ?'

'বিয়ের পর এরকম একটু-আধটু হয়ই।'

'একটু-আধটু না, অনেক কিছু হয়। খবরদার বিয়ে করবেন না কিন্তু।' ইরা পাভেলের সামনের সোফাটায় বসে।

'আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন ?'

'একটা নিয়েই পারি না, আবার কয়জন!'

'মেয়ে ?'

'না, ছেলে।'

'নাম কী ওর ?'

'দীপন।'

'ও কি এখন আপনার সঙ্গে আছে এখানে ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো একদম চুপচাপ ধরনের একটা ছেলে।'

'চুপচাপ না ছাই। একটু আগে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় মেরেছি, তাই এখন চুপচাপ। যা দুষ্টমি করছিল কিছুক্ষণ আগে।'

'দীপনের বাবা কী করেন ?'

'কাস্টম অফিসার।'

'তাহলে তো অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ভালোই আছে।' পাভেল একটু হাসতে হাসতে বলে।

'আপনি যেটা ভাবছেন সেটা না। ঘুস-টুসের ধারেকাছে যান না তিনি।' ইরা গম্ভীর হয়ে বলে।

www.MurchOna.com

'তিনি যদি ঘুস খেতেন তাহলে আপনি সাপোর্ট করতেন ?

'সাপোর্ট না করার কী আছে!' কোলের ওপর থেকে দীপনকে পাশে বসিয়ে ইরা বলে, 'শোনেন মশাই, যে সব মেয়েরা ফট ফট করে বলে তার স্বামী সাধু, কোনোরকম অন্যায়-টন্যায় করে না, তাদের স্বামীরাই সবচেয়ে বড় কালপ্রিট। সংসারে কেউই অভাব চায় না, অভাব পছন্দ করে না। সবাই চায় সচ্ছল চলতে।' ইরা দীপনকে আরো একটু সরে বসিয়ে বলে, 'আর যারা নিজেদের সুখী সুখী বলে চারদিকে হাউকাউ বাধিয়ে দেয়, তারাই সবচেয়ে অসুখী। আপনাকে আজ একটা সত্য কথা বলি, এ শহর, না এ শহর না, এদেশের সবাই বছরের পর বছর এক ছাদের নিচে বাস করে সমাজের ভয়ে, মান-সম্মানের ভয়ে, পারিপার্শ্বিকতার চাপে। যদি কখনো সুযোগ আসে দেখবেন, কেউই আর একই ছাদের নিচে নেই, যার যার মতো সে সে একা একা বাস করছে, স্বাধীনভাবে বাস করছে।'

'সংসার করতে করতে আপনি খুব বিরক্ত।'

'বিরক্ত না, মহা বিরক্ত।'

ভেজা চুল আঁচরাতে আঁচরাতে তিতি ঘরে ঢুকে বলে, 'পাভেল ভাইয়া, শেষ পর্যন্ত আমাদের বাসায় এলেন!

'কে তিতি ? কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?'

'গোসল করছিলাম।' তিতি ইরার পাশের সোফার হাতলে বসে বলে, 'আপু, তুমি কি বাইরে যাচ্ছো ?'

'হ্যাঁ, দীপনকে ডাক্তার দেখাব।'

'তুমি তাহলে যাও। আর তোমাকে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে তো ?'

ইরা দীপনকে সঙ্গে নিয়ে সোফা থেকে উঠতে উঠতে বলে, 'কী কথা যেন ? স্যরি ভুলে গেছি।'

তিতি ইরার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলে, 'এক পাতা টিপ আনতে বলেছিলাম তোমাকে।'

'ও মনে পড়েছে। আসার সময় আনব।' ইরা বের হতে গিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'শোন, আমি কিন্তু মোবাইল নেই নি।'

'কেন ?'

'মোবাইলে চার্জ নেই, চার্জে দিয়ে গেলাম। তোর দুলাভাই ফোন করলে বলিস, বাইরে গেছি, দীপনের কথা কিছু বলিস না। ওর অসুস্থতার কথা শুনলে কিন্তু রাতেই দৌড়ে এসে নিয়ে যেতে চাইবে আমাকে।'

www.MurchOna.com

ইরা চলে যেতেই তিতি হাসতে হাসতে বলে, 'জীবনটা কেমন চলছে পাভেল ভাই ?'

'এই তো।'

'কোনো কোনো সময় জীবনটা অনেক মজার, তাই না পাভেল ভাই ?'

'হ্যাঁ, অনেক মজার।'

'পৃথিবীর সব কিছুকেই তখন খুব সুন্দর লাগে, না ?'

'হ্যাঁ, সুন্দর লাগে।'

তিতি পাভেলের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বলে, 'আপনার জীবনে এরকম সময় কি কখনো এসেছে পাভেল ভাই ?'

পাভেল কিছু বলে না। মাথাটা নিচু করে ফেলে সে। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে থাকার পর গভীর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মাথাটা উঁচু করে বলে, 'না, আসে নি কখনো।'

'আসে নি!'

পাভেল আগের মতোই শান্ত স্বরে বলে, 'না আসে নি।'

হতাশায় কালো হয়ে যায় তিতির চেহারা। পাভেল টের পেল সেটা। কিন্তু সে আর কিছুই বলল না। কারণ, সে মিথ্যা বলে নি, সত্য বলেছে, পাথরের মতো কঠিন সত্য।

www.MurchOna.com

ঘরের লাইট বন্ধ করে বিছানার ওপর বসে আছে তূপা। তিতি কিছুটা শব্দ করে ঘরে ঢুকে বলে, 'আপু, তুমি কি আমাকে ডেকেছ ?'

'হ্যাঁ, কাছে এসে বোস।'

তিতি তূপার পাশে গিয়ে বসে। তূপা একটা হাত এগিয়ে দিয়ে বলে, 'আরো একটু কাছে এসে বোস।'

আরো একটু কাছে এসে বসে তিতি। তূপার বাড়ানো হাতটা চেপে ধরে বলে, 'একা একা অন্ধকারে বসে আছো কেন, আপু ?'

'এমনি।'

'তোমার কি কোনো কারণে মন খারাপ ?'

তূপা একটু থেমে থেকে বলে, 'না, ঠিক মন খারাপ না, এমনি ভালো লাগছে না।' তূপা আবার থেমে বলে, 'আচ্ছা, তোকে যে কারণে ডেকেছি— পাভেল নাকি এসেছিল বাসায় ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন এসেছিল, বলেছে ?'

'কিছু বলেন নি, এমনি বোধহয় এসেছিলেন।'

'তোর সঙ্গে কথা হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।' তিতি তূপার টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'প্রতিদিন একটা করে চিঠি আসে তোমার কাছে। প্রথম প্রথম দু-একটা খুলে দেখতে, এখন তো খুলেই দেখ না আপু। চিঠিগুলো কেমন অবহেলায় পড়ে আছে তোমার টেবিলে, চিঠিগুলো তো খুলে পড়তে পারো।'

'পড়তে ইচ্ছে করে না ওসব।'

'কেন ?'

'সব চিঠিতেই একই কথা লেখা। ওই সব প্যানপ্যানানি শুনতে ভালো লাগে না আর। তাছাড়া কে না কে চিঠি লেখে— নাম নেই, ঠিকানা নেই। শুধু প্রতি

www.MurchOna.com

চিঠিতে অনুরোধ— অমুক জায়গায় আসুন না দেখা করি, অমুক ধরনের ড্রেস পরে থাকব আমি, অমুক সময় থাকব। একটা মানুষকে চিনি না, তার নাম জানি না, তার সঙ্গে কীভাবে দেখা করি বল ?'

'তবুও একবার যেতে পারো তুমি।'

'না, ব্যাপারটা সস্তা মনে হয় আমার কাছে।'

'তবে যেই তোমাকে চিঠিগুলো লেখুক না কেন, খুব যত্ন করে লেখে। হাতের লেখাও বেশ সুন্দর।'

তূপা একটু থেমে বলে, 'তোকে আসলে আমি একটা অন্য কারণে ডেকেছি। কাল রাতে আমি একটা জিনিস দেখেছি। এটা অবশ্য মাসখানেক আগেও একবার দেখেছিলাম, তোকে বলা হয় নি।'

'কী দেখেছ ?'

'বুঝতে পারছি না জিনিসটা তোকে কিংবা আর কাউকে বলা ঠিক হবে কি না।'

'তুমি আগে ভেবে দেখো বলা ঠিক হবে কি না।'

'সেটাই তো ভাবতে পারছি না। আবার না বলেও পারছি না।'

'তাহলে বলেই ফেলো। দেখবে বলার পর তোমার ভালো লাগছে।'

'বলব ?'

'তুমি নির্দ্বিধায় বলো আপু, এ কথা আর কেউ জানবে না।'

'প্লিজ, আর কাউকে বলিস না।' তূপা কেমন যেন কাতর গলায় বলে।

তিতি তূপার হাতটা আরো একটু জোরে চাপ দিয়ে বলে, 'প্রমিজ, আর কেউ জানবে না আপু।'

'কাল রাতে সেই বাচ্চা ছেলেটা এসেছিল আমার কাছে। এসে আমাকে কী বলে জানিস— খালামণি, আমার না একদম ভালো লাগে না, আমার সব সময় তোমার কাছে থাকতে ইচ্ছে করে।' তূপা তিতির চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোর বিশ্বাস হচ্ছে না, না ?'

'হচ্ছে আপু। তারপর কী হলো বলো ?'

'অনেকক্ষণ আমার পাশে শুয়েছিল ও। শুয়ে শুয়ে আমার সঙ্গে কত গল্প করল! একবার বলে কি জানিস— খালামণি, আমি যদি আর না যাই তাহলে তুমি কি আমাকে রাখবে ?'

'তুমি কী বলেছ ?'

www.MurchOna.com

'আমি কী বলব ? ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি সব কথা ভুলে যাই। জন্মের সময় ওর তো চোখ ছিল না, কেবল শরীরটাই গড়ে উঠেছিল। আমার কাছে ও যখন আসে কালো একটা চশমা পড়ে আসে। হুবহু পাভেলের মতো কালো চশমা।' তূপার চোখ ভিজে ওঠে। সে সেই ভেজা ভেজা চোখ নিয়েই বলে, 'এটা কি সম্ভব, একটা মৃত ছেলে আমার কাছে এসে শুয়ে থাকবে, আমার সঙ্গে কথা বলবে, আমার সারা মুখ, নাক, চোখ হাতরে বেড়াবে।' তূপা তিতির একটা হাতে চেপে ধরে বলে, 'আচ্ছা, তুই সত্যি করে বলত, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো ?'

'ছিঃ আপু, তুমি পাগল হতে যাবে কেন ?'

'তুই কি খেয়াল করেছিস, ইরা আপু ইদানীং একটু বেশি কথা বলে, মাঝে মাঝে অসংলগ্ন কথা বলে ?'

'ইরাপু তো এভাবেই কথা বলে।'

'না, আগে এভাবে বলত না, এখন বলে।' তূপা দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'আমার কেন যেন সব কিছু নিয়ে ভয় হচ্ছে রে।'

'তোমার কোনো ভয় করতে হবে না। আজ থেকে আমি তোমার সঙ্গে ঘুমাব। দেখি, ও আবার আসে কিনা।

'তুই থাকলে সম্ভবত আসবে না।'

'আমি থাকলে কেন আসবে না বলো তো।'

'ও যখন পৃথিবীতে আসে তখন আমি ওর সামনে ছিলাম, কেউ অবশ্য আমাকে থাকতে দিতে চায় নি, আমি জোর করে ছিলাম। মারাও যায় ও আমার সামনে। তাই হয়তো আমার সামনে আসতে ও কোনো দ্বিধা করে না।' তূপা একটু থেমে বলে, 'তোকে আমি সব কথা অকপটে বলে ফেলি, না ?'

তিতি কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলে, 'তাই কি ?'

'কেন তোর বিশ্বাস হয় না ?'

'হয়। তুমি আমাকে সব কথাই বলো আপু, কিন্তু একটা কথা এখনো বলো নি ?' তিতি তূপার দিকে আগের মতোই তাকিয়ে বলে।

'কোন কথাটা ?'

'তা তো বলব না।' তিতি তূপার পাশ থেকে উঠে চলে যায়।

ইরা খুব আন্তরিক গলায় জরিনার মাকে বলে, 'আপনি কেমন আছেন ? পাভেল সাহেব বাসায় নেই ?'

www.MurchOna.com

'না নেই।'

'কোথায় গেছেন ?'

'বলে যায় নি।'

'আমাদের বাসায় গিয়েছিলেন তিনি। আমরা অনেক গল্প করেছি, কিন্তু একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ভাবলাম কথাটা বলে যাই।'

'বসেন আপনি। এরই মধ্যে এসে পরবেন উনি। আপনাকে চা দেই।' জরিনার মা হেসে হেসে বলে।

'না, এখন চা খাব না। কয়েক বছর আগে এ ফ্ল্যাটটাতে আমরা থাকতাম। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এখানে।' কথা বলতে বলতে তূপা দক্ষিণ পাশের রুমটাতে এসে দাঁড়ায়। চারপাশটা ভালো করে দেখে। একটু পর কাঁদতে থাকে সে, চোখ দিয়ে পানি পরতে থাকে তার নীরবে।

রাত বেশ হয়েছে। এ সময়টাতে সাধারণত কোনো ভদ্রলোক পার্কে বসে থাকেন না, কিন্তু পাভেল বসে আছে। পাশে সাদা ছড়িটা রেখে উদাস হয়ে তাকিয়ে আছে সে সামনের দিকে। আজ সে বাসায় ফিরবে না, ইচ্ছেও করছে না তার। এই না ফিরতে চাওয়ার একটা কারণ আছে, জটিল কারণ।

www.MurchOna.com

খুব সকালে আজ ঘুম ভেঙেছে তূপার। রাতে কী একটা স্বপ্ন দেখেছে ও, বাজে স্বপ্ন। ঘুমটা ভেঙে যায় তখনই, ঘুম আসে নি আর। বাসার সবাই ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু সে একা জেগে আছে, কেমন একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। ঘরের ভেতর কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করার পর আবার বিছানায় গিয়ে বসে ও। চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকে এভাবে।

তূপার ঘরের পুব পাশে একটা জানালা আছে। ঠিক সূর্য দেখা যায় না সেই জানালা দিয়ে, কিন্তু সূর্য ওঠার সময় একটা আভা এসে পড়ে তার কাচে। সেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তূপা টের পায় সূর্য উঠে গেছে। কিন্তু এ বাসার কেউ ওঠে নি এখনো।

বেশ নিঃশব্দে বাইরের ঘরের এসে দাঁড়ায় তূপা। একা একা কিছু করার নেই, ভালোও লাগছে না তার। একবার ভাবে বাবাকে ডেকে উঠালে কেমন হয়, পরক্ষণেই সেটা বাতিল করে দেয়। বাবার সব কিছুই নিয়ম মতো, যথাসময়ে ঘুমানো, যথাসময়ে ঘুম থেকে ওঠা। কিছুক্ষণ পর বাবা এমনিতেই উঠে পরবে। তিতিকে ? সেটাও বাতিল করে দেয় তূপা। বেচারি সারাদিন সংসারের এটা ওটা নিয়ে ছোটাছুটি করে, ব্যস্তই থাকতে হয় সারাক্ষণ।

দরজা খুলে বাইরে তাকায় তূপা। ছিটকিনিতে হাত রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েও থাকে সেভাবে। তারপর দরজাটা বন্ধ করে সিঁড়িতে এসে বসে।

মনটা হঠাৎ ভালো হতে শুরু করে তূপার। এ এলাকায় যখন তারা প্রথম আসে তখন এ এলাকাটা মোটেই ভালো ছিল না। সারাক্ষণ আজেবাজে ছেলেরা ঘোরাঘুরি করত রাস্তা দিয়ে। বাইরে বের হওয়া যেত না তাদের জ্বালায়। বিশেষ করে বিকেল বেলাটা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। তখন ইরা, তিতি আর তূপা মিলে এই সিঁড়িতে বসে থাকত। এই সিঁড়িতে বসেই তারা সারা রাজ্যের গল্প করত। কত মজা করত তারা এই সিঁড়িতে বসে! বেশি মজা করত ইরা। সিঁড়ির উঁচু ধাপটাতে উঠে রাজনৈতিক নেতার মতো সে এমনি এমনি ভাষণ দিত; তূপা আর তিতি সিঁড়িতে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে তা শুনত। মাঝে মাঝে সেই ভাষণ শুনে তারা হাততালিও দিত।

www.MurchOna.com

সিঁড়িতে বসে থাকার কথা ভুলেই গিয়েছিল তূপা। অনেকদিন পর মনে পড়ল কথাটা।

দু হাঁটুর ওপর দু হাত রেখে তাতে থুতনি ঠেকিয়ে বসে আছে তূপা। হঠাৎ নিচের সিঁড়িতে শব্দ হতেই উঁকি দিয়ে একটু দেখার চেষ্টা করে সে। কিন্তু এখান থেকে দেখা যায় না। আরো একটু উপুর হয় সে, তবুও দেখা যায় না। সিঁড়িতে খট খট শব্দ করে কে যেন উপরে উঠছে। কয়েক ধাপ ওঠার পরই তূপা পাভেলকে দেখতে পায়। দু চোখ বড় বড় করে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে পাভেলের দিকে। একটা-একটা করে সিঁড়ি ভাঙছে পাভেল আর একটু-একটু করে থেমে থাকছে। ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে।

উঠে দাঁড়ায় তূপা। দ্রুত নেমে গিয়ে পাভেলের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ও। তারপর অবাক কণ্ঠে বলে, 'কী ব্যাপার, রাতে বাসায় ছিলেন না আপনি ?'

থেমে যায় পাভেল। চোখের চশমাটা একটু উঁচু করে তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'না।'

'কোথায় গিয়েছিলেন ?'

'কোথাও না।'

'তাহলে!'

'সারারাত এখানে-ওখানে ঘুরলাম।'

'কেন ?'

পাভেল সিঁড়ির ওপরের ধাপে পা রাখে এবং আবার উপরে উঠতে থাকে সে। তূপাও উঠতে থাকে।

সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওঠার পর পাভেল আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। তূপার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলে, 'আজ, এত সকালে ঘুম ভেঙেছে যে ?'

'বাজে একটা স্বপ্ন দেখেছি।'

'বাজে স্বপ্ন! স্বপ্ন তো স্বপ্নই, সেটা আবার বাজে কী, ভালো কী ?'

'তবুও।'

পাভেল আবার হাঁটতে থাকে, তূপাও। সিঁড়ির আরো একটু উপরে উঠে তূপা পাভেলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি কি আমার স্বপ্নটা শুনবেন ?

আবার থেমে যায় পাভেল, 'না, থাক।' পাভেল আবার হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'আমরা বরং অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি।'

তূপা আর কিছু বলে না, হাঁটতে থাকে পাভেলের সঙ্গে।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

পাভেল ওর রুমের সামনে এসে বলে, 'আজ আপনি আমার সঙ্গে নাস্তা করবেন।'

'কোনো সমস্যা নেই, করব।'

'নাস্তা কিন্তু আপনাকেই বানাতে হবে।'

'বানাব।'

'আপনাকে কেন বানাতে বলছি জানতে চাইবেন না?'

'কেন?'

'আজ জমিলার মা আসবে না। আর—।'

'আর?'

পকেট থেকে চাবি বের করে হাতরে হাতরে তালা খুলতে থাকে পাভেল। কিন্তু ঠিকমতো পারছে না সে। তূপা একটু এগিয়ে এসে বলে, 'দিন, আমি খুলে দিচ্ছি।'

'দেখি না একটু চেষ্টা করে।' পাভেল হাসতে হাসতে বলে এবং আরেকবার চেষ্টা করে খুলেই ফেলে সে, 'দেখলেন, চেষ্টা করলে সব হয়।'

'আমি জানি।'

'আচ্ছা, আপনি কি এখনো চিঠি পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

পাভেল দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে বলে, 'যাক বাবা, মানুষটার ধৈর্য্য আছে বটে।' পাভেল হাতের লাঠিটা ভাঁজ করতে থাকে, 'আপনার অনেক সুহৃদ আছে, এমনকি চিঠি লেখারও কেউ আছে, সম্ভবত ভালেলাগারও।'

'আপনার নেই?'

'অন্ধ মানুষকে কি কারো ভালো লাগে?'

'মানুষকে ভালো লাগতে খুব বেশি কিছু লাগে না, কেবল একটা কথা, একটা শব্দই তার জন্য যথেষ্ট।'

'আমারও তাই মনে হয়। সঙ্গে—।'

'সঙ্গে একটা ফুটফুটে মন দরকার।' তূপাকে থামিয়ে দেয় পাভেল, 'কী, ঠিক বলেছি?'

'একদম ঠিক। তবে সেটা তো সবার আছে।'

'সবার না, কারো কারো আছে।'

www.MurchOna.com

তূপা একটু সোজা হয়ে বসে। তারপর পাভেলের চেহারার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকায়, 'আপনার আছে ?'

পাভেল সে কথার উত্তর না দিয়ে বলে, 'আপনার ?'

তূপাও উত্তর দেয় না। মাথা নিচু করে বসে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর মাথাটা উঁচু করে বলে, 'একটা কথা কিন্তু শেষ হয় নি।'

'কোন কথাটা ?'

'আমি আজ নাস্তা বানাব। কারণ আজ জমিলার মা আসবে না। আর—?' তূপা প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে পাভেলের দিকে তাকায়।

'আর—।' পাভেল বলতে গিয়েই থেমে যায় আবার। হাসতে হাসতে একটু আবার বলে, 'না, থাক। সব কথা বলতে হয় না।'

'কথাটা না শুনতে পেলে মন খারাপ হয়ে যাবে আমার।'

সোফায় বসতে বসতে পাভেল বলে, 'না, কারো মন খারাপ করে দিতে পারি না আমি। তবে আপনার মনটা আমি খারাপ করে দেব। কারণ আমার মনটাও ভীষণ খারাপ।'

'কেন ?'

'সারা রাত আমি এখানে-ওখানে ঘুরেছি। এর-ওর কাছে একটু সময় চেয়েছি। দেখি, আমাকে সময় দেওয়ার মতো কোনো সময় নেই কারো।' পাভেল গম্ভীর হয়ে বলে।

'কেন সময় চেয়েছেন আপনি ?'

'নিজেকে খোঁজার জন্য, জাস্ট নিজেকে খোঁজার জন্য।'

'পান নি, না ?'

পাভেল গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'নাহ্।'

আলতো করে তূপা পাভেলের একটা আঙুল ছুঁয়ে বলে, 'যদি আমি আপনাকে সে সময়টা দেই ?'

www.MurchOna.com

সারাদিন কারো সঙ্গে তেমন কোনো কথা হয় নি তূপার। ইম্পর্ট্যান্ট দুটো ক্লাস ছিল, ভার্সিটিতেও যায় নি। নিজের ঘরের মাঝে চুপচাপ বসে ছিল সে একা। তিতি অবশ্য একবার ঘরে ঢুকে বলেছিল, 'আপু, কোনো সমস্যা?' তিতির দিকে না তাকিয়ে তূপা আগের মতোই বসে থেকে বলেছিল, 'আজ আমি একটু একা একা থাকতে চাই।'

সারা দিন একা থেকেছে, সারা রাতও এক ফোঁটা ঘুম হয় নি তূপার। দিনের মতোই চুপচাপ বসেছিল। কখনো কখনো জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখার চেষ্টা করেছে, চাঁদ দেখার চেষ্টা করেছ, দেখেছেও, কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো ভালো লাগে নি।

সকালে আজান দেওয়ার পর একবার ভেবেছিল সিঁড়িতে গিয়ে বসবে, কিন্তু সিঁড়িতে বসতেও আজ মন টানে নি।

ঘরের লাইটটা জ্বালাতেই চোখ চলে যায় টেবিলের ওপর। অনেকগুলো সাদা খাম পড়ে আছে, খোলা হয় নি একটিও। ওই সাদা খামগুলোর পাশে একটি নীল খামও পড়ে আছে। কিছুটা কৌতূহলী হয়ে তূপা একটু এগিয়ে গিয়ে খামটা হাতে নেয়। উল্টে-পাল্টে একটু দেখেও। সাদা খামগুলোতে যেভাবে ঠিকানা লেখা আছে এ খামটার ওপরেও সেভাবে লেখা। অর্থাৎ চিঠিগুলো একজনই লিখেছে, কেবল এ খামটা অন্যরকম।

আনমনে খামটা খুলেও ফেলে তূপা। ভেতরের চিঠিটাও নীল রঙের। কিছুটা অনাগ্রহ নিয়ে ভাঁজ খুলে মেলে ধরে তারপর। সোনালি কালিতে লেখা চিঠিটা। তূপা পড়তে থাকে—

> সম্ভবত আপনাকে লেখা এটা আমার শেষ চিঠি। অন্যান্য চিঠিতে সম্বোধন থাকলেও তাই এ চিঠিটা সম্বোধনহীনই থাক। খুব অল্প কথা লিখব আজ আপনার কাছে। আপনি আপনার অত্যন্ত প্রিয় একটা পার্কের কথা বলেছিলেন একদিন, আজ আমি সারা দিন সেখানে বসে থাকব, শুধু আপনার প্রতীক্ষায়, যদি না আসেন তাহলে সারা রাতও।

www.MurchOna.com

চিঠিটা আবার পড়ে তূপা। হঠাৎ কী মনে হতেই দ্রুত পাভেলের ফ্ল্যাটের দিকে দৌড়ে যায় সে। দরজাটা আজকেও খোলা। ভেতরে অল্প আলোর একটা লাইট জ্বলছে।

দরজায় কোনো শব্দ নয়, কলিং বেলও বাজানো নয়, সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়ে তূপা। ড্রইংরুম পার হয়ে পাভেলের বেডরুমে ঢোকে তারপর। দক্ষিণ পাশের রুম, দু বারান্দা, তিন বাথরুম, কিচেন যত দ্রুত সম্ভব সব দেখে ফেলে সে। কিন্তু কোথাও নেই পাভেল।

তূপা আবার পাভেলের বেডরুমে ঢোকে। থমকে দাঁড়িয়ে থাকে সে অনেকক্ষণ। জানালাটা খোলা, একটু পর আস্তে-আস্তে এগিয়ে যায় সেখানে। ফাঁকা জানালা, যতদূর চোখ যায় তা-ও ফাঁকা। ঘরের কোনার দিকে হঠাৎ চোখ যায় ওর। গুছানো, পরিপাটি রুমের মাঝে একটি দুমরানো-মোচরানো কাগজ। আস্তে-আস্তে স্থির হয়ে পড়ে আছে অবহেলায়। একটু এগিয়ে গিয়ে কাগজটা হাতে নেয় সে। তারপর ভাঁজ খুলে মেলে ধরে চোখের সামনে।

প্রিয় তূপা,

কী অদ্ভুত ভাগ্য আমার— যার জন্য এখানে আসা, তার সঙ্গেই কি-না আমার প্রথম দেখা। মনে আছে আপনার? ওই যে, বাসায় ঢুকতেই আপনার সঙ্গে ধাক্কা লাগা!

তারপর আপনার সঙ্গে পরিচয়। পরিচয় তিতির সঙ্গে, ইরা আপুর সঙ্গে, আপনাদের সবার সঙ্গে।

কয়েক বছর আগে আপনারা এই ফ্ল্যাটে থাকতেন। আর এই ফ্ল্যাটের দক্ষিণ পাশের রুমটাতে থাকতেন ইরা আপু। আপুর জীবনে একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটেছিল। আপু যে ছেলেটাকে ভালোবাসতেন, সে একদিন আপুকে ফাঁকি দিয়ে চলে যায়, কিন্তু আপুর ভেতরে রেখে যায় একটা বীজ, অনাকাঙ্ক্ষিত বীজ। আচ্ছা, সেটা কি আসলেই অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল? ভালোবেসে কোনোকিছু ঘটলে কি সেটা অনাকাঙ্ক্ষিত ? কী জানি! সেই বীজটা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে আপুর ভেতর, একদিন আপনারা সবাই সেটা জেনে যান। দক্ষিণের এই রুমটাতেই একদিন একটা ডাক্তার এনে আপুকে মুক্ত করেন আপনারা, সেই সময়টাতে আপুর একেবারে পাশেই ছিলেন আপনি। সেই থেকে আপনার মনে গেঁথে যায় সেই মানবপিণ্ডটা। আপনি ঘুমালেই দেখতে পান সেই মানবপিণ্ডটা বড় হয়ে গেছে, আপনারা যখন এই ফ্ল্যাটে ছিলেন তখন সে হেঁটে বেড়াত সারা ঘরময়, দ্বিতীয় তলার ফ্ল্যাটে চলে যান আপনারা।

www.MurchOna.com

সেখানেও গিয়ে উপস্থিত হয় সে। সে আপনার নাক, মুখ, চোখ ছুঁয়ে দেয়; মাঝে মাঝে আপনার পাশে এসে শুয়ে থাকে। যদিও এ সবই আপনার কল্পনা। খুব বেশি শক্‌ড হয়েছিলেন তো! পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পেয়ে তাই বিয়েও করতে চান না আপনি, কারণ বিয়ে করতে হলে তো একটা পুরুষকেই করতে হবে! আর ইরা আপুও ভুলতে পারেন নি এই দক্ষিণের ঘরটার কথা। ওই যে, আমি এ ফ্ল্যাটে আসার পর উনি প্রথম এসেই দক্ষিণের রুমটাতে গিয়ে কেঁদেছিলেন। ভাবছেন, এগুলো আমি কীভাবে জানলাম ? জেনে গেছি একভাবে।

আমি এ ফ্ল্যাটে এসেছিলাম একটা মিশন নিয়ে। কোথায় যেন পড়েছিলাম— দুটো উপায়ে ভালোবাসা পাওয়া যায়। এক. ভালোবেসে, দুই. করুণার পাত্র হয়ে। আমি ভালোবেসে ভালোবাসা পেতে চেয়েছিলাম। তাই প্রতিদিন চুপি চুপি একটা চিঠি লিখতাম আমি আপনাকে। কিন্তু সে চিঠিগুলো ভালো লাগত না আপনার, ভালো লাগত না চিঠি লেখার মানুষটাকে, অসহ্য মনে হতো আপনার।

আবার অন্ধ সেজে আপনার কাছাকাছিও থাকতাম আমি। সেই অন্ধটাকেই কি-না আপনি একসময় পছন্দ করে ফেললেন! তবে ঠিক ভালোবেসে নয়, করুণা করে। অথচ আমি ভালোবাসা পেতে চেয়েছিলাম ভালোবেসে, করুণার পাত্র হয়ে নয়। তবে একটা মজার ব্যাপার কী জানেন— আমি যে অন্ধ না, সেটা টের পেয়েছিল তিতি!

আমি যে চিঠিগুলো লিখতাম সেগুলো তো আপনি খুলে পড়তেন না। পড়লে জানতেন, গতকাল রাতে আপনার জন্যই আমি অপেক্ষা করেছিলাম, বাসার বাইরে ছিলাম, আপনার প্রিয় পার্কে।

অবশেষে অনেক ভেবে দেখলাম— আপনার সঙ্গে আসলেই আমার কোনো গল্প নেই। ক্ষয়ে যাওয়া ডানার প্রজাপতির গল্প, পদ্ম পাতার গল্প বা পাল ছাড়া নৌকার গল্প নেই; বিয়ের গল্প নেই, নেই কোনো মানুষ কিংবা স্বপ্নের গল্পও। তবু শেষমেশ স্বপ্নের কাছেই হেরে যাই আমরা। কেননা স্বপ্নই হচ্ছে মানুষের গন্তব্য অথবা মানুষই স্বপ্নের আধার।

আপনার সঙ্গে আমার যে গল্প— সে তো পরাজিত এক মানুষের গল্প, অতৃপ্ত এক আত্মার গল্প, বিষণ্ন এক হৃদয়ের গল্প।

পরাজিত মানুষেরা পালিয়ে বেড়ায়, পালিয়ে গেলাম তাই আমিও!

www.MurchOna.com

চিঠিটা ভাঁজ করে দু হাত দিয়ে চাপ দিয়ে ধরে তূপা। সেই দু হাত এনে ঠেকায় ঠোঁটের সঙ্গে। ঠোঁট জোড়া কাঁপছে, থির থির করে কাঁপছে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সে। সূর্যটা উঠে গেছে, তারই আভা এসে পরেছে ঘরের মেঝেতে। সে তাকিয়ে আছে সেই আভার দিকে। অপার্থিব আলোছায়া কেমন যেন মিশে আছে একাকার হয়ে।

আশ্চর্য, সেই ঝকঝকে আভাটা হঠাৎ ম্লান হয়ে যায়, বিষণ্ন হয়ে যায় ছায়াগুলো। নিঃশব্দ হাহাকারে তূপা অনুভব করে— ম্লান হয়ে গেছে ওর নীলচে আকাশ, আগুনলাল কৃষ্ণচূড়া, ঘন সবুজ ক্যাকটাস। বুকের ভেতর কোথায় যেন জমাট বেধে যাচ্ছে, একটু-একটু করে চেপে আসছে সবকিছু, ছোট হয়ে আসছে চারপাশ।

হঠাৎ, হঠাৎ খচখচিয়ে ওঠে বুকের মাঝখানটা— নেই, কেউ একজন নেই। অথচ দু দিন আগেও সে ছিল, আজ নেই। কী আশ্চর্য, কী অবিশ্বাস্য এই না থাকা!

তূপার ম্লান চারপাশটা আরো ঝাপসা হয়ে আসে। কিন্তু ম্লান নয়, ঝাপসা নয়, তার চাই এখন অন্ধকার, নিকষ কালো অন্ধকার। যে অন্ধকারে কেউ দেখবে না তাকে, সে নিজেও দেখবে না নিজেকে। তারপর হারিয়ে যাবে অসীম শূন্যে, চুপচাপ। ঝরে পড়া পাতার মতো, খসে পড়া পালকের মতো, ছোট্ট ঘাসের শিশিরের মতো!

suman_ahm@yahoo.com
www.MurchOna.com

Andhokarer Aloy Tumi by Sumanto Aslam

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com